সুপ্রভাত

শ্রীনলিনাকান্ত চট্টোপাধ্যায়

দি ওরিয়েন্টাল পাবলিশিং হাউস্
৯৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীসুশীলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
৩৪নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

১৩৩৪

প্রিণ্টার—শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাণী প্রেস
৩৩।এ, মদন মিত্রের লেন, কলিকাতা

দুই টাকা আট আনা

উৎসর্গ

তোমার মুখে শোনা কথা,
তোমার বুকের কাঁদা ব্যথা,
তোমার বেদের ছিন্ন পাতা,
দিলেম তোমার পায়।
যে বিসর্গের তুমি স্বর্গ,
তারই যেন চতুর্বর্গ,
তোমার, বঙ্গ,
লীলার সংঘ,
দেখতে যেন পায়।
জগদ্‌গুরু,
কল্পতরু,
নিবেদিলেম পায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের
শ্রীপাদপদ্মে।

উত্তরপাড়া
১৯২৭

দাসানুদাস গ্রন্থকার।

প্রথম খণ্ড

উৎস ও নির্ঝরিণী

প্রবাহ

দ্বিতীয় খণ্ড

ত্রিস্রোতা

সাগরসঙ্গম

(যন্ত্রস্থ)

আমার সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র

শ্রীমান্ জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

এ গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে ও ইহার

গঠনগত অনেক পরামর্শ দিয়া,

আমায় বিশেষ সাহায্য

করিয়াছেন।

সুপ্রভাত

প্রথম ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বর্ষা ও বারুণী

ভদ্রপুর, ইচ্ছামতীর তটে। ইচ্ছামতীর অপর নাম যমুনা। তটের উপরই নির্ব্বাণ দত্তের বাগানবাটী।

সেই বাগানবাটীর দ্বিতল গৃহে একটা খোলা জানালার সম্মুখে বসিয়া, নির্ব্বাণ দত্ত, নৈশ আহারান্তে মদ্যপান করিতেছিলেন ;—পার্শ্বে প্রদীপ গাঙ্গুলি তাকিয়া ঠেশ দিয়া ধূমপান করিতেছিল। সন্ধ্যার পর হইতে মুষলধারায় জল আরম্ভ হইযাছে। প্রভাতের পূর্ব্বে থামিবার কোন লক্ষণই নাই !

সুরা-সংমিশ্রণ সম্বন্ধে আমরা বিশেষজ্ঞ নাহ! ভিন্ন লোক, ভিন্ন রুচি। শুধু সংভোগ অনুরোধে বলিতেছি, একটা পানপাত্রে খানিকটা কেউরেসা ও অল্প একটু ব্র্যাণ্ডি মিশাইয়া, নির্ব্বাণ, প্রদীপকে ডাকিয়া বলিলেন, "নাও, প্রদীপ' নাড় বাদলে বারুণীর মত সান্ত্বনা নাই। আমি তোমার গ্রামে এবার সাপের 'উলু" শুনতে এসেছিলেম। তোমার বিয়ের উলুধ্বনির ভয়ে আমায় চটপট চম্পটের জোগাড় ক'র্ত্তে হ'লো!

প্রদীপ, একটু ঘাড় নোয়াইয়া, পানপাত্র হাতে লইয়া, মদ্য-পান করিল। সম্মুখে একটা রূপার ট্রের উপর শূন্যপাত্র রাখিয়া, প্রদীপ বলিল, "বর্ষায় বারুণী সম্বন্ধে না হয় আমারও ঐ মত। কিন্তু তুমি যে এবার সাপের "উলু" শুনতে ভদ্রপুরে এসেছ, একথা জানতেম না,—আর জানলেও তার হেতু বুঝতে পারতেম না।"

নির্ব্বাণ। না পারবারই কথা। এর একটু ইতিহাস আছে, সেটা আগে না শুনলে কারণ বুঝতে পারবে না।

প্রদীপ। কথ্যতাম্—কথ্যতাম্, নির্ব্বাণ!—আমার চোখ কান, মন প্রাণ সব খাড়া হয়ে উঠেছে।

নির্ব্বাণ। আমার পিতামহের একজন পিতৃব্য পুত্র ছিলেন, তাঁর উদ্বাহতত্ত্বটা কিন্তু তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়। তৃতীয়ার পিত্রালয় ছিল পল্লীগ্রামে। বৃদ্ধ ভর্ত্তার ভার লাঘবের উদ্দেশ্যেই, তিনি প্রেম পরিচর্য্যার ভারটা কোন এক পল্লী যুবকের স্কন্ধে ন্যস্ত

করেন। ক্রমে অভিসার যাত্রাটা নিতাই অবশ্যম্ভাবি হ'য়ে দাঁড়ায়। একদিন অন্ধকারে মাঠের পথে ফিরতে ফিরতে তাঁর সর্পাঘাত হয়।

প্রদীপ। তার পর—তার পর?

নির্ব্বাণ। তার পর, যে রসটা জগতে সর্ব্বাপেক্ষা মধুর—পরনিন্দা—হাঠে মাঠে, পথে ঘাটে সে রসের তুফান বইতে লাগলো। ক্রমে আমাদের গ্রামে তার কিছু আভাস এসে পৌছাল। কথাটা খুব জমে উঠবার আগেই কিন্তু, ছোঠ্ঠাকুরদা মৃত ভার্য্যার শ্রাদ্ধোপলক্ষে ধূম্ ক'রে ব্রাহ্মণভোজন গ্রামস্থ নিমন্ত্রণ, অধ্যাপকদের ভূরিবিদায়ের ব্যবস্থা করে ফেলেন। কাযেই, ছোট কর্ত্তার বদান্যতায়, ছোট গিন্নীর বদনাম একেবারে বোবা হয়ে গেল!

প্রদীপ। খুল্ল পিতামহীর সর্পাঘাতের জন্য সাপের "উলু" শুনতে আকাঙ্ক্ষা? কথাটা এখনো দুর্ব্বোধ রইল, নির্ব্বাণ।

নির্ব্বাণ। বাবার ছোট পিসার মুখে যতবারই এ গল্প শুনতেম, ততবারই কবির স্বপ্নের মত, পল্লীগ্রামের একটা মায়াচিত্র আমার চোখের উপর দিয়ে ভেসে যেত। সবুজ ধানের তরঙ্গের উপর কদম্বের সৌরভ গড়াগড়ি দিচ্চে, মাজা সোনার মত খড়ের চালের উপর, নিবিড়, নীলাভ মেঘ, স্তূপে স্তূপে, দিনরাত ঝুঁকে রয়েছে; ফুটন্ত কদমবনের ভিতর, অলকে-কদম-ফুল-ঝোলান, বিবসনা, ব্রজকন্যা ওই বুঝি উঁকি মেরে পালায়! আমার মনে ধারণা ছিল, প্রদীপ, পল্লীবর্ষার ভিতর আজো মেঘদূতকে জীবন্ত দেখা যেতে পারে!

প্রদীপ। আজকের দিনে "মেঘদূত"? পাগলামি, নির্ব্বাণ!

নির্ব্বাণ। স্বীকার করি, তোমার ডাক-ওয়ালা, তার-ওয়ালা এসে মেঘদূতের গোষ্ঠিবর্গকে পাগলাগারদে পাঠিয়েছে! তোমার বাস্তব-বিজ্ঞান কবিত্বের কৌস্তুভকে পদাঘাতে চূর্ণ করেছে। স্বীকার করি, তোমার অম্লজান, অঙ্গারজান, বিদ্যুৎ-চুম্বুক শক্তি, আকাশ থেকে "জিন" পরীর ভিড় কমিয়েছে; কিন্তু বর্ষায় পল্লীগ্রামে যে জীবন্ত মেঘদূত দেখা যেতে পারে এ বিশ্বাস এখনো আমার চলে যায়নি, প্রদীপ!

প্রদীপ। এখনো সাপের "উলুর" সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক স্থির হচ্চে না। খুল্লপিতামহীর অভিসার যাত্রাটা এখনো পর্য্যন্ত নিরর্থকই আছে।

নির্ব্বাণ। ছবি পাল্‌টে ধর, প্রদীপ। আমার ধারণা ছিল, শ্রাবণের রাতে এখনো পল্লীপ্রান্তরে অভিসারিকা দেখতে পাওয়া যায়। সূচিভেদ্য অন্ধকারে মাঠের নির্জ্জন পথের উপর দিয়ে কুল-বধূ অভিসারে চলেছে,—গ্রামের সীমানায় আলেয়ার আলো, সাপের উলু পেচকের ডাক;—অভিসারিকার হাতে নকল আলেয়া জ্বলছে নিবছে! অভিসারিকার স্বামী, শূন্যগৃহে; অর্দ্ধজাগ্রত, অর্দ্ধ-নিদ্রিত ব'সে, দুর্গানাম জপ কচ্ছে! বিশ্ব ও নারীপ্রকৃতির এই বিদ্রোহের সৌন্দর্য্যসন্ধানে, আমি এবার তোমাদের গ্রামে এসেছিলেম, প্রদীপ!

আর একবার সুরাপাত্র ঘুরিয়া গেল। পানান্তে মুখ মুছিয়া, প্রদীপ জিজ্ঞাসা করিল, "নকল আলেয়াটা কি? ধান গাছের কড়ির মত, বোধ হয় কলিকাতার লোকের ও একটা আষাড়ে ধারণা!

নির্ব্বাণ। বুড়ীদের মুখে শুনেছি, কুলবধূরা অভিসারকালে, হাতের আগুনের মালসায় ধূনা দিতে দিতে ছুটতেন। আগুন দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠতো, গ্রামবাসীরা আলেয়া ভূতের ভয়ে তাড়া ক'রতো না!

প্রদীপ। তেমনটা কিছু দেখতে পেয়েছ কি?

নির্ব্বাণ। না;—তুমি দেখালে কৈ?—না পাই, তা বলে তুমি এ কথাটা মিথ্যে বলে উড়াতে চেষ্টা করোনা;—আমার বিশ্বাসের একটা সিদ্ধান্ত সুত্রে আঘাত লাগবে! বাঙ্গালি নারী-মূর্ত্তি গ'ড়ে কেন শক্তি পুজো করে, বাঙ্গালি কেন শক্তি-উপাসক, আমি এতদিনে তার একটা মীমাংসা খুঁজে পেয়েছি। যে স্বামী, স্ত্রীকে অভিসারিনী দেখে, আলেয়ার ভয়ে ঘরে দোর দিয়ে দুর্গা নাম করতে পারে, সে নারীকে অপদেবতা উপদেবতা হ'তে আরম্ভ ক'রে, বিশ্ব দেবতা বলে স্বীকার করতে বাধ্য হয়। যে দেশ, পুরুষকে নারী ভাবে ঈশ্বর ভজনা ক'রতে শেখায়, সে দেশের পুরুষরা যে কেবল গোঁফ-ওয়ালা যোষিদ্বর্গ এ কথা বুঝতে বিলম্ব থাকে কি?

প্রদীপ। তবে এমন স্ত্রীরাজ্য ছেড়ে পালাতে চাও কেন?

নির্ব্বাণ। তোমার বিবাহ! গ্রাম শুদ্ধ লোক তেল হলুদ মাখবে। সিঁদুর, আর তেল হলুদের গন্ধের ভয়ে আমাকে পালাতে হচ্ছে।

প্রদীপ। সিঁদুরের গন্ধ পর্য্যন্ত যদি তোমার অসহ্য হয়, তবে বছর খানেক আগে, এক নতুন বিধবার সিঁদুর মোছা, মস্তক মুণ্ডনের বিপক্ষে অত বড় একটা লম্বা বক্তৃতা করেছিলে কেন? ঘটনাটা মনে পড়েছে কি?

নির্ব্বাণ। ও! তুমি সনাতনের কন্যা রমার কথা বলছো। আমি সে ক্ষেত্রে মুণ্ডন বা চুল কপচানর প্রতিবাদ করেছিলেম। শোন, প্রদীপ, রূপসী, যুবতী বিধবার রূপে এমনি একটা প্রাণ কাঁদান, প্রাণ ফাঁসান মাধুর্য্য থাকে, যা জগতে আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। রূপ নষ্ট করবার নয়,--ফুটিয়ে তোলবার সামগ্রী। মনুষ্য জীবনের অধিকাংশটাই, প্রদীপ, বড় কদর্য্য, বড় পঙ্কিল, বড় অসুন্দর! তাই বোলেছিলেম, রমা রূপসী, ষোড়শী! পিসের বাটী থেকে বেশকর আনিয়ে, তার এলোচুলের কেয়ারি করিয়ে দাও। তাকে চাঁপা ফুলের বা জ্যোৎস্না রঙের একখানা মলমল পরাও; মাঝে মাঝে মুক্তা গাঁথা এক ছড়া রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিলেও আমার আপত্তি নেই। মানুষের সুখ শোক উভয়কেই সৌন্দর্য্য হীন ক'রলে যে অপরাধ হয়, সেটা দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের চেয়ে কম নয়। জীবনের সকল কাজেই, সকল অবস্থাতেই সাজাগোজা আবশ্যক। সন্ন্যাসী, বিলাসী রাজা, ভিক্ষুক সকলেরই

নিজের নিজের পোষাক আছে! পঞ্চাশ বৎসরের নারী বিধবা হলে, যে ব্যবস্থা হয় ক'রতে পার। যার স্বামীর কোনরূপ প্রয়োজন হয় না, সে সধবাও নয়, বিধবাও নয়। রূপ নষ্ট করা প্রদাপ? দেহের হোক, জীবনের হোক, হৃদয়ের হোক, রূপ নষ্ট করা? সেইটাকেই ত ব্যভিচার বলে।

প্রদীপ। ও!—ও!—বৃদ্ধা বিধবার তবে মুণ্ডন চলতে পারে?

নির্ব্বাণ। আমি স্মার্ত্ত ভটচায্যি নই, প্রদীপ! আমি জানি যে জিনিষ যত মধুর, যত হিতকর, সে জিনিষ খারাপ হয়ে গেলে ততই বিষ হয়ে দাঁড়ায়। লোকে বলে, দুধ কলির অমৃত; কিন্তু পচা দুধ, ফাটা দুধের মত দুর্গন্ধ বিষও জগতে নেই। যৌবন অতি সুন্দর, অতি মধুর, অতি পবিত্র জিনিষ, প্রদীপ! কিন্তু, গলিত যৌবন! ভগবান রক্ষা করেছেন, আমার স্ত্রী, যৌবন না ফুরাতেই মরে গিয়েছেন। প্রাণের আতিশয্যে, আহবে গৌরবে, কুরুক্ষেত্রে আঠার দিনে, আঠার অক্ষৌহিণীর প্রাণ বিসর্জ্জন আমি তারিফ করতে পারি। পঞ্চাশ বৎসর ধরে, পলে পলে, তিলে তিলে, রূপের ক্ষয়, শক্তির ক্ষয় দেখে, গলিত নখ দন্ত হয়ে, বন মানুষের মত বেঁচে থাকা! এ যদি বেঁচে থাকা হয়, প্রদীপ, নরক কি রকম?

প্রদাপ। "রক্ষা," নির্ব্বাণ? স্ত্রী বিয়োগ রক্ষার কথা? তুমি একটা প্রকাণ্ড হেঁয়ালি; তোমার ভিতরের খবর কেউ পায় না!

নির্ব্বাণ। তা ব'লতে পারি না। তবে, শ্রীমতীর লোকান্তর প্রয়াণে, আমার বেঁচে থাকার ভিতর যে চার মুঠা চার রকমের বালির অভাব হতে পারে, এ কথা আমি স্বীকার করি।

প্রদীপ। কি রকম—কি রকম?

নির্ব্বাণ। এই প্রথমে ধর, পতি-দেবতাকে রাতকানা করে, পরকীয় রসে মগ্না হলে, বধু-দেবতা হন চোখের বালি। যদি একটু মুখরা প্রখরা হ'ন, তা হলে স্বামী বেচারার আর পা পেতে দুনিয়ায় দাঁড়াবার যো থাকেনা। শ্রীমতি তখন হ'ন তপ্ত বালি। তারপর, কুসুমাঞ্জলির টিপ্পনির মত যদি একটু তর্কাভাস যুক্তা, কিম্বা দুর্মুখের মত স্পষ্টবাদিনী হ'ন, তা হ'লে, রসাভাসের ভিতর এমনি একটা অবজ্ঞার কাঁকব সন্নিবিষ্ট করেন যে, গৃহ-সুখ আস্বাদনে "কটাস" ক'রে স্বামীব চোয়াল ভাঙ্গা যন্ত্রনা উপস্থিত করান। বধুদেবতা, তখন শাকে বালি। আর পুত্র কন্যার কোন জঘন্য দোষ প্রকাশ পেলে, তার সমস্ত ময়লাটা টেনে শুষে নিয়ে, তোমায় যখন তার এমনি ভাবে গল্পটা শুনান যে ব্যাপারটা অতি সামান্য সাধারণ রকমের, তখন গৃহিনী তোমার হ'ন ফিল্টারের বালি, প্রদীপ!

নির্ব্বাণ একটু থামিল। প্রদীপ পাত্র পূর্ণ করিয়া নির্ব্বাণের হাতে দিল। তাহার পর এক পাত্র আপনি গ্রহণ করিল। পানান্তে নির্ব্বাণ বলিলেন, "তারপর, প্রদীপ, নেড়ামাথা, ঠেঁটিপরা, তুলসীর মালা

গলায়, মেয়ে মানুষ দেখলেই, আমার আপনা আপনি কেমন, "ডেড্-লেটার" আফিসের ফেরৎ চিঠীর মত অষ্টাঙ্গে ছাপ মারা, চৈতন উড়ান, কাল মোষের মত বাবাজীর দল, সখিদাসের আখড়া, চিঁড়ে মুড়কি, মাল্‌পো—মালসা কাড়াকাড়ি প্রভৃতি জগতের যত অন্তজপনা মনে আসে। তাই সে দিন, রমার সম্বন্ধে অত কথা বলেছিলেম।

প্রদীপ। সকল ধর্ম্মই ব্রহ্মচর্য্য-মূলক। তোমারই কথামত ব্রহ্মচর্য্যের ও একটা পোষাক দরকার করে।

নির্ব্বাণ। ব্রহ্মচর্য্য, প্রদীপ? ব্রহ্মচর্য্য পোষাকে হয় না এক দিনে হয় না। ভোগ পূর্ণ না হলে বৈরাগ্য আসে না। ক্ষিধে থাকতে ব্রহ্মচর্য্য? ঐ ভুলেইত বৌদ্ধ, বেদান্ত, খৃষ্টান ধর্ম্ম ধোপে টিকিল না! পাঁচ বছরের ছেলে ননীচোর, এ কথা আমি বুঝতে পারি। পাঁচ বছরের ধ্রুব, বৈরাগ্যে ব্রহ্মজ্ঞানী, এ কথা আমার ধারণার অতীত। শুকদেব গোস্বামী বিজনে বা পুরাণে আছে, জীবনে কোথাও দেখা যায় না। মানুষ সব উলট্ পালট্ করতে পারে, প্রদীপ; আপনার প্রকৃতি বদলাতে পারে না। আপনার প্রকৃতির সকলের চেয়ে উঁচু নীচু দুটা পর্দা ঠিক করে নিও, দেখবে জীবনের "সর্‌গম্" কখন বেসুরা বাজবে না।

প্রদীপ। তুমি কি তান্ত্রিক নির্ব্বাণ? বিলেত ফেরৎ বাঙ্গালী, তান্ত্রিক, এ কি বিশ্বাস্য?

নির্ব্বাণ। পালাটা পালটে ফেল, প্রদীপ, কথাগুলো ক্রমশঃ গুরু গম্ভীর হয়ে উঠছে। ও সব কথা ছেড়ে দাও!

এবার নির্ব্বাণ নিজহস্তে সুরাপাত্র পূর্ণ করিলেন। বাহিরে তখনও মুষলধারায় জল পড়িতেছিল। পানান্তে প্রদীপ জিজ্ঞাসা করিল, "পালাবদলে রস ভঙ্গ হবে না ত? তোমার কথা গুলো আমার কাণে বড় নতুন ধরনের শোনায়, অনেক জিনিস নতুন ভাবে দেখিয়ে দেয়।

নির্ব্বাণ। রস ভঙ্গ?—বড় মনে করে দেছ, প্রদীপ! গত বৎসর শুনেছিলেম, তোমার নাকি কোন রূপসী বিধবার রস-সঙ্গ হয়েছিল! কোন্ এক বিধবা যুবতীর সঙ্গে?—যাক্! সেটার কি ভঙ্গ হয়েছে নাকি?—কৈ একবারও ত সে কথার উল্লেখ করনি?

দেয়ালের বিজলী বাতি হঠাৎ কম জোর হইয়া গেল। প্রদীপ একটু থতমত খাইয়া উত্তর করিল, "না—ঠিক—একেবারে ভঙ্গ নয়! তবে বিবাহের পরে, অনেক মান ভঙ্গ, কুল ভঙ্গের আশঙ্কা ঘটতে পারে। বছরখানেক পরে, আমি ভালবাসার প্রয়াগ তীর্থ হয়ে দাঁড়াব!

নির্ব্বাণ। প্রেমের ত্রিবেণি, না পীরিতের পিণ্ডদান ভূমি?

প্রদীপ। পিণ্ডাধিকারীর জন্মের পূর্ব্বে সেটা সম্ভব হবে না।

নির্ব্বাণ। তুমি যখন এ সম্বন্ধে সকল কথা খুলে বল নি (এবং সেটা খুবই ভদ্রোচিত হয়েছে) তখন আমি এ প্রসঙ্গ

করতেই ইচ্ছুক নই। তবে,—একটা পর্ব্ব শেষ না করে অপর পর্ব্বের আরম্ভে, ভবিষ্যতে ক্রম-ভঙ্গ বা সমাপ্তের পুনরাপ্তি দোষ ঘট্‌বার আশঙ্কা দৃষ্ট হয়। বিধবা, প্রেমের এক পর্ব্ব শেষ ক'রে, নতুন পর্ব্ব আরম্ভ করে বলেই, বিধবার প্রেমের অমন তীব্র মধুরতা থাকে। অভিজ্ঞতা জন্য, প্রেমের নিমন্ত্রণ-নিয়ন্ত্রনে তার অমন নৈপুণ্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম বিবাহে, বধূর কাছে প্রেম, নয় পুঁথির মালা, নয় জড়োয়া অলঙ্কার। সেটা হয়, সই সাঙ্গাতির সঙ্গে আনন্দে খেল্‌বার—দিন কাটাবার জিনিস নয়, কর্ম্ম বাড়িতে, অঙ্গে প'রে, পাড়াপড়সির মজলিসে "গরবে গরবিনী" হবার সামগ্রি। কিন্তু, বিধবার কাছে ভালবাসা, প্রদীপ? বিধিদত্ত হাবানিধি,—ফণির মাথার মণি,—খনি গর্ভের উজ্জ্বল হীরক। ফণির মাথার মণি কাড়লে ফণির মৃত্যু হয়। বিধবার প্রেম উপড়ালে, সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদ্‌পিণ্ডটাও উপড়ে আসে! তাই বলছি, প্রেমের যে পর্ব্বটা আরম্ভ করেছো তার শেষ না ক'রে উদ্বাহের উদ্যোগ পর্ব্বটা আরম্ভ করা নিপুণ কবির পরিচয় নয়। বিশিষ্টের পূর্ণজ্ঞান লাভ করবার জন্যেই শিব, জীবরূপে জন্মগ্রহণ করেন। একথা শাস্ত্রে বলে, প্রদীপ।

প্রদীপ। আমাদের আপিসের পার্টনার, যখন তাঁর কন্যার বিবাহের জন্য, আমায় অত অনুরোধ করেন, তখন অগত্যা সে প্রস্তাবে আমায় "রাজী" হতে হলো। এ এক রকম অদৃষ্ট-চক্র!

নির্ব্বাণ। বটে—বটে? সংসার চক্রের কেন্দ্রশক্তি,—অজস্র, অনায়াস অর্থাগম—সেটা যে স্বেচ্ছায় তোমার হাতে এসে পড়েছে, শুনে বড়ই আনন্দ হলো, প্রদীপ। তোমার রূপ আছে, যৌবন আছে,—তার উপর অর্থাগম!—ভগবান করুন, তুমি সুখী হয়ো প্রদীপ! তোমাদের আফিসে আমায় প্রায়ই যেতে হ'তো। টস্, কর, এণ্ড কোম্পানি (ইতর লোকে যাকে তস্কর কোম্পানি বলে) সহরে মস্ত বড় অ্যাটর্নি আফিস। তোমার হবুশ্বশুর মুখার্জি সাহেবের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় আছে।

প্রদীপ। শুনেছি, আমাদের আফিসে তোমার খুব ঘন ঘন যাতায়াত ছিল। এরই মধ্যে কাজকর্ম্ম থেকে অবসর নিলে কেন?

নির্ব্বাণ দত্ত এবার খুব আনন্দ সহকারে পানপাত্র পূর্ণ করিয়া প্রদীপের হাতে দিলেন, তাহার পর আপন পান সমাপনান্তে বলিলেন, "বলছি শুন, প্রদীপ! জগতে একমাত্র পদার্থ যেটা না চাইতে পাওয়া যায়, তার নাম মনুষ্য জন্ম। কিন্তু, প্রাণ পাওয়াটা যেমন সহজ, প্রাণ পোষাটা তেমনি কঠিন ব্যাপার! মনের মত ক'রে মনটাকে গ'ড়তে, সাধের মত হয়ে বেঁচে থাকতে সকলেই চায়;—কিন্তু তার মাল মসলা সংগ্রহ ক'রতে জীবন কেটে যায়। এ জীবনটা কেবল উদ্যোগ পর্ব্ব, প্রদীপ। আমি এ কথা জীবনের প্রত্যুষেই বুঝতে পেরেছিলেম। ইউরোপ, এ্যামেরিকা, পৃথিবীর বহুস্থান ঘুরে, আজ আটাশ বৎসরে এমনি

একটা নিশ্চিন্তার মন্দির গড়ে তুলেছি, যাতে আর্থিক অনাটনের কথা ভাবিবার আর আমার প্রয়োজন হবে না। যাকে লোকে সংসারে অবসর লওয়া বলে, আমি তাই নিয়েছি। জীবনে, অবসরটা যৌবনে লওয়াই ভাল ;—মানুষের যখন ভোগ করবার, কায করবার—দেখবার—শিখবার শক্তি থাকে। বৃদ্ধকালে, সাধসাধ্য, ভোগসুখ, আশাতৃষ্ণা একে একে যখন সবই অবসর নিতে থাকে, তখন চেয়ারে ব'সে কলম চালানকে কাজ করাও বলে না, বেঁচে থাকাও বলে না। কাযের বিরামেই জীবনের বিকাশ হয়। গজাবার মুখে, গাছে কখন ফুল ফুটতে দেখেছ ?

প্রদীপ। এত অল্প বয়সে অবসর নিলে, জীবনে অনেক অর্থ অনার্জিত থাকে।

নির্ব্বাণ। এ কথাটা কখন ভুলো না, প্রদীপ, -তুমি যা, তা ছাড়া আর কিছুই হতে পারবে না। প্রাণে কেঁদে, যদি কখন এক মুঠা অন্ন ভিক্ষা না দিয়ে থাক, তবে গোলকুণ্ডা গলায় গেঁথে, বলি রাজার মত, স্বর্গ মর্ত্ত্য দান কল্লেও, প্রাণে তুমি যে দরিদ্র সে দরিদ্রই থাকবে! তারপর ;—মানুষের সুখী হতে, আপনাকে পূর্ণ পরিস্ফুট করতে অনেক অর্থের প্রয়োজন নেই ; বরং মানুষকে তাতে কেন্দ্রচ্যুত করে। শেষ কথা,—"মৃত্যু" ব'লে একটা বে-বখতা তাগাদার আছে, প্রদীপ ;—কখন যে সে হিসাব চুকাতে আসবে তার স্থিরতা নেই!

প্রদীপ। তোমার জমা টাকার না হয় অনেক সুদ আসে, তাতে তোমার বড় মানুষি করে চলতে পারে ;—কিন্তু সকলের পক্ষে তা ত সম্ভব নয় !

নির্ব্বাণ। কি ব'লছো, প্রদীপ ?—আমি সুদখোর নই ! যে ধন, তার উৎপাদককে ধনী না ক'রে, দালাল বা আড়ৎ-দারকে শুধু বড় মানুষ করে, সে ধনে জগতের কল্যাণ হয় না। সংসারে যে এত পশুবৃত্তি, এত নিষ্ঠুরতা, এত কদর্য্যতা, এত অনশন-অর্দ্ধাশন দেখতে পাও, তার কারণ হলো এই রকম ধনোপার্জ্জন। পৃথিবী, যে নরক হয়ে উঠেছে, মানুষ যে এখনো জঙ্গল প্রকৃতি ছাড়তে পারে নি, সেটা এই রকম অর্থেরই জন্যে। যেখানে বিশিষ্ট ভোগ, প্রদীপ, সেইখানেই সংগ্রাম, সেইখানেই উৎপীড়ন। জল বাতাস, জ্যোৎস্নারৌদ্রের মত, যে সকল জিনিস মানুষ সকলকে ভাগ দিয়ে ভোগ করে, তা নিয়ে কখন লাঠালাঠি হয় না। পাওয়া টাকা "চোটায়" বা সুদে খাটিয়ে যে বড় মানুষ হয়, সে তস্কর। মানুষ এখনো সভ্য হয় নি প্রদীপ মানুষের সমাজ বলে এখনো কোন প্রতিষ্ঠান নেই। তুমি যাকে সমাজ বল, সভ্যতা বল, সেটা দস্যুর লুণ্ঠিত ধনের পাহারার ব্যবস্থা,—প্রবলের এক-চেটে সুখ ভোগের স্বাতন্ত্র্যশাসন মাত্র।

প্রদীপ। আমি জানতেম না তোমার ব্যবসা অন্য রকমের।

নির্ব্বাণ। নিশ্চয়ই ! অপরকে সুখী না করলে, মানুষ যে

সুখী হতে পারে না, প্রদীপ—এ কথা বালকেরও বুঝা উচিত। যে বলে, কেবল আমিই যেন ধনবান হই, আর আমার আত্মীয় প্রতিবেশী সকলেই নির্ধন থাকুক, সে ডাল-কাটা-কালিদাসের চেয়েও মূর্খ। দরিদ্রের সমাজে বাণিজ্য ব্যাপার আর নেংটার দেশে বাটপাড়ের বাস, একই রকমের ব্যর্থতা!

প্রদীপ। ব্যবসায় টাকার ব্যাজ ও লভ্যাংশ, দুইটাই উসুল কর্ত্তে হয়। টাকার বৈধসুদ নেওয়া চৌর্য্যবৃত্তি হলে ব্যবসা মাত্রেই দস্যুবৃত্তি!

নির্ব্বাণ। অধিকাংশ স্থলেই তাই বটে। পাপের—মিথ্যার—বৈধ অবৈধ ভেদ নেই। কামাসক্তি, পাপ হলে, নিজ স্ত্রী অন্য স্ত্রী হিসাবে তার কোন তারতম্য হয় না। বাপের পুকুরেও লোক ডুবে মরে। সমাজে, অবিধিটা যতক্ষণ, দারিদ্র দৌর্ব্বল্যের সঙ্গী, ততক্ষণই সেটা পাপ। প্রবল বা ধনবান লোক যখন সেই অবিধিটা করে ফেলে, তখন গরু-মেরে-জুতা-দান, বা বিদ্যামন্দির নির্ম্মাণ কল্পে ঘোড়দৌড় বা স্থরতি খেলার মত, ধর্ম্মশাস্ত্র-কারেরা তার একটা মিথ্যা খণ্ডন, বা মিথ্যা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করে দেন। ক্ষেত্র অনুসারে, ব্যক্তি ভেদে, অধর্ম্মেরও নাম পালটে যায়, প্রদীপ! চৌর্য্য ও তেজারতের মধ্যে, একটু তফাৎ আছে; তাতে শ্রমসাধ্য ব'লে চৌর্য্যকে একটু বেশী সম্মান দিতে আমি বাধ্য হই।

প্রদীপ। কি রকম!

নির্ব্বাণ। আচ্ছা, আগে তুমি বল, তোমাদের আফিসের সেই মাহিনার উকীলটী এখনো আছেন কি?—কি নাম তাঁর?—দেবদুর্ল্লভ ভক্তি বিনোদ নাকি? সেই যিনি বেদ বেদান্ত পুরাণ ভাগবত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন!—তিনি বেঁচে আছেন কি?

প্রদীপ। হাঁ, আছেন। তাতে কি?

নির্ব্বাণ। তবে শুন, প্রদীপ। উইল ব্যাখ্যার মামলায়, দুর্গাদাস রায়ের যখন প্রিভিকৌন্সিলে হার হয়, বেচারা, সামান্য কিছু টাকা, আপনার ভদ্রাসন বন্ধক দিয়ে এক মহাজনের কাছে কর্জ্জ করেন। দলিলের মুসাবিদাটা, তোমাদের আফিসের সেই ভক্তিবিনোদ উকিলই করে দেন, "সুদ তিন মাস অনাদায়ে আসলে গণ্য হইয়া চক্রবৃদ্ধিরূপে উক্ত হারে চলিতে থাকিবে।" ব্যাপারটা দেখে আমার মনে হয়েছিল, ছোটলোকে চুরি করে,—সিঁধ কাটা, বেড়া কাটা, গাঁট কাটা, প্রভৃতি অনেক রকম মেহন্নত ও মাথা ঘামান তাতে দরকার হয়। তার উপর, গায়ে ধূলা কাদা, পয়জারের দাগ প্রভৃতি হরেক কিসিম দাগাদারি সহ্য ক'রে, বেচারাকে চাইকি রাজার আতিথ্য গ্রহণে বাধ্য হতে হয়। এই উকিলের আফিসের মারফৎ তেজারতি ব্যবসা কিন্তু সেকেন্দারী বাদসাহির চেয়েও কেফায়তের কারবার। এই আইন সঙ্গত "ধর্ম্মগোলা" স্থাপনে, পরিণামে যশ, শ্রী, সম্মান, এমন কি

"আইনকারি" সভার সভ্যপদ পর্য্যন্ত পাওয়া যেতে পারে। এর কাছে ওকালতি, বোকালতি ;—বিলকুল ঝুটো পাথর! গরীব লোকে, ছোট লোকে, বোকা লোকে চুরি করে; শিষ্ট, সেয়ানার পক্ষে তেজারতি। রঘুডাকাত বল, ভাস্কর পণ্ডিত বল, নাদিরশা বল - কারো লুঠের টাকা, সিন্দুকের ভিতর আপনা আপনি বাড়েনি, বাচ্ছা পাড়েনি! একেই বলে, "হরির ভাগ্যে লক্ষ্মীলাভ, হরের হলাহল!"

প্রদীপ। এ সকল কথা আজকালের জগতে চলতে পারে না। মানুষ যখন পর্ব্বতের গুহায় বাস কর্ত্তো, তখন না হয়—

নির্ব্বাণ। জগৎ তুমি আমি চালাই না প্রদীপ! একদিন তোমার দেশ, যখন জ্ঞানে ধনে, জগতের মাথার মুকুট ছিল, তখন তার অভিধানে "স্বপচ" ও "শ্বপচ" (চণ্ডাল) একার্থবাচক ছিল। যুগভেদে, দেশভেদে সত্য বদলায় না, প্রদীপ! সত্যের দেশ নেই, বিদেশ নেই, বাল্য নেই, বার্দ্ধক্য নেই। জাহ্নবীর কূল থেকেই আসুক আর জর্দনের তট থেকেই আসুক, সত্য সমানভাবে পূজ্য। জগতে ঠিক নাম ধরে, পদার্থকে ডাকতে শিখো, প্রদীপ। সত্যে যে নেশা আছে, সত্যে যে শক্তি আছে, তার কাছে সুরা, সুরেন্দ্রের বজ্রও অকিঞ্চিৎকর। রাজসিংহাসন শাক্যসিংহ গৌতমকে বেঁধে রাখতে পারেনি। ন্যাঝারাতের ছুতরের ছেলের পায়ে রোমসাম্রাজ্য মাথাঠুকে

পড়েছিল। সামান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে গৌরাঙ্গের উন্মত্ততায় বাঙ্গালা একদিন ভেসে যাবার উপক্রম করেছিল। মানুষ সত্যের পূর্ণ সম্মান করতে শিখলে, পৃথিবী মর্ত্ত্যভূমি থাকতো না। আয়ুশেষে—একশ বৎসরেই হোউক, আর পাঁচশ বৎসরেই হোউক—মানুষ, ঘুমের মত আরামে দেহত্যাগ ক'র্ত্তো। যদি সত্যাশ্রয় ক'রতে পার, প্রদীপ, দেখবে যম দণ্ডধারী নয়, যম ভগবানের বড় কারুণিক বিধান।

প্রদীপ। বড় গুরু গম্ভীর কথা।

নির্ব্বাণ। নিশ্চয়ই! সেটা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। শুনেছি এক রকম তান্ত্রিকে সুরাপাত্র হাতে দিয়ে শিষ্য দীক্ষিত করে। কে বলতে পারে, প্রদীপ, আজ তোমার দীক্ষা হতে পারতো না? তুমি ব্রাহ্মণ, আমি কায়স্থ; তন্ত্রে শুনেছি জাতি ভেদ নেই।

এই বলিয়া নির্ব্বাণ সুরাপাত্র পূর্ণ করিয়া প্রদীপের হাতে দিয়া, আপনি পান করিলেন। একটু পরে, প্রদীপ বলিল, বর্ষার রাত্রি যত গভীর হচ্ছে, তোমার কথাগুলো তত জমাট হয়ে দাঁড়াচ্ছে নির্ব্বাণ। আমার বোধ হয় বক্তিয়ার খিলিজির আসবার আগে, যদি সত্যের এ শক্তি ঘোষণা কর্ত্তে পারতে, তা হলে বাঙ্গালার স্বাধীনতাটা যেত না!

নির্ব্বাণ। তোমার ভারি ভুল ধারণা, প্রদীপ! বাঙ্গালা জয় করেছে জয়দেব, কাঁচুলি, তাকিয়া আর গুড়্‌গুড়ি, বক্তিয়ার বা কর্ণেল

ক্লাইভ তার উপলক্ষ মাত্র। দ্বৈপায়ন হ্রদের কূলে কুরুক্ষেত্রের শেষ হয়নি, প্রদীপ। হিন্দু, বৌদ্ধ, মোগল পাঠান সকল রাজত্বেই ভারতবর্ষে কুরুক্ষেত্রের অভিনয় হয়েছে! এদেশ আর কোন রকম ইতিহাস গড়তে পারেনি, পারবে কিনা সন্দেহ! এইজন্যই টুলো ভটচায্যিরা "মহাভারতকে" এ দেশের শাশ্বত ইতিহাস বলে। রূপসীর রূপ, যুবতী নর্ত্তকীর লহর-তোলা নাচ যার ভাগ্যে না জুটে, তার জন্য আছে জীবনের অক্লিষ্ট বাস্থকি, তাকিয়া; আর উর্ব্বসীর মুখচুম্বনের মত মোহকর ফর্সীর মুখনলে টান;—বাঙালির সব দুঃখ ভাবনা নিঃশেষে উড়িয়ে দেয়! যাক্ এ সকল কথা। এইবার পূর্ণপাত্র হাতে করে একটু চোখ বুঝে বস!

এই বলিয়া নির্ব্বাণ দত্ত দুইটা পাত্র পূর্ণ করিয়া একবার উঠিয়া গেলেন। পার্শ্বের ঘরে, একটা ক্ষুদ্র শুক্তিখচিত, অষ্টকোণ ত্রিপদের উপর একটা গানের কলে (গ্র্যামোফোন "রেকর্ড" সংযুক্ত করিয়া, দম দিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এডিসনের অদ্ভুত আবিষ্কার, কিন্নরকণ্ঠে, গাহিয়া উঠিল

এরা কত ব'লে যায়, কত ভুলে যায়
না শুকাতে জল নয়নে,
মোরা কত অনুরাগে নিশি নিশি জেগে
মালা গেঁথে ডাকি মরণে!

সুপ্রভাত

এরা শিরীষের মত পরশ কাতর
(আসে) নিমেষের পূজা লইতে,
মোরা মাটীর প্রতিমা, মাটী হয়ে যাই—
শুভযোগ নিশি প্রভাতে !

সই কত বেধে যায়, আয়ু না কুলায়
মরণেও থাকে পরিতাপ,
এরা আধেক জনমে পীরিতি প্রণমে
শেষ আধে দেয় অভিশাপ !

যবে বাতাসের মত, বড় ভীরু ভীরু
ফিরে যেত দ্বারে কাঁদিয়া,
যবে "বড় ভালবাসি," বড় ভয়ে তার
অধরেতে যেত বাধিয়া !

যবে নিশীথের পাখী, উঠিলে লো ডাকি
প্রভাত ভাবিয়ে কাঁদিত ;
যবে অরুণ গগনে, হেরিয়া নয়নে
(ঐ) "চাঁদ" বলে মোরে ভুলাত ।

কেন অলস নয়ন মুছিতে মুছিতে,
প্রভাতে সে ব'লে যেত না ;

এযে নয়নের নেশা, প্রাণের কুয়াষা,
দুপুরের পরে থাকে না !

আজ বড় তার কায, গুরু লোক-লাজ,
(নাহি) অবসব দিতে বারতা ;
তবে জীবনের এই অতিথিশালায়
আমারি এত কি মমতা !

ফিরে দেখে আয় সখি, কেহ আসে নাকি
দূর মথুরার পথেতে ;
ওলো মুখ চাহিবার কেহ নাহি যার,
শত বাধা তার মরিতে !
সেই যমুনার জল, উজানে উছল,
(আজ) শুয়েছে নিচল মরণে,
সই সে নিশির মত এ নিশি হলো না,
(আজ) মেঘে ঢাকা চাঁদ গগণে।

গান বাজিয়া থামিয়া গেল। প্রদীপ, সুপ্তোত্থিতের মত তাড়াতাড়ি পানপাত্র খালি করিয়া দিল। নির্ব্বাণ বলিলেন, "আমি কলের বা কৃত্রিম গান বাজনার বড় পক্ষপাতী নই। কলিকাতার একটা গ্র্যামোফনের দোকানের পাশ দিয়ে আসতে

আসতে আমি এ গানটা শুনেছিলেম। গায়িকার কণ্ঠে এমনি একটা কিছু আমার কানে গিয়েছিল, প্রদীপ, যাতে আমার মনে হয়েছিল রেকর্ডের সূচি শলাকার মত, গানের প্রত্যেক কথাটা, তার মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধে আঁচড়ে বেরিয়ে প'ড়ছিল। দেখেছ প্রদীপ, একজনের নিমেষের আনন্দে, আর একজনের কেমন জন্ম-জোড়া নরক হতে পারে? গোড়ায় নরক কত সুন্দর, কত মধুর। কখন তা ভেবে দেখেছ, প্রদীপ?"

পার্শ্বের ঘরে একটা পুরাতন ম্যাকেবের ঘড়িতে টিং টিং করিয়া বারটা বাজিল। প্রদীপ বলিল, বৃষ্টি হচ্ছে, আলো ধরে আমায় পৌঁছাতে গেলে, চাকর-বাকরের ক্লেশ হবে। আমি আজ এই খানেই রাত্রিবাস করতে পারি। নির্ব্বাণ বলিলেন, "তথাস্তু"। পরের সুখ দুঃখের ভাবনা, কিন্তু, আইন ব্যবসায়ের ভাল কসলতের আখাড়া নয়, প্রদীপ! আচ্ছা—ক্রমশঃ! যাও রাত হয়েছে, শোওগে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গান ও স্বপ্ন

পার্শ্বের ঘরে একখানা ছোট মেহগিনি খাটের উপর, শুভ্র, সজ্জিত শয্যায় প্রদীপ শয়ন করিল। ভৃত্য আসিয়া বিজ্‌লিবাতির ফানুষের উপর নীল সিল্কের আবরণ ঢাকিয়া দিয়া গেল। খোলা জানালা দিয়া, বিচিত্র পারসিক পর্দা ভেদ করিয়া, বৃষ্টি বাতাসের "হু হু" "ঝপ্ ঝপ্" শব্দ আসিয়া গৃহের সেই স্তিমিত আলোককে আরও রহস্যময় করিয়া তুলিতেছিল। প্রদীপের মস্তিষ্কের ভিতর কেমন একটা কুয়াসাচ্ছন্ন অস্থিরতা যেন ধুমাইয়া ধুমাইয়া উঠিতে লাগিল। গৃহের একদিকে অর্দ্ধ দেয়াল জুড়িয়া কেবল মাত্র একখানা ছবি ছিল। সে ছবি বাঙ্গালার কোন এক সার্থকজন্মা চিত্রকরের অঙ্কিত। বিশ্বনাথ মৃত সতী দেহ ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন। সে স্তব্ধ শূন্যতার সংরুদ্ধ সংক্ষোভের সম্মুখে, মানুষের সর্ব্বেন্দ্রিয়ই যেন নিশ্চল পাথর হইয়া যায়; মনের সকল বৃত্তি, সকল গতি আপনা আপনি রুদ্ধ হইয়া পড়ে। মানুষের আত্মা হঠাৎ যেন বিরাট, ব্যর্থ ভবিতব্যকে চোখোচোখি করিয়া দাঁড়ায়। এ গৃহটী নির্ব্বাণ দত্তের শয়ন গৃহ। বাগান বাটীতে বাসকালে, বিপত্নীক নির্ব্বাণ এই গৃহেই শুইয়া থাকেন।

প্রদীপ খানিকক্ষণ ছবির দিকে চাহিয়া রহিল। প্রেম মরিয়া গেলে, সকল জ্ঞান-ঐশ্বর্য্যই যে অর্থশূন্য হইয়া পড়ে, ছবি দেখিয়া, প্রদীপ অবশ্যই একথা ভাবিতে ছিল না। প্রদীপ ভাবিতে ছিল, নির্ব্বাণ দত্তের মত ধনবান লোক, ভদ্রপুরে কেবল তাহারই সঙ্গে, তুল্য ব্যক্তির মত মিলেন মিশেন, কথা কহেন, তাহাতে প্রদীপের গ্রামে কতটা প্রতিপত্তি মর্য্যাদা বাড়িয়া গিয়াছে! তবে নির্ব্বাণ দত্তের কথাগুলা, খুব সোজা সোজা, শক্ত, সাঁওতালি তীরের মত—গাছপালা ভেদ করে যায়। হোউক! প্রদীপ তাহার খুব পালটা জবাব দিতে পারতো। কিন্তু অত বড় একটা সব-রকমে-বড় লোকের কথার প্রতিবাদ করা সৌজন্য সঙ্গত নয় বলিয়াই, তাহাকে চুপ্ থাকিতে হয়েছিল। প্রদীপ, আপনার "এম এ" উপাধির কথা ভাবিয়া আপনার শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান অক্ষুণ্ণ রাখিল। নির্ব্বাণ দত্ত, এম এ পাশ নহে!

প্রদীপ ভাবিতেছিল, "যাই হোউক," কথাগুলোর কিন্তু একটা অদ্ভুত মোহিনী শক্তি আছে, মানুষকে হঠাৎ জবাবহীন করে ফেলে! সময় সময় মনে হয় কথাগুলায় যেন অকপট সত্যের "এক্সরে" মাখান আছে। সে সত্য দু এক সময় যেন তার বুকের ভিতর মশাল জ্বেলে, কোন অস্ফুট ছবি ফুটিয়ে দেখ্‌তেছিল!

ভাবিতে ভাবিতে, প্রদীপের তন্দ্রা আসিল, তন্দ্রা হইতে নিদ্রা—গভীর, গাঢ় নিদ্রা—অবশেষে স্বপ্ন! প্রদীপ স্বপ্ন দেখিতেছিল, একটা

প্রকাণ্ড সিংহ, মুখ তাহার নির্ব্বাণ দত্তের মত, তাহার শিয়রে বসিয়া আছে। আর একজন যুবতী, অমাবস্যা রাত্রি অপেক্ষা আরও কৃষ্ণবর্ণ একখানা সূক্ষ্ম মেঘ ঢাকা, ধূমকেতুর ঝাঁটা দিয়া প্রদীপের সর্ব্বাঙ্গে আঘাত করিতেছে—সপ্—সপ্—সপ্।

প্রদীপ একবার চক্ষু চাহিল। বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছিল, ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্। প্রদীপ পাশ ফিরিয়া, ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিলেও, তাহার আর ঘুম আসিল না। বনেব বৈতালিক,দয়েল বুলবুলের মত আওয়াজ করিয়া, মিউজিক্যাল ক্লকের উপরে, সবুজ পাখা কাঁপাইয়া, ঠোঁট ফাঁক করিয়া, দুই চারিটা কৃত্রিম পাখী ঘরের কোণে কোণে ডাকিয়া উঠিল। হলের ঘড়িতে টিং টিং করিয়া চারিটা বাজিল।

নির্ব্বাণ স্নান করিয়া, পোষাক পরিয়া, একখানা বড় আয়নার সন্মুখে চুল ফিরাইতেছিলেন। একটা রূপার "কফি পট" হইতে ভৃত্য দুই পেয়ালা গরম কফি ঢালিয়া দিল। নির্ব্বাণ ডাকিয়া বলিলেন, "উঠ, প্রদীপ, আমি যাচ্ছি" !

প্রদীপ উঠিয়া, তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া, নির্ব্বাণের টেবিলে উপস্থিত হইল। কফি পানান্তে, নির্ব্বাণ বলিলেন, "এই বাটী, ও সমস্ত আসবাব, তোমার আবশ্যক হলে ব্যবহার করতে পার, প্রদীপ। তোমার বিবাহ উপলক্ষে আত্মীয় কুটুম্ব আসিলে এ বাগান বাটীতে তাঁদের বসবাসের ব্যবস্থা ক'রতে পার।

জমাদারকে আমি সেই রকম উপদেশই দিয়ে গেলেম"। কথাটায় প্রদীপের বিচার বুদ্ধি বড় একটা ধাক্কা খাইল। এত সোনা রূপার সামগ্রী একটা ভেড়িওয়ালার হাতে দিয়া, এ লোকটা নিশ্চিন্তে চলিয়া যাইতেছে? বোকামিব চরম!

পূর্ব্বাকাশে দিন ফুটিতেছিল। খোলা জানালার ভিতর দিয়া, প্রদীপ দেখিল, নির্ব্বাণের মটরলঞ্চখানা. সুপ্তোত্থিত মরালীর মত, ইচ্ছামতীর তরঙ্গে দুলিতেছে। নির্ব্বাণ বাগানের ক্ষুদ্র ঘাটের সিঁড়ি নামিয়া একটু ক্ষুদ্র "জেটীর" উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন; পিছনে তাঁহার, প্রদীপ। প্রদীপ তাহার দক্ষিণ তর্জনী কপালে ঠেকাইয়া বলিল—"টা—টা"। নির্ব্বাণ বলিলেন,"ব্রাহ্মণেভ্যঃ নমঃ"! প্রাচীন ভারত, দেশকে বুঝায় না, প্রদীপ। প্রাচীন ভারত বলিলে একটা বিশ্বব্যাপী প্রতিভার ছটা বুঝিতে হয়, আর সেই মহিম আলোকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ছিল, ব্রাহ্মণ। এক ঝলক হেনার সৌরভ বহিয়া গেল। নির্ব্বাণ "লঞ্চে" উঠিলেন, গুণ গুণ করিয়া গাহিতে গাহিতে—"তুমি মথুরেশ, রাধা পথের কাঙালিনী—

তুমি যবে শ্যামরায়; রাধা, কলঙ্কিনী।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর মন্দিরে

মানুষ অদ্ভুত জীব!—নয়?

লোকে সুখের দিন ভুলিয়া যায়, শোকের জন্ম তিথি পূজা করে। মানুষ বিবাহের বাসর ভুলিয়া যায়, প্রাণের পর্ব্বভঙ্গের পঞ্চ পাত্রে শ্রাদ্ধ করে। মানুষ অদ্ভুত জীব! নহিলে ভদ্রপুরের সনাতন গোস্বামী ব্রজেশ্বরের মন্দিরের দর্‌দালানে, আজ দুপুর বেলায়, চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিবে কেন?

এক বৎসর হইল আজিকার দিনে, ঝুলন পূর্ণিমার চারদিন পূর্ব্বে, ঠিক বেলা বারটার সময় তাহার কন্যা রমা বিধবা হইয়াছিল; ব্রাহ্মণের কথার দোসর ব্যথার দোসর, স্নেহের সুসার রমা বিধবা হইয়াছিল। আজ এক বৎসর পরে, ঠিক সেই দুপুর বেলায়, সনাতন ইষ্ট দেবতার মন্দিরে, বকরাহীন বেদনায়, উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। পুরাতন দুঃখেরও বোধ হয় একটা মোহিনী মাধুর্য্য আছে, নহিলে পুরাণ পড়িয়া লোক কাঁদিতে বসে কেন? মানুষ বড়ই অসঙ্গত জীব!

যাক্;—ভদ্রপুরে এক বৎসর পরে আবার ঝুলন আরম্ভ হইয়াছে। যমুনায় আবার কাণে কাণে জল। নদীর কূলে কূলে কদম

গাছ আবার ফুলে ঢাকা পড়িয়াছে। আকাশ-ঘেরা কাল মেঘের আড়ালে সূর্য্য একবার মুখ দেখাইল। আনন্দের ইন্দ্রধ্বজের মত খর্জ্জুর, তাল, নারিকেলশ্রেণী নাচিয়া উঠিল। তাহাদের হরিত্ স্কন্ধের উপর, গুড়া রৌদ্রের ফোয়ারার মত, ঝর ঝর করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কদম্ব বন হইতে, এক ঝলক মত্ত গন্ধি, বর্ষার বাতাস আসিয়া সনাতনের মুখে লাগিল। সনাতন চোখ চাহিয়া উঠিয়া বসিল। ঘোলা চোখ খোলা থাকিলেও কিছু দেখিতে পাইল না। বংশী পূজারি মাজা পুষ্পপাত্রগুলি রাখিতে আসিয়াছিল; সনাতনের মুখ দেখিয়া সে ভয়ে চলিয়া গেল। সনাতন তাহা দেখিতে পাইল না। তাহার শুধু মনে হইল, আজ এক বৎসর পূর্ব্বে, ভদ্রপুরে যেন আর একবার কদম ফুল ফুটিয়াছিল। তাহার পর?

তাহার পর, পৃথিবীর সকল দীপ, ধূপ, রূপ হঠাৎ একেবারে নিবিয়া যায়। আজ আবার সে সব ফিরিয়া আসিতেছে নাকি? নিস্পন্দ, নিশ্চল বসিয়া সনাতন। তাহার প্রাণের ভিতর কে যেন একটা বড় জিজ্ঞাসাবাদ সুরু করিয়া দিল, "মানুষের মত রূপের ও পুনর্জন্ম হয়?" বালিকা, যুবতী হয়; যুবতী জননী হয়। শিশু কন্যা আবার রূপে রসে বাড়িতে বাড়িতে, মালতী মালার মত, সমস্ত সংসারকে শীতল সংস্পর্শে জড়াইয়া রাখে। রমা একদিন বৃদ্ধা হইবে, যখন তাহার কেহ থাকিবে না,—তখন রমার কন্যা?

তখন মন্দিরের ফটকে নহবতের সানাই ফুঁ ধরিল, "থু—থু থু—থু—থু—থু" ! ব্রাহ্মণের অন্তরাত্মা একেবারে বোবা হইয়া গেল ; বুকের ভিতর তার সকল জিজ্ঞাসা, সকল হেতুবাদ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। দমনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণের ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল। বালকের মত, সনাতন ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল "নারায়ণ—দীনবন্ধু ! তোমার চোখের জলে, একদিন কালীয় তটে মৃত রাখাল বালকেরা বাঁচিয়া উঠিয়াছিল। আমার চোখের জলের দাম কি, শক্তি কি, ঠাকুর ?"

নিশ্চয়ই, সনাতনের বুকের ভিতর কোন এক অবুঝ সত্ত্বা তাহাকে বুঝাইয়া থাকিবে, চোখের জলে মরা মানুষ ফিরিয়া আসিতে পারে, নাহলে ও কথা তাহার মুখে আসিবে কেন ? দর্শন বিজ্ঞান, কেবল মানুষের মুখস্থ বিজ্ঞপনা। মানুষ বনিয়াদে বড়ই অবোধ, বড়ই ভেল্কী-ভোলা, সম্ভব অসম্ভব আদৌ ভেদ করিতে পারে না। তাহার উপর, সনাতন ত অতি সাধারণ রকমের পাড়াগেঁয়ে লোক।

সনাতন, গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ। আজ একাদশীর প্রভাতে কিন্তু প্রথমে তাহার মনে হইয়াছিল, হিন্দুয়ানি অর্থে শৈব্যা-বিক্রয়, সীতার বনবাস, সতীদাহ। তাই, আজ ব্রজেশ্বর দর্শনে আসিবার পূর্ব্বে, অনেক বার পা ঘসিয়া, অনেকবার গলা খাঁকারিয়া, কণ্ঠ সাফ করিয়া, রমার ঘরে ঢুকিয়া সে বলিয়াছিল, "উপবাস আমি করবো, মা। আমি যতদিন বেঁচে আছি, তোকে সুখে

থাকতে হবে। এতে কোন অধর্ম্ম থাকেত সে অধর্ম্ম আমার"।

প্রাতঃকালের তার এই দুঃসাহসিক কথা ভাবিয়া, মন্দিরের চৌকাটে বার কতক ডিপ্ ডিপ্ করিয়া মাথা ঠুকিয়া, ধীরে ধীরে সনাতন গৃহের দিকে পা বাড়াইল। বিশেষ যাইবার স্থান না থাকিলে, মানুষ যেমন সব মাটি মাড়াইয়া চলে, উপবাস-ক্ষীণ সনাতন সেইরূপ ভাবে গৃহের দিকে চলিতে লাগিল। মন্দিরের নহবৎ তখন মুলতানে করতব লাগাইয়া গাহিতেছে, "ভরিয়া এনেছি কুম্ভ নয়নেরি জলে"।

সনাতন যখন বাটী ফিরিয়া যায়, তখন ব্রজেশ্বরের নাটমন্দিরে সর্ব্বেশ্বর সার্বভৌম, শত্রুঘ্ন সমাদ্দার, আনন্দ অধিকারী, কার্ত্তিক নায়েব, উকিল দিলীপ গাঙ্গুলি প্রভৃতি গ্রামের গণ্যমান্য অনেকেই সভা করিয়া বসিয়াছিল। এবার ঝুলনের মেলায় কি রকম রং তামাসার বন্দোবস্ত হইবে তাহারই একটা তীব্র বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে। কার্ত্তিক নায়েব বলিল, এবার বড় দুবৎসর। জলের অভাবে চাষী রুইতে পারেনি। এ বৎসর লাটের খাজনা দেওয়াই মুস্কিল, রং তামাসার ব্যবস্থা ত দূরের কথা। আনন্দ অধিকারী বলিল, কলির ধর্ম্মটা কোথা যাবে। লোকের পাপের সীমা পরিসীমা নাই।

সর্ব্বেশ্বর। গ্রহচক্র—গ্রহচক্র। পঁচাত্তর সনের পঙ্গপালের

কথা মনে পড়ে ? ঈশেন আচার্য্যি চার মাস আগে গুণে বলেছিল, এবার শনি মঙ্গল, রাহু কেতু, চারটে গ্রহই বিরুদ্ধ ;- পঙ্গপাল প'ড়বে। অক্ষয় তৃতীয়ের দিন আমায় নূতন পাঁজি শুনিয়ে গেল ঈশেন ; আর দেখতে দেখতে নষ্ট চন্দ্রের দিন কোথা থেকে পঙ্গপাল এসে, ওড়পুলি থেকে ধানকুনির জলা পর্য্যন্ত মাঠ ভুঁই যেন পূজোবাড়ীর উঠানের মত সাফ করে দিয়ে গেল।

দিলীপ। শনি মঙ্গল আকাশ থেকে আকসি দিয়ে পাড়তে হয় না, ভটচাযি্য মশাই! অনেক কুগ্রহই আমাদের সমাজের ভিতর বাস করে। তাদের শুভ দৃষ্টিতে সংসারে সকল অনর্থই ঘটে থাকে। আমি অদেষ্ট ফদেষ্ট বুঝি না। অনেক ঘরেই নষ্ট চন্দ্র আছে, তার খবর রাখেন কি ?

কার্ত্তিক। জমাদারের সেরেস্তায় সকল খবরই থাকে। বাজে আদায়, আবোয়াব, জরিমানা, পঞ্চায়তী এতেলা, এ সকল বিষয়ে নজর না রেখে কি জমিদারি করা সম্ভব ? গ্রামে রাঁড়ী ভুঁড়ী দুষ্টু নষ্ট হলে, কাছারিতে তার একটা তালাসি তদন্ত হতো! ওটা একটা কথাই নয়!

গ্রামের দিলীপ গাঙ্গুলা, মহকুমার উকিল হওয়া পর্য্যন্ত, কার্ত্তিকের ধন-স্থানে শনির দৃষ্টি পড়িয়াছিল। বাজে আদায়, বজোর দখল, এবং গ্রাম্য কলহ কেলেঙ্কারি সম্বন্ধে নায়েবের যে দুটাকা প্রাপ্য ছিল, এখন সেটা একেবারে লোপ পাইতে

বসিয়াছে। দিলীপের পরামর্শে প্রজারা আদালতের পথ চিনিয়াছে। এমন কি তাহারা একবার জমিদারের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘটেরও উদ্যোগ করিয়াছিল। সুতরাং একেবারে পর্য্যস্ত না হউক, এ মজলিসে দিলাপকে একটু খেলো করিয়া দেওয়া কার্ত্তিক নায়েব কর্ত্তব্য বোধ করিয়াছিল। তাই দিলীপের কথায় তাহার এ প্রতিবাদ।

দিলীপ বলিল, আজকাল আইন কানুন বড় শক্ত; মানহানি, হুরমুতের দাবি বড় সঙ্গিন মামলা। সেদিন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আমার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা করলেন। সাহেব বল্লেন, দিলীপ বাবু, আপনাদের দেশে যত মানহানি বেড়েছে, তত যদি মানকচু জন্মাত তাহলে দেশের লোক খেয়ে বাঁচত; আর ফুলো ফাঁপা, পীলে উদুরির ভয় থাকতো না। আপনার শ্রীচরণ কৃপায়, সার্ব্বভৌম মহাশয়, আমি দু একটা এমন খবর জানি, দু একজনের সম্বন্ধে,—যা শুনলে অনেকের চক্ষুই চড়ক গাছে উঠে যাবে, অনেক ঘরের জলোদর, স্ফীতোদর,—অনেক রকম উদরের কথা!

আনন্দ অধিকারী উচ্চ হাস্যে বলিল, "দকোদর, তুন্দোদর, প্লীহোদর, পরিস্রাবী। আনন্দের পিতা, গ্রামে বৈদ্য ব্যবসায়ী ছিলেন; আনন্দের পুত্র, দিলীপের মুহুরি।

উকিল দিলীপের এই বাচনিক প্রণতিতে, সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম

মনে করিলেন, যেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের হাইকোর্টবর্গকে সঙ্গে লইয়া, ইংরাজের সমস্ত আইন কানুন তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতেছে। দিলীপ গাঙ্গুলি উচ্চইংরাজি শিক্ষিত উকিল, জজ ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে মুখোমুখি কথা কাটাকাটি করে। কার্ত্তিক রায় একেবারে ইন্দ্রবজ্রে ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের মত একটা প্রকাণ্ড ফাঁকার গহ্বরে পড়িয়া গেল। তারপর, "আমরা বেওয়া বিধবা ঠকাইনা," "আমরা কাযের লোক," "কায ফেলে বাজে কথার সময় নেই," ইত্যাদি কতকগুলা ফাঁকা আওয়াজ করিয়া, স্থান ত্যাগ করিল।

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "দীর্ঘজীবি হও, দীর্ঘজীবি হও, দিলীপ, গ্রামের মুখোজ্জ্বল কর," এই বলিয়া একটা রূপার নস্যদানি বাহির করিয়া দিলীপের হস্তে দিলেন। এই রূপার নস্যদানিটা ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিশিষ্ট বনিয়াদির বৈঠকে, বা খুব সমারোহ ব্যাপার ভিন্ন বাহির করিতেন না।

দিলীপ এক টিপ্ নস্য লইয়া বলিল, 'ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আপনারা শাস্ত্রবেত্তা, পণ্ডিত, সমাজের নেতা। হিন্দু ধর্ম্মের, হিন্দু সমাজের, হিন্দু বিধবার পবিত্রতা রক্ষা করা আপনাদেরই অধিকার। এইজন্যই বলছি—"

দিলীপ, সার্ব্বভৌমের কাণে কাণে গোটাকতক কথা বলিল। সেকথা কিন্তু পার্শ্বস্থ আনন্দ অধিকারী সমস্তই শুনিতে পাইয়া-

ছিল। সার্ব্বভৌম একটু বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "বটে—বটে! তাই বটে সনাতন অমন পাশ কাটিয়ে পালিয়ে গেল?—কাকে আর কি বলবো, বাপু!—মুনীনাঞ্চ মতি-ভ্রমঃ"; নিবৃত্তিস্তু মহাফলা,—রূপসী, যুবতী—বিধবা,—হবারই ত কথা!"

দিলীপ। আজ্ঞে, সত্যের অনুরোধে, ধর্ম্মের অনুরোধে, আপনাকে ও কথা ব'লতে বাধ্য হয়েছি;—ওকথার আর চর্চ্চা আবশ্যক নেই!

দিলীপ, সত্যবাদী। তবে ব্রজেশ্বর বিগ্রহের সম্মুখে সেই দিলীপ-ম্যাজিষ্ট্রেট সংবাদটা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছিল,—সেটা? —ওকথাটা ধর্ত্তব্য নহে,—ওকথাটা হলপ করিয়া বলা হয় নাই।

ক্রমে কিন্তু, ক্ষিপ্ত সাগরে তৈল সম্পাতের মত, বিধবার একলক্ষ সংবাদ মেলার অন্য সকল প্রসংঙ্গকে শান্ত করিয়া দিল। "সংএর হনুমানের এবার বার হাত লেজ", "তাড়কারাক্ষসীর মুখ বিবরের গভীরত্ব এবার দেড়হাত", "পুতনার স্তনদ্বয়ের ভিতর এবার দুইটা আসল তিত্‌লাউ পুরিয়া দেওয়া হইয়াছে," এরূপ সকল প্রসঙ্গ সম্বন্ধে বাদপ্রতিবাদ বন্ধ হইয়া গেল। খাতায় খাতায় লোক আসিয়া, সর্ব্বভৌম, আনন্দ অধিকারী, ও দিলীপ গাঙ্গুলিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। অনেকগুলা চক্ষুর চাওয়া-চাহি, ও অনেকগুলা নেড়া মাথার নোওয়া-উঠা সত্ত্বেও কিছুই

স্থির হইল না। অধৈর্য্যের অসহিষ্ণুতায়, ছুই একজন আনন্দকে ছু এক কথা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলে, আনন্দ অতিশয় শিষ্ট শান্ত ভাবে, মৃদুস্বরে কহিল,—"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ;—কার ঘরে কি না আছে" ? আনন্দের এ সদুপদেশে কিন্তু জনতার আর কোন সন্দেহের কারণ রহিল না। সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস, স্থির সিদ্ধান্ত হইল, গ্রামে কোন এক বিধবার পদস্খলন ঘটিয়া থাকিবে। তবে ব্যক্তিটা যে কে তাহা এখনো ঠিক বুঝা যাইতেছে না।

আঁচা-আঁচি, বাদ-জল্প বলীয়ান হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময় বার জন বলিষ্ঠ বাগ্‌দী, বরকন্দাজ সঙ্গে কার্ত্তিক রায়, নাট মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে, দিলীপকে লক্ষ্য করিয়া যখন প্রকাশ্যে বলিয়া উঠিল, "মন্দিরে বসে মন্দ মতলব আঁটলে, মুণ্ডটা অনেকক্ষণ ঘাড়ের উপর থাকবে না ;" তখন রায় মহাশয়ের কথায় সেই অনুপ্রাস মাধুর্য্যে, কুৎসার প্রাথর্য্যটা মুহূর্ত্তে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। দিলীপ একবার তীব্র কটাক্ষ করিয়া, ভিড়ের ভিতর অদৃশ্য হইয়া পড়িল। কার্ত্তিকের অন্তরাত্মা, জয়গর্ব্বে, পাঁজরের ভিতর পাঁয়তারা ভাঁজিয়া লইল।

এ কুৎসার কথা তুলিবার দিলীপের কি উদ্দেশ্য ছিল, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। তবে ঘাটের পথে, রমাকে ভিজা কাপড়ে ফিরিতে দেখিয়া, দিলীপ নাকি একদিন এক রকম

রসিকতা করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। একদিন পাড়ার একটী ছোট মেয়ে সঙ্গে করিয়া, রমা স্নান করিয়া ফিরিতেছিল। তাহা দেখিয়া, রসিক দিলীপ নাকি রমার প্রত্যঙ্গ 'বিশেষের সঙ্গে পক্ক দাড়িমের উপমা দিয়া, একটা জমাটি রকমের রসের কথা কহিয়া ফেলে। রমার সেদিন ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল। ঘৃণায়, অপমানে, রমা জবা ফুলের মত রাঙা হইয়া, বলিয়াছিল, "খুকি, ও খুকি! হলদে বাঁদরের দাঁত খিঁচান দেখেছিস" ? সেইদিন হইতে দিলীপের প্রেমের দিগ্‌বিজয়ের সাধ একটু নরম হইল বটে; কিন্তু পুরুষ পুংগবের প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা, যায় কোথা? কুৎসার বোধ হয়, এই এক কারণ।

আর এক কারণ?—এ কলঙ্ক সত্য হইলে,—দিলীপ যখন প্রথম তাহার সুরতাল করিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, দিলীপ বা তাহার জ্ঞাতিবর্গ কেহ তাহাতে সংশ্লিষ্ট নহে। দোষটা অপর দিকে অপরের স্কন্ধে চাপিয়া পড়িবে। এক্ষেত্রে অপরাধী প্রেমিক যে কে, দিলীপ তাহা জানে। উপযুক্ত কালে তাহার নাম বলিয়া দিতে সে কুন্ঠিত হইবে না। অন্ততঃ গ্রামের লোকেও এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকিবে। দিলীপ তাহাই চাহে। এই কুৎসার অবতারণা, তাহার একরূপ "আগুড়ি" সাফাই।

মেলার পর, দুর্গাপূজা পর্য্যন্ত, একটা মজলিসী কথার অঙ্কুর দেখা গিয়াছে ভাবিয়া, নাট মন্দিরের সভাসদেরা অনেকটা খোস

মেজাজে সভা ভঙ্গ করিল। মালাকরেরা আসিয়া মন্দিরে রচনা ঝুলাইতে লাগিল। শুধু শত্রুঘ্ন সমাদ্দার কীর্ত্তন ধরিল,—

ওয়ি—রসসিন্ধু নীরে, রূপ সৈন্ধবী কে ভাসো হে,
চিকুরে উরজ আধ ঢাকি!

শুনিয়া, ইচ্ছামতীর জলে, এপার ওপার জুড়িয়া, চন্দ্ররশ্মির দল আনন্দে করতালি দিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হরিবাসরে

আম বাগানের সুঁড়ি পথ দিয়া, সনাতন যখন বাটী ফিরিতেছিল, তখন গ্রামের সীমান্ত বাঁশ বাগানের ভিতর হইতে নৈশ অন্ধকার, ও তেঁতুল বনের ভিতর হইতে নিশাচর বাদুড়ের শ্রেণী বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে। পিছনে অস্ফুট অন্ধকার—সম্মুখে বর্ষা-ধৌত বনরেখা। সেই ধোয়া-মোছা সবুজ বনের উপর চাঁদের আলো ঠিকরাইয়া উঠিতেছিল। একাদশীর সেই জ্যোৎস্না মাখা সংকীর্ণ পথরেখার উপর, পার্শ্বস্থ চঞ্চল, বৃক্ষ পল্লবেরা ছায়া আলিপনা আঁকিতেছিল। সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি ও কেতকীর সৌরভ মাখিয়া, নৈশ বায়ু তখন সবেমাত্র বন বিহারে বাহির হইয়াছে। সে সনাতনকে তাহার বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া, আবার অন্যদিকে ছুটিয়া গেল। সনাতন দ্বারে আঘাত করিল। ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, "বাবা?"—সনাতন উত্তর দিল, "হাঁ, মা, আমি এসেছি"! রমা ছুটিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

সনাতন দেখিল,—রমার ঢল ঢল চাঁদের মত মুখে, প্রবালের মত রাঙা ঠোঁট দুখানিতে হাসিটুকু তখনও মিলাইয়া যায় নাই।

ব্রাহ্মণের মনে হইল, মানুষের চোখের জলের আবেদনটা কখন ব্যর্থ হয় না। ব্রজেশ্বর শুনেছেন—ব্রাহ্মণের আশা পূর্ণ করেছেন,—রমার হাসি মুখ !

অকালের ফুলে "মড়ক" হয়। রমার এ অদিনের আনন্দের কারণ ? কারণের কি প্রয়োজন ?—রমার হাসিমুখ ! চন্দ্র সূর্য্য নিবিয়া গেলেও সনাতনের কি ক্ষতি ?—রমার হাসিমুখ ! মৃত সুখের শবচ্ছেদ পণ্ডিতে করিতে পারে ; জীবন্ত সুখের খানাতল্লাসী কে করিতে যায় ?

রমা জল আনিয়া বাপের পা ধুয়াইয়া দিল। সনাতন গামছা দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিল, "উদ্ধব ?—উদ্ধব কোথা গেছে মা ? রমা উত্তর করিল, "নন্দী আসে নি বাবা। তাই গরু বাছুর তুলে উদ্ধব নন্দীকে খুঁজতে গেছে" ! নন্দী বা নন্দিনী, সনাতনের পয়স্বিনী গাভী।

সনাতন জিজ্ঞাসা করিল, "তুলসী তলায় প্রদীপ দেওয়া হয়েছে মা" ? রমা উত্তর করিল, হাঁ বাবা, তুলসী তলায়, ঠাকুর ঘরে, আলো দেওয়া হয়েছে !

সনাতন, "নামাবলি" জড়াইয়া, মাথায় পাক বাঁধিয়া, তুলসী তলায় জপ করিতে বসিল। তুলসী গুল্মে কাহারো ক্ষুদ্র বাহু-যুগ্ম বাহির হইয়া, সনাতনকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিল কিনা, তাহা বলিতে পারি না। তবে উপবাস-ক্ষীণ ব্রাহ্মণের সকল অবসাদ,

সকল অপূর্ত্তিকে যেন কে হাত দিয়া সরাইয়া দিল। তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের যে কূপ হইতে রক্ত বিন্দু উঠিয়া শরীরের সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইতেছিল, কে যেন তাহার উৎসের উপর অগুরু চন্দন গুলিয়া দিল। সনাতনের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে পুরুষ—সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ, তিনি এই ক্ষুদ্র তুলসী পত্রে, অণু হইতে অণীয়ান্‌রূপে বাস করেন ;—পীড়িতের,—পতিতের "পাপরে" দরখাস্ত শুনিবার জন্য।

সংসারে সনাতনের কোন অভাবই ছিল না। মরাই ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ, বাগান ভরা গাছ, দালান ভরা আনন্দ বিগ্রহ—আর স্নেহের কল্পলতার মত, জীবনের সর্ব্বত্র সঞ্চারিণী রমা!—সনাতনের আবার অভাব?

ব্রাহ্মণের রুদ্ধ চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে লাগিল। ভীষণ অনিষ্ট দর্শনের ভয় এড়াইলে, মানুষের মনে যেমন সমস্ত সংসারের সঙ্গে একটা আনন্দ সৌহার্দ্য আইসে, সনাতনের মনে সেইরূপ একটা ইষ্ট প্রবণতা আসিয়া, তাহার সমস্ত পরিবার, প্রতিবাসী, পল্লীবাসীর উপর ছড়াইয়া পড়িল। সনাতনের—পরিবার?

হাঁ,—রমা তাহার একমাত্র কন্যা হইলেও, উদ্ধব, ও তাহার স্ত্রী পুত্র সনাতনের গৃহেই বাস করিত। উদ্ধবের পিতামহ, সনাতনের পিতামহের ভিটায় আসিয়া, গরু বাছুরের সেবায় নিযুক্ত

হইলে, তাহার কিছুদিন পরেই উদ্ধবের পিতামহী আসিয়া স্বামীর কর্ত্তব্যের ও বামুন বাটীর প্রসাদের অর্দ্ধাংশভাগিনী হইয়া পড়ে। ক্রমে সেই বাগ্‌দী ও ব্রাহ্মণ পরিবার দুইটাকে জড়াইয়া, জগন্নাথ মালী এমনি একটা স্নেহের গুল্‌ কলম বাঁধিয়া দেন যে, সনাতন আজ কিছুতেই মনে আনিতে পারে না যে, সপরিবার উদ্ধব তাহার সপিণ্ডদের অপেক্ষা কিছু কম আত্মীয়।

জপের শেষে, সনাতনের প্রাণে কিন্তু সেই পুরাণ আশঙ্কাটা জাগিয়া উঠিতেছিল—"রমার পুত্রকন্যা" ?—ওঁ বিষ্ণু !

ব্রাহ্মণ আর একবার তাড়াতাড়ি আচমন করিল। বুকের ভিতর ভুল সরস্বতী আসিয়া সনাতনকে শুনাইল, "ভয় কি ?—প্রতিবাসী আছে, গ্রামবাসী আছে, স্বজাতি আছে !—রক্ষাকর্ত্তা, ভগবান !

সনাতন কখন নিজগ্রাম ছাড়িয়া অন্যগ্রামে যায় নাই। অদ্যাবধি সে কখন রেলগাড়ী চড়ে নাই। চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ করিতে যাইবার সময়, তারাপুরের মাঠে পাল্কীতে বসিয়া সে রেলগাড়ী দেখিয়াছিল মাত্র। সনাতনের বাল্যকালে, তাহার গ্রামের পরিবারমাত্রেই একান্নবর্ত্তী ছিল। তাই নানাবিধ ইন্সিয়োরেন্স কোম্পানীর প্রয়োজন বাঙ্গালীর সমাজে আদৌ ছিল না। বাঙ্গালায় তখনও বর্ণাশ্রম ছিল। নিজের গ্রামে, নিজের ভিটায় বসিয়া, লোকে, "জাতব্যবসায়" স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ

করিতে পারিত। মাটী-ছাড়া, ভিটে-ভাড়া, কলের কুলি বা আফিস বাবু বলিয়া কোন জীব তখনও বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিতে পারে নাই। যে বলে, একান্নবর্ত্তী পরিবার মানে "একে কামায়, আর দশে ব'সে খায়," সে বাঙ্গালীর ইতিহাস জানে না। তখন এক পরিবারস্থ সকলকেই অন্ততঃ একটা কাযও মিলিয়া জুটিয়া করিতে হইত। সে কাযের নাম—অন্নসংস্থান কৃষিকার্য্য। চাসটা বসে খাওয়া নয়।

সনাতনের অভাব ছিল না? মটরগাড়ী, বিজলী বাতি, বিলাতি জুতা,—অভাব ছিল না? স্বীকার করি, সনাতনের এসব কিছুই নাই! প্রয়োজন? কিন্তু সনাতনের যে সারল্য, সনাতনের মানুষের উপর, প্রতিবেশীর উপর যে ভক্তি, যে বিশ্বাস ছিল, তাহা আজিকার দিনের দীপঙ্কর, ব্রহ্মগুপ্ত, বা বিজ্ঞান ভিক্ষুদের ভিতর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

হায়, পল্লীবাসী সনাতন! কে তোমায়, কোন্ অশুভক্ষণে "সভ্য" করিয়া দিল? কে তোমার সেই পুরাতন শীলতার শুভ্র চাদর কাড়িয়া, তোমাকে বুক-কাটা, পকেট-অাঁটা, গাঁট-কাটার পোষাক, রুক্ষকোটে মুড়িয়া, একছোটা করিয়াছে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পারণ

সনাতন "উঠি উঠি" করিতেছিল। এমন সময় একখানা সোনালিরঙের রেশমী ধুপ্ছায়া থানধুতি পরিয়া, রমা তুলসী তলায় আসিয়া প্রণাম করিল। দেখিয়া সনাতনের মনে হইল, "উপোষটা আজ বোধ হয় জোর লেগে থাকবে। এ রমা নয়, এ আমার মেয়ে নয়, এ কোন দেবতার মায়া জ্যোৎস্নার বিধবা বেশ"! সনাতন, চোখ বুজিয়া বলিল, "নারায়ণ নারায়ণ।"

রমা বলিল, "বাবা, নারায়ণের শীতলের দেরি হয়ে গেছে! শীতলের পর আজ তোমাকে জলযোগ ক'রতেই হবে, নইলে আমি ছাড়বো না! কেন? ঠাকুরমশাইত সেদিন তোমায় অনুমতি দিয়ে গেছেন! ঠাকুরঘরের দালানে আমি তোমার আসন পেতে এসেছি। শীতল দিয়ে, শিগ্গির তুমি খেতে বসবে চল।

কোন আপত্তি না করিয়া, সনাতন, অপরাধী বালকের মত নারায়ণের শীতল দিয়া, জলযোগের আসনে আসিয়া বসিল। রমা পাত্রপূর্ণ করিয়া, শশা কলা, পেঁপে আতা, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, মিছরির পানা, দুধ সন্দেশ প্রভৃতি শীতলের সম্ভার আনিয়া

সনাতনের সম্মুখে ধরিয়া দিল। সনাতন গণ্ডুষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হেঁমা, উদ্ধবের জন্য কিছু রেখেছ ত ?" রমা উত্তর করিল, "সে কি বাবা ! তাও কি ভুল হবে ?"

এই বলিয়া রমা বোধ হয়, আরো কিছু আনিবার জন্য ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল। তাহার প্রবেশ মাত্রেই ঘরের দীপ নিবিয়া গেল। দেখিয়া রমা বলিল, "ঘরের আলো নিবে গেল, বাবা।" উত্তরে সনাতন বলিল ও কথা ব'লতে নেই মা, বলো, প্রদীপ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ! রমা সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিল, বোধ হয় বাইরে উদ্ধব এসেছে, বাবা, আমি দরোজা খুলে দিয়ে আসছি !

সনাতন জলযোগে বসিয়াছে। রমা কিন্তু দরোজা খুলিয়া অপর একজনকে দেখিতে পাইল। আগন্তুক রমাকে কি ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিয়া, তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় উদ্ধবকে গলির মুখে দেখিয়া, রমা ডাকিল, "কে ও, উদ্ধব দাদা আসছিস ?" উদ্ধবের কণ্ঠ হইতে, "এজ্ঞে—হেঁগো—চল্ চল্, চলে চল "প্রভৃতি কতকগুলা শব্দ নিঃসরণের সঙ্গে সঙ্গেই, আগন্তুক তাহার অসম্পূর্ণ কথা ফেলিয়া অদৃশ্য হইল। রমা আসিয়া পিতাকে বলিল, বাবা. উদ্ধবদা বারবাটীতে এসেছে, তুমি তাড়াতাড়ি করে উঠো না।

জলযোগের পর, সনাতন বারবাটীতে আসিয়া জিজ্ঞাসা

করিল, "উদ্ধব এসেছিস" ? নন্দীকে গোয়ালে তুলেছিস ? কোথা ছিলি এতক্ষণ ?

উদ্ধব। এঁজ্ঞে আর ব'লবেনি ও কথা! আজ চোদ্দ ভুবন লারায়ণ দেখিয়ে ছেড়েছিল গো! বকনাটা তত বেয়াড়া লয় কিন্তু। ইঃস্, লন্দীকে কি বাগান যায়গা ? শেষে দেখি গাঁগুলিদের পদ্দিম বাবু এস্ছেল, জান—শেষকালে দুজনায় জালবেড়াবেড়ি ক'রে, জান—কত ক'রে কায়দা হয়ে এল, জান।

সনাতন। প্রদীপ এদিকে কোথা এসেছিল ?

উদ্ধব। তোমার কাছেই তানার কোন পিরজন থাকবে, জান। আমি সব পেথম যখন গরু খুঁজতে যাই, জান, তখনও দেখি তানারা এই দিকে এস্ছিল, সেই সঙ্গে বেলা, জান!

দ্বারের পাশ হইতে রমা বলিল, "বাবা, এই হত্তুকি। উদ্ধবদা শীগ্গির খাবি আয়, অনেক রাত হয়েছে"। চাকর বাকর বেফাঁস কথা কহে ফেলতে পারে! রমার সে পথটা রোকা চাই।

তামাক সাজিয়া, সনাতনের হাতে হুঁকা দেখিয়া, উদ্ধব আহারার্থে অন্দরে প্রবেশ করিল। বাহিরে জ্যোৎস্নার ঢেউ খেলিতেছিল। নারিকেল বনের পিছন হইতে, শ্যামা পুষ্করিণীর ফুল্লকুমুদ বক্ষে পড়িয়া, জলস্নাত জ্যোৎস্না পরপারের প্রস্ফুটিত কদম্ব বনের মাথার উপর দিয়া নাচিয়া ছুটিতেছিল। মধ্য শূন্যে, ক্ষুদ্র পক্ষীর দল, মুহূর্ত্তে একত্রে মিলিয়া, মুহূর্ত্তে ছিন্ন পত্রের মত

দিগন্তে ঝরিয়া পড়িতেছিল। গন্ধ-ভরা বাতাসে ঢল ঢল নারিকেল চূড়ায়, দুই একটা দয়েল বুলবুল্ চাঁদনি রাতের সাধের কাঁদুনি গাহিতেছিল। সনাতন মুগ্ধ নেত্রে মাঠের দিকে চাহিয়া, তামাকু সেবন করিতেছিল। অনেক দিনের অনেক কথার, অনেক কাহিনীর কল্লোল তাহার কাণে প্রাণে, বন্যার মত, ঢুকিয়া পড়িতেছিল।

হাঁ—সে ঠিক এই রকম রাতই বটে! সনাতন তখন যুবাপুরুষ; রমার মা তখন রূপে রসে জ্যোৎস্নামাখা ফুল্ল কুমুদ বন; সনাতন ঘরে বসিয়া সেতার বাজাইতেছিল। সম্মুখে বসিয়া, শুনিতে শুনিতে, রমার মা, কবরীতে সোনার ফুল গুঁজিতে গিয়া ভুলক্রমে তাহা সনাতনের পদপ্রান্তে ফেলিয়া দেন। সেদিন শ্যামা পুষ্করিণীর জলে যমুনা উজান, সম্মুখের বাগানে বৃন্দাবন উঠিয়া আসিয়াছিল; রমার মা, সে দিন রাসেশ্বরী! সনাতন সে দিন ঘরে বসিয়া, বৈকুণ্ঠের অকুণ্ঠ শান্তি হস্তে স্পর্শ করিয়াছিল। আর আজ?

যাক্! জ্যোৎস্না রাত্রি, মানুষের স্মৃতিকে জোর করিয়া, কোন গন্ধর্ব-কাননে, কোন স্নেহ সৌন্দর্য্যের সরাইয়ের দ্বারে, আবার ফেলিয়া আসিতে চায়। বর্ত্তমান বাস্তবের গলায় অতীত স্বপ্নের অলীক বাহুবন্ধ জড়াইয়া দেওয়াই জ্যোৎস্না রাত্রির ধর্ম্ম। যাক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হিতকথা

সনাতন আনমনে বসিয়া তামাকু টানিতেছে. সম্মুখের উঠান হইতে প্রশ্ন আসিল, "কর্ত্তা বাবু বাটী আছেন? উদ্ধব, ও উদ্ধব"!

"আসুন, আসুন" বলিয়া, সনাতন তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিল। ভদ্রপুরে সনাতনের সাত পুরুষের বাস। বোধ হয়, এই রুক্ষপ্রাণ, প্রবঞ্চক, "বাবু" শব্দটায় ব্রাহ্মণের বিবেচনা হইয়াছিল যে, "খুড়া জেঠা"-"মাসী পিসী"-সম্বন্ধ মিষ্ট, সেই পুরাতন স্নেহস্নিগ্ধ পল্লীনীড় হইতে কে তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিতেছে। তাই বোধ হয়, স্নেহের বাটোয়ারা প্রাচীরের মত, "আসুন" শব্দটা, সনাতনের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রদীপ গৃহে প্রবেশ করিয়া, ঘাড় নোয়াইয়া, একটা আট আনা রকমের অভিবাদন করিল। সে শিরোনতি যে কোন্ ব্যক্তি বিশেষের উদ্দেশ্যে তাহা ঠিক বুঝিতে পারা গেল না। "এই যে," "এত রাত্তিরে", প্রভৃতি কতকগুলা অসম্বদ্ধ পদ ভিন্ন সনাতনের মুখ হইতে আর কিছুই বাহির হইল না। প্রদীপের আকস্মিক আগমনের কারণই তাহার জিজ্ঞাস্য ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুশিক্ষিতের সম্মুখে সাধারণ পল্লীবাসীর যে কারণে জিহ্বা জড়তা হয়, সেইরূপ একটা কোন কিছু সনাতনের

জিহ্বা স্তম্ভ করিয়াছিল। সনাতন অর্দ্ধ ভয়ে, অর্দ্ধ বিস্ময়ে, তক্তা-পোষের উপর পিছাইয়া বসিয়া, দু একবার গলা থাকারি দিল। প্রদীপ বলিল, "আমি আর দু'বার আজ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে এসেছিলেম, বোধ হয় শুনে থাকবেন"!

প্রদীপ ভাবিল, কি জানি উদ্ধব যদি এ সংবাদ ব্রাহ্মণকে আগেই দিয়া থাকে! নিজমুখে এ কথাটা শুনাইয়া দিলে কোন অবৈধ সন্দেহের কারণ থাকিবেনা। ভয়ের কারণ, উদ্ধব, অসভ্য বাগ্দী, পাড়াগেঁয়ে লোক, সত্য কথা কয়। ঘোরফের কথা কহিতে শিখিলে তাহার ত ভদ্রসমাজে "বাহাদুরি" খেতাব মিলিতে!

সনাতন উত্তর করিল, "হাঁ, উদ্ধব বলেছিল বটে"।

প্রদীপ। আমি কাল প্রত্যুষেই ক'লকাতায় যাব। আপনার কন্যার শ্বশুরের ঝামাপুকুরে একখানা বাটী আছে, শুনেছি। বাটীখানা ভাড়া দিবেন কি? উত্তরাধিকার সূত্রে আপনার কন্যাই ত তাঁর শ্বশুর কুলের সমস্ত সম্পত্তি পেয়েছেন?

সনাতন। আমি বিশেষ খবর রাখি না। তবে শুনেছি, জামাতার এক পিসী আছেন, তিনিই তাঁর ভদ্রাসনে বাস করেন। তিনিই দেব সেবা ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

প্রদীপ। এ সকল বিষয়ের আঞ্জাম আপনার নিজ হাতে করা উচিত। বিধবার পয়সা, মাটী হাঁ করে! বার্দ্ধক্যে দুইটা পয়সায় বিশেষ উপকার হয়!

সনাতন। আমার কন্যার অনেক অর্থে প্রয়োজন নাই। বিধবার, বিশেষতঃ অল্প বয়সের বিধবার, বহু অর্থে সর্ব্বনাশ ঘটতে পারে। তারপর, এ সকল রমার শ্বশুরের পৈত্রিক সম্পত্তি। শ্বশুরের ভগ্নীকে তাঁর বাপের ভিটা থেকে বঞ্চিত করতে যাওয়া মহাপাতকের কথা। কিসের জন্য পাপ করতে যাব, বাপু? পরধনে লোভ?

প্রদীপ। হিন্দু আইনে পিসী কেহই নয়। যার সত্ব নেই তাকে বঞ্চিত করা হলো কেমন করে?

সনাতন। হিঁদুর আইনে তিনি কেহ না হতে পারেন, বিধাতার বিধানে তিনি তাঁর বাপের কন্যা। আইন কানুন, সবই মানুষের প্রথা। মানুষের প্রথারই দাম, আর ভগবানের কথার কোন দাম নাই?

প্রদীপ এবার থামা খাইল। সনাতনের অলোভের গভীরত্ব মাপিতে গিয়া সে দেখিল সেখানে অথই জল, তল স্পর্শ করিতে পারা যায় না! বেড়া নাড়িয়া গৃহস্থের মন বুঝিতে গিয়া, অজাতপক্ষ উকিল বুঝিলেন, সনাতনের অন্তরস্থ জীব একেবারে বেউড় বাঁশের কেল্লার ভিতর অধিষ্ঠিত;—দুনিয়াদারি সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না।

হায়, প্রদীপ, সেই চিঠিখানা তাড়াতাড়ি লেখা, তোমার একটু কাঁচা কাজ হইয়াছিল! প্রদীপ, দক্ষ সেনাপতির মত, আপনার নির্গমের পথ স্থির করিয়া লইয়া কহিল, "মানুষ চিরদিন

বাঁচেনা, জেঠা মহাশয়। এরপর চাই কি আপনার অবর্ত্তমানে, আমিই হই, বা আর কেহই হউক, শত চেষ্টায়ও তার কোন কিনারা কর্ত্তে পারবো না, বা পারবে না।

"জেঠামহাশয়" সম্বোধনে, সনাতন, পুনরায় আপনাকে গ্রামের লোক বলিয়া চিনিতে পারিল। ব্রাহ্মণের চোখ দুটা একটু ভিজা ভিজা, ঝাপসা ঝাপসা ঠেকিতে লাগিল। দুই দণ্ড পূর্ব্বে তাহার অন্তরাত্মা আশ্বাস দিয়াছিল, ভয় কি? গ্রামের লোক আছে, প্রতিবেশী আছে, রমাকে তাহারা দেখিবে। সনাতনের ধ্রুব সিদ্ধান্ত কখন মিথ্যা হয় নাই। প্রদীপ, স্বেচ্ছায় উপযাচক।

"বটেইত, বটেইত," "আমি তা চিরদিনই জানি," 'তোমরাইত দেখবে" প্রভৃতি কতকগুলা শব্দ, কম্মারের হাপরের মত, অতিশয় ভরাট ভাবে, অতি শীঘ্র পরম্পরায়, সনাতনের কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া গেল। এক জোটে অনেক কথা বলা হইয়াছে বুঝিয়া, সনাতন একটু দম লইল, শেষে বলিল, "আমি ও সকল কথা কিছুই জানিনা বাপ্,—জানবার কোন প্রয়োজনও নাই।"

প্রদীপ। আপনি যখন আদালত থেকে অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছেন, তখন আপনার এ বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব আছে।

সনাতন। আমি কাহারও কোন দাবী-দাওয়া রাখি না। আমার মেয়ে, আমি আবার কোন্ আদালতের মত্ নিয়ে অভিভাবক হতে যাব?

শুনিয়া, প্রদীপের অন্তরাত্মা একটু হাল্‌কা হইয়া পড়িল। "আজ্ঞে, এ সকল বিষয়ে আইন সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করেছিলেম, তাই আপনাকে অসময়ে বিরক্ত কর্ত্তে এসেছি। যাই হোক, অবসর মত একটু ভেবে দেখবেন, ব্যাপারটা নিতান্ত সাদাসিদে নয়। আমি না হয় বাটী আসিলে, অন্য এক সময় আসতে পারি।

এই বলিয়া প্রদীপ, প্রণাম করিয়া, বাহির হইয়া গেল। সনাতন দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন করিল।

সেই আধ-ছায়া আধ-আলো, আমবাগানের সুঁড়ি পথে যাইতে যাইতে, প্রদীপ গাঙ্গুলি বেশ করিয়া খতাইয়া বুঝিল, সনাতন তাহার সাবালিকা, বিধবা কন্যার জন্মদাতা মাত্র। বিধবার বিষয় সম্পত্তিতে সনাতনের কোন হাত নাই। জামাতার মৃত্যুর পর, "সুস্থ শরীরে, স্বচ্ছন্দমনে, অন্যের প্ররোচনা ব্যতীত" তৎকৃত একখানা "উইল" রেজিষ্ট্রী করিয়া রাখিতে পারিলে সনাতন অনায়াসেই এতটা বিষয়ের "একজিকিউটর" হইতে পারিত। তা হলে আজ সনাতনের মহড়া নেয় কে? প্রদীপ একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, "আহাম্মক"! নির্ব্বাণকে আহাম্মক বলার পর, প্রদীপ ঐ শব্দটা এই দ্বিতীয়বার ব্যবহার করিল। প্রদীপ গলিপথ ছাড়িয়া, সদর রাস্তায় পড়িল। একাদশীর চাঁদ তখন পশ্চিমে ঢলিতেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অভিসারে উর্ব্বশী

মধ্য রাত্রি। সপরিবার উদ্ধব দ্বারে খিল দিয়া ঘুমাইতেছিল। সনাতনের শুইবামাত্রই নাক ডাকা আরম্ভ হইয়াছে। রমাও শুইয়া পড়িয়াছিল। পথঘাট, নিস্তব্ধ।

ঝুলন উপলক্ষে বাবুদের বাটীতে বাইনাচ হইতেছিল। ভদ্রপুর ও সন্নিহিত গ্রামের অনেক মাগী মিন্সা, ছেলে বুড়া দর্শক-মণ্ডলী আজ রাত্রে সেইখানেই আটক পড়িয়াছে। সনাতনের পাড়ায় সাড়া শব্দ নাই।

রমার নিদ্রা আসিতেছিল না। সে শুধু চোখ বুজিয়া, মনে মনে "এক দুই" গণিয়া, রাত্রির পদধ্বনির অনুসরণ করিতেছিল। দেয়ালে চঞ্চল দীপ-ছায়া দুলিতেছিল;– রমার ভয় হইতেছিল, ঘরে কেহ ঢুকিয়া নাই ত! রমা অনেক শব্দ শুনিতেছিল। তাহাতে তাহার "এক দুই" গণনায় ভুল হইতে লাগিল। ক্রমে তাহার সকল অবয়বই ধীরে ধীরে নিদ্রাবিবশ; কেবল তাহার মন ও কাণ, "আবদেরে", "একগুঁয়ে' বালকের মত, জাগিয়া থাকিতে চাহে। খস্, খস্, খস্!—ও কিছু না;—বাতাসে কেয়া পাতা নড়িতেছে। টিক্, টিক্, টিক্,—কেহ শিকল নাড়িতেছে

নাকি ?—না, ও টিক্‌টিকির রব! রমা আর শুইয়া থাকিতে পারিল না। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া, বিছানার চাদর তুলিয়া, ঘরের দরজা জানালা আড়াল দিয়া, দেয়ালে টাঙ্গাইয়া দিল। একগোছা চাবি লইয়া একটা পুরাণ সিন্দুক খুলিতে বসিয়া, রমা দেখিল সেই টাঙ্গান চাদরে তাহার ছায়া নড়িতেছে। নিঃশব্দে উঠিয়া, প্রদীপটা কোণ-মুখা করিয়া রাখিয়া, আবার সে হাঁটু গাড়িয়া সিন্দুকে চাবি ঘুরাইল। অনেক দিন কল খুলা হয় নাই। একটু জোর দিয়া চাবি ঘুরাইতে, সিন্দুকের কল বলিল, "কথং ?"

সধবা অবস্থার কাপড় চোপড়, পোষাক পরিচ্ছদ, রমার সেই সিন্দুকটার ভিতর থাকিত। মুহূর্ত্ত মধ্যে একটা হাত বাক্স ও একটা পোট্‌লি বাহির করিয়া, রমা আবার সিন্দুক বন্ধ করিল। থানধুতি ছাড়িয়া একখানা ধানী রঙ্গের, চৌড়া লাল পাড়, রেশমী সাড়ী পরিয়া, একটা নীলাভ মখমলের উপর রেশমী কামদার ইরাণী সলুকায়, বক্ষের উন্নত যৌবন কৌটাবদ্ধ করিয়া, মাছের কাঁটার মত সরু সিঁথার উপর টেড়াভাবে, কিংখাপের লক্ষ্ণৌ টুপি বসাইয়া দিয়া, একখানা স্বপ্ন-সূক্ষ্ম, ফিকে দাড়িমফুল রঙ্গের ওড়না, হিন্দুস্থানী কায়দায় উড়াইয়া দিল। তারপর, চোখে কাজল দিয়া, বড় একটা মুক্তার ঝুলানিদার ক্ষুদ্র নথ নাকে পরিয়া, সে আয়নার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিয়া কোণের প্রদীপ, হাসিয়া, নিবিয়া গেল।

সুপ্রভাত

আস্তে আস্তে, নিঃশব্দে খিল খুলিয়া রমা বাহির হইল। পার্শ্বের ঘরে সনাতন, নিদ্রামগ্ন। খোলা জানালা দিয়া, অস্তোন্মুখ জ্যোৎস্না তাহার প্রশান্ত মুখে পড়িয়াছিল। রমার মনে হইল, কোন্ দেবতার পিতামহ যেন, স্নানান্তে শান্ত স্নিগ্ধ, মন্দাকিনী তটে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে !

ফিরে যাওনা, রমা—ফিরে যাওনা ! রমা ফিরিল না। নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে, খিড়কীর দরজা খুলিয়া পুকুর ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহির হইতে দ্বারের শিকল টানিয়া দিয়া, বাগানের পথে, সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িল ;—সঙ্গীর মধ্যে হাতে সেই হাত বাক্সটা। বৃক্ষকোটর হইতে একটা পেচক ডাকিল, "তু-হু ?"

অস্ফুট জ্যোৎস্নায়, গাছের ছায়ায় ছায়ায়, রমা নদীর দিকে ছুটিল। পথপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র গুল্মের ভিতর হইতে, দুই একটা সরিসৃপ, সড়্ সড়্ করিয়া ছুটিয়া পালাইল। দূর মাঠে' দু একটা কুকুর, দুই একবার ডাকিয়া, অন্ধকারে ডুবিয়া পড়িল। কেবল নিদ্রিত অন্ধকারের নাসিকাস্ফুরণের মত, অশ্রান্ত ঝিল্লীরব, আর জলপূর্ণ "খানাডোবা" হইতে অসংখ্য কীট পতঙ্গের' "ফিরং ফিরং" ধ্বনি।

এখনো ফির না, রমা !—ঘরে তোমার মা নাই ; পিতা, বৃদ্ধ একাকী ;—ফিরে যাওনা, রমা !

ব্রাহ্মণকন্যা ভুল করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে ! হঠাৎ

তাহার মনে ভয় হইল। সম্মুখে অস্ফুট আলোকে রমা স্পষ্ট দেখিতে পাইল, একটা টোপর-পরা, ক্ষীণ, পাণ্ডুর মুখ, তাহার মুখপানে চাহিয়া, তাহারই আগে আগে পিছু হাঁটিতেছে। শুভ দৃষ্টির সময়, তাহার স্বামীর যে রকম মুখ সে দেখিয়াছিল, এ মুখ, ঠিক সেই রকমেরই। কেবল চোখের তারায়, আনন্দ মন্দাকিনীর বদলে বৈতরণীর বিষণ্ণ বৈফল্য যেন বাসা বাঁধিয়া আছে।

রমার বড় ভয় করিতে লাগিল। পা যেন তার চলিতে চাহে না। কে যেন গাছপালার মত তাহাকে মাটীতে পুতিয়া দিয়াছে। হঠাৎ জ্যোৎস্না মেঘে ঢাকা পড়িল। পিছনে বজ্র ধ্বনিতে রমার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। প্রাণপণে পলায়নের চেষ্টায় তাহার পায়ের অসাড়তা কাটিয়া গেল। খানিকটা ছুটিয়া একটা গলির বাঁক হইতে রমা দেখিতে পাইল, নির্ব্বাণ দত্তের বাগান বাটীর দ্বিতলে বিজলী বাতি জ্বলিতেছে। ছায়ামূর্ত্তি সেই বজ্রাগ্নির ভিতব মিলাইয়া গিয়া থাকিবে!

আনন্দ আশ্বাসে, অধীর উন্মত্ততায়, ব্রাহ্মণকন্যা বাগান বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বোধ হয়, সেই টোপর পরা ছায়া মুখের কথা তাহার মনে পড়িয়া থাকিবে। তাই রমার অন্তরাত্মা সাফাই গাহিতে লাগিল, এ আমার দোষ কি?—দোষ যমের! ঠিক কথা। সকলকেই এ কথা স্বীকার

করিতে হইবে। বেনামিতে সত্ব কায়েম থাকিতে পারে, খাস দখল ভিন্ন ভোগ চলিতে পারে না। মরণের দেশে বসিয়া, জীবন্ত হৃদয়ের ভালবাসার বাকী খাজানা কেহই আদায় করিবার হক্‌দার নহে।

রমা বাগান বাটীর ফটকে পৌঁছিবামাত্রই, প্রদীপ আসিয়া তাহার হস্ত হইতে অলঙ্কারের বাক্সটা লইয়া, মুখে চোখে আধ আধখানা মিষ্ট হাসি ফুটাইয়া বলিল, "সেলাম বাইজী সাহেবা, বন্দিগি লক্ষ্ণৌওয়ালি"।

পদ্মকোষের মত সুন্দর হাতে নথটী আড়াল দিয়া, একটী ক্ষুদ্র হাসি হাসিয়া রমা বলিল, "উপরে চল, উকিল সাহেব, বড় একটা বুঝা পড়া আছে।"

রমা প্রদীপের হাত ধরিয়া উপরে উঠিয়া গেল। সুইচ বোর্ডে একটা বোতাম ছুঁইবামাত্র বাগানের বহির্দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। একখানা সোফায় দুইজনে মুখোমুখি করিয়া বসিয়া, প্রদীপ বলিল, "ভাগ্য বোলে একটা কিছু সামগ্রি আছে, রমু ;—জমিদার বাড়ীতে আজ বাইনাচ! এই বাগান বাটীর জমাদারকে আমি বলি,—দু একজন বাইজি আজ রাত্রে এখানে থাকতে পারে, কাল ভোরে চলে যাবে,—তুমি ফটক খুলে রেখে দিও। নির্ব্বাণ দত্তের বাগান বাটিতে, সে মেয়ে অতিথি কখন দেখেনি। আজ বাবুদের বাটী বাইনাচ না থাকলে, জমাদারের সন্দেহ হ'তো।

আর পথে কারও সঙ্গে দেখা হলে, সে তোমায় চিনতে পারবে না, সে মতলবেও তোমায় এই পোষাকে আসতে বলেছিলেম। তোমার কি আছে না আছে, তাত আমার জানতে বাকী নেই !"

রমা একটু হাসিয়া বলিল, "এখন আছ শুধু তুমি"। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সে হাসি মিলাইয়া গেল। রমা বলিল, "আসতে আসতে বড় ভয় পেয়েছিলেম। গ্রামের লোক সকলেই ঘুমাচ্ছে, সকল দরজাই বন্ধ। লোকালয়ের বাহিরে, বনের পথে অন্ধকারকে সঙ্গে করে, কলঙ্কের ডালি মাথায় বহে বেড়ান!—আমার মনে বড় ভয় হয়েছিল, কি জানি ভাগ্যে কি আছে।"

বাহিরে মুষলধারায় জল আরম্ভ হইল। বরুণ বোধ হয় কাঁদিয়া সাগর ভাসাইতে চান। প্রদীপ, রমার হাত দুইখানা কোলের মধ্যে টানিয়া বলিল, "পাগল!—একা?—দোকাত্ত তোমার ভিতরই এসেছে, বল। আড়াল আবরুটা সকল সময় ভাল জিনিষ নয়! তোমার আমার ভিতর মণিমুক্তার আড়ালও কষ্টকর। মুক্তায় মুখের চুম্বন রুকে দেয়, রমু!"

রমা। তোমার আদরের জোর নেই, তাই!—আদরের জোর থাকলে, মুক্তা ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যেত!

প্রদীপ। গড়া সহজ, ভাঙ্গা তত সহজ নয়;—নইলে, তুমি সে ওযুধটা খেতে রাজী হলে না কেন? প্রদীপ রমার হাত দুখানি তখন ছাড়িয়া দিয়াছে। রমা কোন উত্তর করিল না।

বড় একটা আতঙ্কের ছায়া, নিরাশার অন্ধকার, তাহার অর্দ্ধেন্দুর মত কপালের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল!—গড়া ভাঙ্গায় দক্ষহস্ত, প্রদীপ!

রমার ভাব বুঝিয়া, প্রদীপ প্রসঙ্গটা পালটাইয়া বলিল, "আমি যখন সঙ্গে রইলেম, তখন ও সকল ভয়ের কোন কারণ আছে কি?—আমার উপর বিশ্বাস নেই? কলিকাতায় বিধবা-বিবাহ আছে; তোমার কলঙ্কের কোন কারণ থাকবে কি? মরবার আগে আমি তোমার সকল ভয়ই দূর করে যাব।"

রমা। বিধবা-বিবাহ?—ওসব তুমি বুঝ, তুমি জান, লোকে বলে তোমার মত বিদ্বান্ নেই। আজ এখানে আসবার সময় আমি আমার বরকে দেখতে পেয়েছিলেম!—আমার মুখপানে চেয়ে, পিছু হটতে হটতে, আমার সামনে সামনে, অনেক দূর এসেছিল। আমার মনে হয়েছিল, এ বাক্সে যা কিছু আছে, টাকাকড়ি, গহনাপত্তর, সবই তার। আমি চোর;—তার ধন চুরি করে পালাচ্ছি!

প্রদীপ। যত শীঘ্র হয়, তোমার এ গ্রাম ত্যাগ করা উচিত। ঘরের কোণে একলা ব'সে ব'সে, পাঁচ রকম ভেবে ভেবে, তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। রাজ্য দেশ, ধনরত্ন, বৌ-বেগম কারও চিরস্থায়ী, নিজস্ব নয়, রমু! পিল্লা পুতে, পগার কেটে, সিঁথায় সিঁদুর দিয়ে, লোকে আপন আপন জমি, জায়া চিহ্নিত

করে নেয়, রমু। দুনিয়ায় কে চোর, কে মালিক ?—মাটি হাসে,—মৃত্যু হাসে—মানুষ আমার আমার ক'রে মারামারি করে মরে! তোমার অবস্থায় স্ত্রীলোকের মাথা স্বভাবতই—বড়ই হালকা হয়ে পড়ে, তার উপর ত তোমার অনেক রকম ভাবনা!

প্রদীপ গাঙ্গুলি, শাস্ত্রমতে অবিবাহিত হইলেও, আইনের যে অংশটা গর্ভব্যাক্রান্তি সংশ্লিষ্ট, সে অংশে বিশেষজ্ঞের মত ব্যুৎপন্ন। সে শাস্ত্রে তাহার পারদর্শিতার প্রশস্তি না করিয়া থাকা যায় না।

বাহিরে বর্ষার বাতাস হুহু করিতেছিল। বোধ হয় রমার বুকের ভিতরও তাই হুহু করিতেছিল।

প্রদীপ একবার মনে করিল, পার্শ্বের ঘরটা খুলিয়া রমাকে সেই গানটা শুনাইয়া দেয়, কিন্তু কি ভাবিয়া থামিয়া পড়িল। বোধ হয়, নির্ব্বাণ দত্ত তাহার অপেক্ষা বড় লোক, বা জগতের সকল ক্ষেত্রেই প্রদীপ যে পুরুষোত্তম নহে, এ কথা সে রমাকে দেখাইতে, শুনাইতে চাহে না। তাহার পর ঘরে সেই ছবিখানা আছে—মৃত জগদম্বা কোলে করিয়া বিশ্বনাথ! সে ছবির সম্মুখে যাইতে প্রদীপের ভয় হইত। যে ভালবাসা, মরণেও অমর, তাহার কাছে তাহা অজ্ঞেয় বলিয়া ভয়াবহ। কি জানি দেখিলে যদি রমা তাহার অর্থ বুঝিতে পারে?

রমা!—ও রমা! জগতে সকল প্রদীপের শিখার বুকটাই বড় কাল, বড় অন্ধকার। সকল প্রদীপের শিখাই ভুসা-কাজল পড়ায়।

মানুষের ভিতর আলোক-জান, বিজলি-বাতিও আছে, স্বীকার করি ;—তারা কিন্তু তোমার প্রদীপের জাতি জ্ঞাতি নহে !

উপায়ান্তর না পাইয়া, প্রদীপ রমাকে বুকে করিয়া লইল। উপায়ান্তর ছিল না বলিয়া, ওষ্ঠাধরে ওষ্ঠাধর, কণ্ঠে কণ্ঠে বাহুবন্ধন,—বক্ষে বক্ষে, বর্ষার বিরহের মত, গাঢ়, নিবিড়, নিপীড়ন ঘটিয়া গেল ! রমা প্রদীপের স্কন্ধে মাথা রাখিয়া, নীরবে, চোখের জলে তাহার স্কন্ধ ভিজাইতেছিল। রমা,—অন্ততঃ রমা, ভুলিয়া গিয়াছিল যে তাহার চরণ পৃথিবী স্পর্শ করিয়া আছে !

পার্শ্বের ঘরে ঢুকিয়া, নির্ব্বাণ দত্তের আলমারি হইতে প্রদীপ খানিকটা মদ্য পান করিয়া আসিল। ঘড়ীতে তখন চারিটা বাজিয়াছে। বাক্সবাধা থান কাপড়খানা পরিয়া, রাত্রের পোষাক পাট করিয়া বাঁধিয়া, রমা বাহির হইল। প্রদীপ, খিড়কীর দ্বার পর্য্যন্ত রমাকে সতর্কে পৌছাইয়া, বাক্স সমেত নিজগৃহে ফিরিলেন।

রমা যখন পূর্ব্ব রাত্রির বস্ত্রাদি সিন্দুকে পুরিয়া স্নান করিতে বাহির হইতেছে, তখন ঘুমভাঙা সনাতন জিজ্ঞাসা করিল,— "কেও—রমা ?—কাল সারারাত স্বপ্ন দেখেছি, তোমার গর্ভধারিণী যেন বাটীময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন !—কোথা যাচ্ছ মা ?"

রমা উত্তর করিল,—"ঘাটে যাচ্ছি, বাবা" !

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভিটায় ভূমিকম্প

পুষ্পপুরে রমার শ্বশুর বাটী। রমার শ্বশুর বংশ, মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা ছিলেন গ্রামের বনিয়াদী বড়লোক, "নিকোষ" কুলীন, শ্রীমান, ক্রিয়াবান। গঙ্গার তীরে একটা পুরাতন, পরগাছা-ঢাকা বাঁধা ঘাট। বাঁধা ঘাটের উপর দুইধারে দুটা শিব মন্দিব। মন্দিরের রোয়াকে দাঁড়াইয়া "মুখুযো" বাটীর দেউড়ীর ভিতর দিয়া, পূজার দালান পর্য্যন্ত দেখা যায়। বাটীটা অবশ্যই পুরাণ হইয়াছে। আলিসার উপর দুই চারিটা অশ্বত্থ গাছ গজাইয়াছে। জায়গায় জায়গায় জমাট, বালিকাম খসিয়া পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে দেওয়ালের ইটে আমা ধরিয়াছে। দুই একটা গঙ্গাতীরের কুকুর আসিয়া দেউড়ীতে দ্বারবানদের জায়গায় এখন শুইয়া থাকে।

ম্যালেরিয়ায় গ্রাম উজাড় হইয়া গিয়াছে। মুখোপাধ্যায়েরা নির্ব্বংশ। কেবল রমার পিস্ শাশুড়ী, মাতঙ্গী দেবী, পুরাতন গোমস্তা অনন্ত রাম, ও পদাতিক সুবল সর্দ্দার, এই তিন জনেই, শ্রীধর শিলার সেবা, ভিটায় প্রদীপ দান, ও প্রজার নিকট হইতে সুবিধা মত ধানে চালে খাজনা আদায় করিয়া, স্বর্গীয় কর্ত্তাদের নাম বজায় রাখিয়াছেন। পুষ্পপুর, "মুখুয্যে" মহাশয়দিগের

লাখিরাজ মহল; ধন ধান্যে, আনন্দ উৎসবে, একদিন পুষ্পিত উদ্যানের মতই ছিল। ম্যালেরিয়া, ম্যানচেষ্টারি কাপড়, ও মদের দোকান প্রভৃতি সভ্যতার আবির্ভাবের পর, তাহা "মড়কের" মাতৃমন্দির হইয়াছে।

শ্রীধরের পূজার পর, দ্বাদশীর পারণান্তে, মাতঙ্গী দেবী দালানে বসিয়া আছেন। দয়াময়ী দাসী, কৌশল্যা দাসী, যশোদা দাসী ভগিনীত্রয়, তিনখানা বটী লইয়া, উঠানে বসিয়া খড় কাটিতেছিল। দিদিঠাকুরাণীকে নীরব দেখিয়া, তাঁহারা তিনজনেই অতি কষ্টে সংযতবাক।

শ্রীমতী দয়াময়ী দিগর, তিনজন সদ্গোপ কন্যা, মাতঙ্গী দেবীর প্রতিবেশিনী—পুরুষানুক্রমে তাঁহার পিতৃপুরুষের প্রজা। গত আষাঢ় মাসে একদিন গঙ্গার বন্যায় তাহাদের ঘরখানি ভাসিয়া চলিয়া যায়। গরু বাছুর, ধান, ধান গাছ, বিস্তর নষ্ট হয়। বন্যার পর তাহাদের বড় ক্লেশ হইল। ভিক্ষা দুঃখ করিয়া দিনে এক মুঠা জোগাড় হইলেও, রাঁধে কোথায়, থাকে কোথায়? কাজেই মুখুয্যে বাটী প্রসাদ পাইবার ছলে আসিয়া, মাতঙ্গী দেবীকে একটা "টিপ্" করিয়া গড়্ করিয়া, দয়াময়ী প্রমুখ ভগিনীত্রয়, একসঙ্গে কাঁদিয়া বলিল, "দিদিঠাকরুণ, দেবতা মেরেছে! তুমি বামুনের কন্যে, মুনিবের কন্যে, তুমি রক্ষে না কল্লে, কে রক্ষে করবে? চরণে ঠাঁই দাও ত থাকি"!

মাতঙ্গী দেবী, আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "সে দিন কি আর আছে, দয়ামাসী? তা, আমাদের ত অনেক ঘরই পড়ে আছে! থাক্—একটা ঘর না হয় গুছিয়ে গাছিয়ে থাক্। সেই দিন থেকে দয়াময়ীরা মুকুয্যেবাটীতে বসবাস করে, পাট ঝাট করে, শ্রীধরের প্রসাদ খায়; আর সন্ধ্যায় একত্রে বসিয়া বিশ্বের সংবাদ শুনাইয়া মাতঙ্গী দেবীর বাস্তু কুঠুরি ও বক্ষ কোঠরের বিজনতা নষ্ট করে। কৌশল্যার যুবতী কন্যা, তুলসা দাসীকে আড়কাটীরা ধরিয়া লইয়া যায়। সে জন্য কাশী বৃন্দাবন হইতে কলিকাতা, মরিচ সহর পর্য্যন্ত, সকল দেশের দৈনন্দিন ইতিহাস যে কৌশল্যার সুবিজ্ঞাত, এ কথা এই স্ত্রী চতুষ্টয়ের মধ্যে সকলেই স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিত। কেহই সন্দেহ করিতে পারিত না।

মাতঙ্গীর মৌনের কারণ? কাল সকালে একখানা রেজেষ্টারী করা কলিকাতার চিঠি আসিয়াছিল। অনন্তরাম সহি দিয়া চিঠি লইয়া পড়িতে গিয়া দেখে, চিঠিখানা ইংরাজীতে লেখা। সুতরাং দুই ক্রোশ হাঁটিয়া নারাণপুরের বিশুমিত্রের নিকট পড়াইয়া না আনিলে উপায় নাই। একাদশী বলিয়া মাতঙ্গী দেবী কাল তাঁহাকে যাইতে দেন নাই। আজ প্রত্যুষে অনন্তরাম নারাণপুর গিয়াছে। মাতঙ্গী দেবী নীরবে তাঁহারই পথ চাহিয়া আছেন।

সুপ্রভাত

শরতের সূর্য্যালোক পল্লীর কলরবহীন পথেঘাটে পড়িয়া সেই সুবর্ণ শান্তিকে যেন মরিচিকার মত কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। মাতঙ্গীর মনে হইতেছিল ; "এ ইমারত নহে এ অষ্টাদশ মহাপুরাণের এক মহাপুরাণ। শৈশব হইতে আজিকার দিন পর্য্যন্ত তাহার প্রত্যেক সুখ দুঃখ যেন ইহার এক একখানা ইট। এই ভিটায় তাঁহার পিতার অন্নপ্রাসন, পিতামহের হাতে খড়ি, প্রপিতামহীর বৌভাত হইয়াছে। এই সাত পুরুষেব ভিটায় জন্মিয়াছি, এইখানেই যেন মরণ হয়। এর সঙ্গে একটা সম্বন্ধ ছিন্ন হলেও, তাজমহলের "নত্ নক্সা" নষ্ট করাব মত, জীবনেব সমস্ত মণিমুক্তার আলিপনাটা নিরর্থক, অঙ্গহীন হইয়া পড়িবে।

মাতঙ্গী চুপ করিয়া বসিয়া, এইরূপ পাঁচ রকম ভাবিতেছিলেন। এমন সময় মধ্যাহ্ন রৌদ্রে পল্লীপথে কুকুর কাঁদিয়া উঠিল। অনন্তরাম ম্লান রৌদ্রদগ্ধ মুখে বাটীতে প্রবেশ করিল। দেখিয়া মাতঙ্গী, "ও দয়াময়ী, ও কৌশল্যা, জলের ঘটিটা, পাখাখানা, গামছাখানা আনগো" বলিয়া হাঁকিয়া উঠিলেন। দালানের একটা নীচের পইটায় বসিয়া, অনন্তরাম বলিল, "দিদি ঠাকরুণ, অত ব্যস্ত হবেন না। আমার বিশেষ কষ্ট হয়নি।" চিঠির কথা জিজ্ঞাসা করিতে দিদিঠাকুরাণীর যে সাহসে কুলাইতেছে না, অনন্তরাম তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুইয়া, শান্ত হইয়া সে বলিল, "চিন্তার কোন কারণ

নাই। আমি আসবার সময় পুরোহিতমশাই ও পাড়ার পাঁচজন মাতব্বরকে ডেকে এসেছি। আহারাদি করুন, তারপর এ সকলের একটা পরামর্শ হবে।"

অনন্তরাম চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়াছে—মাতঙ্গীদেবী নিশ্চিন্ত হইলেন। আহারাদির পর সকলে দালানে আসিয়া বসিল। একে একে করিয়া, গ্রামের মাতব্বরের দল, মুখুয্যে বাটীর দালানে, মাদুরে বসিয়া সভা উজ্জ্বল করিল। একখানা স্বতন্ত্র গালিচার উপর বসিয়া পুরোহিত দীনবন্ধু, আমপাতার নল লাগাইয়া তামাকু সেবনের উদ্যোগী। দালানের অপর এক পার্শ্বে একখানা লাল কম্বলের আসনে মাতঙ্গীদেবী আসীনা। দেখিয়া অনন্তরাম বলিল—"পুরোহিত মহাশয়! দিদিঠাকুরাণীরা আপনাদের পুরুষানুক্রমে যজমান। বিশুমিত্তির মহাশয় এ চিঠির যেরূপ অর্থ করেছেন আপনাকে তা আমি শুনিয়ে এসেছি। এক্ষেত্রে আপনি যেরূপ ভাল বিবেচনা করেন সেইরূপ উপদেশ দিন। গ্রামের পঞ্চভদ্রান যাঁরা এসেছেন, তাঁরাও সব কথা শুনে এই ব্রাহ্মণ-কন্যার যাতে মঙ্গল হয় তার পরামর্শ করুন।"

সকলেই পুরোহিত মহাশয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল। কেবল সুবলসর্দ্দার 'কি জানি কি হয়' ভাবিয়া লাঠীগাছটা বগলে করিয়া দাঁড়াইল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া তামাক খাইয়া, অনেক চিন্তার পর দীনবন্ধু

ভট্ট বলিলেন, "গৌরীর বিধবা পত্নী, সনাতন গোস্বামীর কন্যা, রমা, তাঁহার পিস্‌শাশুড়ী মাতঙ্গীদেবী ও কর্ম্মচারী অনন্ত রায়কে উকীলের চিঠি দিয়াছে। এক মাসের মধ্যে ভদ্রাসন বাটী ও ভূসম্পত্তি সকল ছাড়িয়া না দিলে, আদালত সাহায্যে সে দখল লইবে। বাটিতে চাবি দিবার ও কাগজ পত্র বুঝিয়া লইবার জন্য শীঘ্রই লোক আসিবে"।

কৈলাস কড়ুরি বলিল, "ক'লকাতার বাবুরা এ গাঁয়ের ২।১০ বিঘা বন জঙ্গল নিয়ে কি করবেন? তাঁরা কি শ্রীধরের সেবা, কল্যাণীর পূজা করতে আসবেন? বর্ষা বন্যায়, হাজা শুকায়, গ্রামের লোককে ভাত ভিটা দিয়ে রক্ষা ক'রবেন? কোন ভয় নেই মা, তোমার বাপ দাদা এতদিন ধরে যাঁর ভাণ্ডারিগিরি করে এসেছেন, সেই ভগবানই তোমায় এ বিপদে রক্ষা ক'রবেন।"

নসি চক্রবর্ত্তী বলিল, "দরকার আছে বই কি? ক'লকাতার বাবুরা বাগান বাটীতে এসে পল্লীগ্রামের পয়সায় বাইজি নাচাবেন। গ্রামের পুকুর পুষ্করিণী, খাল বিল মজে যাক, বন জঙ্গলে বাঘ ভাল্লুক লুকিয়ে থাকুক, পোড়ো বাটির চার পাশে নানা রকমের পোকা মাকড় থাকুক, ক্ষতি কি? পাড়াগাঁয়ে ত সরকারী চিড়িয়াখানা নেই! অন্নজলে প্রজা পেট ভরাতে না পারুক, পিলে যকৃতে পেট ভরাচ্ছে ত!"

শশী পাইন বলিল, "এ গ্রামে কেউ উপবাসী থাকতে, যারা জল

গ্রহণ করত না, তাদের মেয়ে ছেলেকে হাত ধরে ভিটের বার করে দেবে? আমরা চাষা, মা পৃথিবীর বুকে হাল চালাই; যে আসবে তার বুকেও হাল চষতে ভুলবো না।

একটা কথার মত কথা শুনিয়া, সুবল সর্দ্দার আপনার তর্জ্জনী অঙ্গুলির উপর দিয়া লাঠি গাছটা বার কতক বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরাইয়া লইল।

যদুনাথ বসু বলিলেন, "আমার এ সমস্ত কাণ্ডটাই একটা মস্ত ধাপ্পাবাজি বলে বোধ হচ্ছে। পুষ্পপুর যে মুখুয্যেদের পুরুষানুক্রমে দেবত্তর সম্পত্তি; শ্রীশ্রী শ্রীধরজীউ ও ৺ কল্যাণী দেবী যে ইহার মালিক, এ কথার প্রমাণ অনেক প্রজারই রেজেষ্ট্রী পাট্টা বা কবচের দাখিলা। মাতঙ্গী দেবীর স্বর্গীয় ভ্রাতা, ভবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় মাতঙ্গী দেবীকে সমস্ত দেবত্তরের সেবায়ৎ ও নিজ নাবালক পুত্রের অভিভাবক নিযুক্ত করে যান। শ্রীমতী বধূমাতার পিতা, সনাতন গোস্বামী এ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকি-বহাল। তবে এ চিঠি কাহার পরামর্শে লেখা হয়েছে? এ রমা দেবী কে? আপনাদের বধূমাতা কোথায় আছেন? ক'লকাতায় গেলেন কি করে?

মন্ত্রমুগ্ধের মত, স্বপ্নাবিষ্টের মত, মাতঙ্গী সকল কথা শুনিতে পাইলেও তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিতেছিলেন না। সেই দশ মাসের ছেলে রাখিয়া দাদা চলিয়া যান; তদবধি দাদার ছেলে

মাতঙ্গীর ছেলে হয়েছিল। কত রোগে, কত 'গেল গেল' টাল কাটাইয়া সে মানুষ হয়েছিল, হাঁটতে শিখেছিল, কথা কহিতে শিখেছিল! কত নিদ্রাহীন রাত্রি, কত দেবতার চরণে কাঁদিয়া কাটিয়া, মাথা খুঁড়িয়া, কত আশায়, কত আশঙ্কায়, তিনি তাকে মানুষ করেছিলেন। মরণে মাতঙ্গীর মুখাগ্নির অধিকারী, পিতৃপুরুষের জলপিণ্ডের সংস্থান, গৌরীশঙ্করকে শীঘ্র সংসারী করিবার আশায় উপনয়নের পরই তিনি তার বিবাহ দিয়াছিলেন। ভাইপোর ছেলেমেয়ে কোলে নিয়ে মরিব, মাতঙ্গীর জীবনের এই পরমার্থ। বিধবা পত্নী রাখিয়া গৌরীশঙ্কর চলিয়া গেল। অনেক দিন পর্য্যন্ত মাতঙ্গীর অবোধ আশা ছিল, কি জানি যদি একটু তার গুঁড়াগাড়া জন্মিয়া থাকে। কেমন করিয়া তাহা সম্ভব, ব্রাহ্মণকন্যা তাহা ভাবিয়া দেখিতেন না। দেবতার বরে কি না হয়? অনেক দৈবজ্ঞ, অনেক জ্যোতিষের আশীর্ব্বাদপূর্ণ আশ্বাসে একটা ক্ষুদ্র শেষ আশাকে মরণকামড় কামড়াইয়া, বৃদ্ধা বাঁচিয়া ছিল! আজ?

সকলের ভাগ্যে মৃত্যু একবার হয়। যে দিন গৌরী যায়, সেই দিন তাহার প্রাণের চারপাট দেয়ালই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। আজ তাহাকে ভিটা হইতে বাহির করিয়া দিতেছে!—ক্ষতি কি?—মরাকে ত বাহির করিয়া দিতেই হয়! তবে গৌরীর বাটী হইতে তাড়াইলে, তাহার গৌরীকে কাড়িয়া লওয়া হইবে। মৃত্যু

জীবনের নির্ভরটাকে কাড়িয়া লয়; তাহার স্মৃতি কাড়িতে পারে না। যে হাত সেই স্মৃতিচিহ্ন মুছিয়া দেয়, সে হাত যমের অপেক্ষাও ক্রুর।

মাতঙ্গীর 'অবস্থা দেখিয়া কৌশল্যা তাড়াতাড়ি তাঁহার মুখে জল দিয়া, মাথায় বাতাস করিতে বসিল। কতকক্ষণ পরে একটু সুস্থ হইয়া মাতঙ্গী দেবী কহিলেন "অনেক পুণ্য থাকলে, রায় দাদা, লোকের পেটে ছেলেপিলে জন্মায়। নইলে আমার মত দশা হয়। চিরকাল গঙ্গার তীরে বাস করে কোন্ গো-ভাগাড়ে মরতে হবে তার ঠিকানা নাই। তাও শীগ্‌গির হলে বাঁচি! আঁটকুড়ো লোক যমেরও আঁস্তাকুড়"। শীর্ণকঙ্কাল, ছিন্নবাস মাতঙ্গী দেবী, অনন্তরাম রায়ের মানব-কন্যা, উপেক্ষার পাংশু স্তূপে মরিয়া পড়িয়া আছে—এ চিত্রটা ব্রাহ্মণের চোখের উপর দিয়া বিদ্যুতের মত চমকাইয়া উঠিল। বৃদ্ধ রায়দাদার বড় আত্মধিক্কার হইল, সে তখনই পাঁচবৎসরের শিশু হইয়া মাতঙ্গী দেবীর গর্ভজাত সন্তান হইতে পারিতেছে না কেন?

কুশীলবের রামায়ণ গানে ভাবসংক্ষুব্ধ বশিষ্ঠের মত, অনন্তরাম যুক্ত করে দাঁড়াইয়া বলিল, "তা হতে পারে না, হতে পারবে না! বড়কর্ত্তার আহারের পূর্ব্বে, কল্যাণীর দরজায় ঘণ্টা পড়িত, পূজোরিরা ডাকিত—হিন্দু হও, মুসলমান হও, এদেশী হও, বিদেশী হও, এ গ্রামে যে উপবাসী আছ ছুটিয়া আইস—অন্ন প্রস্তুত।

বিশ্বনাথ ভিক্ষা মেগেছেন একথা কাশীখণ্ডে আছে, বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী উপবাসে অসহায়ে গো-ভাগাড়ে মরেছেন একথা পুরাণে নেই, মা। অনন্তরামের গলার ভিতর কে যেন একটা লোহার লাঠি পুরিয়া দিতেছিল। বৃদ্ধ আর কিছু বলিতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল। দীনবন্ধু ভট্ট, নস্য লইতে লইতে, ভিজা চোখে, ভাঙ্গা গলায় বার কতক বলিয়া উঠিলেন,—বাঃ—বাঃ।

একটু সামলাইয়া অনন্তরাম আবার কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল, "এই হাত জোড় শুধু তোমার কাছে নয়, মা! এখানে যাঁরা এসেছেন সকলকেই আমি হাত জোড় করে বল্‌চি. আজিকার বিপদের দিনে তাঁদের ঋণ আমি শুধতে পারবো না। বোসজা মশায় যা বল্লেন, আমার বিবেচনায় সেই কথাই ঠিক। কোন দুষ্ট লোক এই অনর্থপাত করবার চেষ্টায় আছে। শ্রীমতী বধূমাতার বাপ, সনাতন গোস্বামী, এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানেন না। এ কোন ওয়াকিবহাল লোকের কাজ নয়। দোষ আমাদেরই। আমাদের উচিত ছিল বধূমাতা ও তাঁর বাপকে মাঝে মাঝে হেথায় আনা, তাঁদের খোঁজ খবর লওয়া। তাঁদের সঙ্গে সকল বিষয়ে যুক্তি পরামর্শ করা। আপনার লোককে পর ভাবলেই সে পর হয়ে পড়ে।

রক্তবর্ণ, ঝলসান চক্ষু দুইটা অনন্তের মুখের উপর ফেলিয়া, মাতঙ্গী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে যাবে রায় দাদা"? রায় দাদা বলিল, "তার বন্দোবস্ত কাল প্রত্যুষেই করা যাবে, আপনি

কেবল উতলা হবেন না"। তখন মাতব্বের দল সেই সিদ্ধান্ত করিয়া একে একে উঠিতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যার পর, দীনবন্ধু পুরোহিত, রমা ও রমার পিতাকে পুষ্পপুরে আসিতে অনুরোধ করিয়া, মাতঙ্গী দেবীর জবানিতে একখানা পত্র দিলেন। মাতঙ্গী দেবীর অবস্থা শোচনীয়; সে কারণ বৈবাহিক মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরামর্শের যে একান্ত প্রয়োজন এ কথাও সে পত্রে বিশেষ করিয়া লেখা হইল। পত্রখানা লইয়া কৌশল্যা দাসী ও সুবল সর্দ্দার কাল প্রত্যুষেই ভদ্রপুর যাইবে। দণ্ডখানেক রাত্রি থাকতে সাগর মাঝি ঘাটে নৌকা আনিয়া রাখিবে।

সে রাত্রে মাতঙ্গীর নিদ্রা হয় নাই। রাত্রি তিনটা না বাজিতে, কৌশল্যাকে ডাকিয়া তিনি ২।৪ বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাসী, রাত কি পোয়াল গা" ? কৌশল্যার মুখে "দেরী আছে" শুনিয়া তিনি আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। এ রাত্রির বুঝি আর শেষ নাই, প্রভাত নাই।

রাত্রি ৪টার সময় সাগর মাঝি আসিয়া সুবলকে ডাকিল। গুলের ডিবা, দোক্তার কৌটা ও সেই পত্রখানা আঁচলে বাঁধিয়া, কৌশল্যা মাতঙ্গী দেবীকে প্রণাম করিল। সুবল সর্দ্দার, 'দণ্ডবৎ দিদি ঠাকরুণ' বলিয়া, প্রণতি পুরঃসর বিদায় গ্রহণ করিল। দয়াময়ী 'ছিঃ মা কাঁদতে নেই' বলিয়া বুঝাইল।

অনন্তরাম, সুবল, কৌশল্যাও সাগরের সঙ্গে বাহির হইল। চাঁদ তখন ডুবিয়া যাইতেছে।

হায়, পুরাতন বাঙ্গালী পিসিমার দল। হায়, পতিপুত্র-হীনা, উদরান্নতুষ্টা, স্নেহ-সেবার মরীচি কন্যারা! কোন্ স্বর্গে, কোন্ বৈকুণ্ঠে তোমাদের সহোদরা খুঁজিয়া পাওয়া যায়? রোগে শোকে, মড়কে, মারি ভয়ে, তোমাদের ক্ষুদ্র বুক থেকে যে শান্তির কবচ, যে মাভৈঃ বজ্রনাদ বাহির হয়, তার চেয়ে বেশী বলিয়ান স্বস্ত্যয়ন বা বজ্রদৃঢ় অভয় বর, বাল্যে মা-মরা বাঙ্গালীর ছেলে কোথাও শুনেছে, পেয়েছে কি? তোমরা যার ঘরে আছ, অভাগ্যের শক্তিশেলে তার বিশল্যকরণীর আবশ্যক কি?

নবম পরিচ্ছেদ

নৌকা ভাসিল

পূর্ণিমার রাত্রি—ভদ্রপুরে।

ব্রজেশ্বরের ঝুলন বসিয়াছে। নীল আকাশের এ পার ও পার জুড়িয়া বাতাস ও জ্যোৎস্না ছুটাছুটী খেলিতেছিল। সবুজ ঘাসের উপর মেঘের ছায়া দরবেশের মত নৃত্য করিতেছে। প্রফুল্ল কেতকী কদম্বের গন্ধে ভ্রমরের দল মাতাল।

গায়ে একখানা মোটা চাদর ঢাকা দিয়া, প্রতিবাসী কন্যাদের সঙ্গে রমা ঠাকুর দেখিতে বাহির হইয়াছে। ঝুলনতলায় সারা রাত্ নাচ গান, কীর্ত্তন, যাত্রা—ভারি ধূম!

অন্নদার মা, বরদার পিসী, কুমুদিনী, আমোদিনী প্রভৃতি প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে রমা চিকের ভিতর মেয়েদের জায়গায় এক-পাশে আসিয়া বসিল। কিন্তু গ্রামের সৌরব, গৌরব প্রভৃতি মেয়ে-গেজেটদের ঠারঠোরের কথায় সে অনেকক্ষণ সেথায় থাকিতে পারিল না। সারারাত রমা নাট মন্দিরে থাকিবে, ব্রজেশ্বরই বা এমন কি সৌভাগ্য করেছেন!

বসিয়া বসিয়া পিছু কাটাইয়া, রমা ফটকের বাহির হইল। বাহিরে আসিয়া রমা ধীরে ধীরে নদীর ঘাটের দিকে চলিল।

ঘাটে আসিয়া রমা দেখিল নৌকার গাদি লাগিয়া রহিয়াছে। এ পার ও পার অনেক গ্রামের লোকই তামাসা দেখিতে আসিয়াছে। মধুর রাত্রি, সুন্দর চাঁদ!—রমা চক্ষু মিটাইয়া সে সৌন্দর্য্য পান করিতে লাগিল।

রমা নদীর দিকে চাহিয়া রহিল। বাতাসে তাহার চাদরের এক আঁচল খসিয়া ঘাসের বনে লুটাপুটি খাইতেছে। রমার কোন হুঁসই নাই। রমা খুঁজিতেছে, যমুনার বক্ষে, দুপার-জোড়া জ্যোৎস্না স্তরের উপর দিয়া একখানা ক্ষুদ্র নৌকা আসিতেছে কি না? বিন্দুর মত একটা ক্ষুদ্র কাল ছায়া, জ্যোৎস্না বক্ষে নড়িতেছিল। ক্রমে ছায়াবিন্দু বড় হইল, শেষে বাস্তবিকই নৌকার আকার। নৌকাখানা ক্রমে ঘাটে আসিয়া লাগিল। একজন দাড়ী-ওয়ালা বাবু নৌকা হইতে ডাঙ্গায় উঠিলেন। মাঝি বলিল, "বাবু দেরী হবে কি"? বাবু উত্তর করিলেন, "না দেরী হবে না, এখনই আসছি"।

রমা দেখিল আগন্তুক সিধা পথ ধরিয়া মন্দিরের পানে যাইতেছে। হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "কি যাত্রা বাবু, আমার মোটেই ভাল লাগেনি"। বাতাস বোধ হয় হঠাৎ কালা হইয়া থাকিবে, নইলে অতটা জোরে রমা তাহাকে ও কথা শুনাইবে কেন? কাছেও ত তাহার অন্য কেহ ছিল না।

রমার কণ্ঠস্বর শুনিয়া আগন্তুক রমার কাছে আসিল। তাহার

মাথা হইতে চাদর সরিয়া গেল। শ্মশ্রুধারী বলিল, "এই যে"! বাবু ফিরিয়া ঘাটের দিকে যাইতে লাগিল; রমা তার পিছু পিছু। বাবুসঙ্গে, চাদর-ঢাকা রমা নৌকায় উঠিল। বাবু মাঝিকে নৌকা ছাড়িতে বলিলেন। মধ্যরাত্রি—ইচ্ছামতীর স্রোতে রমার নৌকা ভাসিল!

রমার নৌকা ঘাট হইতে ছাড়িয়া ১০।১২ হাত ভাঁটাইয়া গিয়াছে কি না সন্দেহ; আর একখানা নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। ভিতর হইতে স্ত্রীকণ্ঠে জিজ্ঞাসা হইল, 'হেঁ সাগর মাঝি, এ কোথাকার ঘাট? মাঝি উত্তর দিল, "এই ভদ্রপুর গো মাসী"।

ইস্! সাগর মাঝি, যদি ৩।৪ মিনিট আগে ঘাটে ভিড়িতে! ঘাটে পৌছাইতে মুহূর্ত্তের বিলম্বে অনেক জন্মের ফেরে পড়িতে হয়। তোমার আমার অদৃষ্টের পথটা এমনি একটা পাকান দোমড়ান মূহূর্ত্তের ভিতর দিয়া!

রমার নৌকা ভাসিয়া যাইতে লাগিল; সেই জ্যোৎস্নামাথা যমুনার জলে, সেই কুমুদ-কহ্লার-গন্ধি নিশীথ বাতাসে!—সুখের নৌকা?

নিশ্চয়ই! নৌকার ঘরের ভিতর প্রদীপ, প্রদীপের পার্শ্বে রমা, ক্ষুদ্র নদীর পারাপারি বসিয়া চকাচকি ডাকিতেছে। দুই একটা ঘুমে-উড়া মাছরাঙা পাখী, জ্যোৎস্না প্রপাত ধরিয়া উচ্চে উড়িয়া, আবার ডুবিয়া পড়িতেছে। আকাশের মাঝে জল্-জলে

চাঁদ! তাহার পর, মনে প্রাণে এমন ষোল আনা "সুরতাল্" পিটিয়া, এমন নির্ভয়ে, এমন নিরাপদে, এত কাছাকাছি, সে প্রদীপকে কবে পাইয়াছে?

নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে। রমা প্রদীপকে জিজ্ঞাসা করিল, এ নৌকা কি বরাবর ক'লকাতায় যাবে?

প্রদীপ। না, এ পানসী বনপুরের বাবুদের। আমরা বনপুর থেকে রেলে যাব। ভোর ৪টার সময় কলিকাতার গাড়ী ছাড়ে।

রমা। কলিকাতায় কোথায় যাব? তোমার বাসাবাটীতে—

প্রদীপ। না, তোমার জন্য আলাদা বাটী লওয়া আছে। আমি যেখানে থাকি তার কাছেই।

রমা। তুমি দিনরাত আমার কাছে থাকবে না?

প্রদীপ। ছুটীর দিনে নিশ্চয়ই। অন্য দিন সন্ধ্যাবেলায় আসবো, ভোর হলে চলে যাব।

রমা। কোথায়?

প্রদীপ। আদালতে, কাযে, আফিসে, পাগলী!

প্রদীপ রমার গাল দুইটী টিপিয়া এই "পাগলী" কথাটা বলিয়াছিল। কাযেই রমার প্রাণের ভিতর একটা আলোকের নদী কুল্ কুল্ করিয়া উঠিল। প্রদীপ বলিল—"দিনের বেলায়, দাসী কায করবে; রাঁধুনি রেঁধে দিয়ে যাবে; চাকরে বাজার হাট করবে, তোমায় একলা থাকতে হবে না"।

নৌকা ভাসিল

নৌকা ভাসিয়া যাইতেছিল। একটা ভাসা পদ্মফুল নৌকার পাশে দেখিয়া, প্রদীপ ফুলটা তুলিয়া রমার কোলে ফেলিয়া দিল। রমা ফুলটা লইয়া বলিল, "পদ্মিনীরা রাতে ঘুমায়"। কথাটা বলিবামাত্রই তাহার মুখে একটা ক্লিষ্ট হীনতার ছায়া অর্দ্ধস্ফুট দেখিয়া, প্রদীপ বলিল, "জ্যোৎস্না রাতভোর হাসে। জলের ভালবাসা রাতের অন্ধকারে টেকসই হয় না।" রমা একটু আশ্বাসে হাসিল।

নৌকা ঘাটে আসিয়া পৌছাইল। দূরে একটা শব দাহ হইতেছিল। প্রদীপ সেইরূপ চাদর-ঢাকা রমার হাত ধরিয়া ঘাটে নামিল।

ঘাটের অদূরেই ষ্টেশন। দুইখানা কলিকাতার টিকিট পূর্ব্বেই কেনা ছিল। প্রদীপ ষ্টেশনে পৌছিবার তিন মিনিট পরেই গাড়ী আসিল। রমাকে মেয়ে কামরায় তুলিয়া দিয়া, পার্শ্বের গাড়ীতে প্রদীপ মুখ বাহির করিয়া বসিল। টিং টিং করিয়া ঘণ্টা হইল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

অস্তোন্মুখ জ্যোৎস্নায়, রেলের দুই ধারের ধূ-ধূ-করা, সবুজ ঢেউ খেলান মাঠের উপর হুহু করিয়া বাতাস বহিতেছিল। রমার বুকের ভিতর কে যেন হুহু-করা রাবণের চিতা জ্বালাইয়া দিল। সে একবার জীবনে শ্বশুর বাটী গিয়াছিল—বিয়ের কনে অনেক দিন বাটী ছাড়িয়া থাকিতে হয় নাই। তাহার পর সে কখন

নিজেদের গ্রামের বাহির হয় নাই। সনাতনের মুখখানা—বড় বিবর্ণ; বড় বিষণ্ণ—রমার চোখের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। উদ্ধবের মধুর মূর্খতা, নন্দীর ভালবাসার শিং ঘুরান, বাটীর বাগানের সেই পুকুর, ঘাট, লতা, পাতা, পাখী শাখী সকলে মিলিয়া একগাছা বাসুকির মত দড়ি পাকাইয়া, তাহাকে যেন হিড় হিড় করিয়া পিছু টানিতে লাগিল—বোধ হয় তাহাকে গাড়ীর জানালা দিয়া যেন উড়াইয়া লইয়া যায়! রমা একটু সরিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা করুণ ক্রন্দন স্বর আসিয়া যেন তার কাণে বিঁধিতে লাগিল। সনাতন কাঁদছে—উদ্ধব কাঁদছে! রমা নামিয়া পড়িতে যায়! পার্শ্বের এক বৃদ্ধা বলিল—"বস-বস এখনো ষ্টেশনের দেরী আছে।" রমা তাড়াতাড়ি বেঞ্চে আসিয়া পোট্‌লির মত বসিয়া পড়িল। রাত্রি তখন প্রভাত হইতেছে।

ভদ্রপুরের ঘাটেও সূর্য্যোদয় হইল। সাগর মাঝি নৌকার পাটাতনে বসিয়াছিল। সুবল বলিল, "কৌশল্যাদি এইবার চ, এতক্ষণ বোধ হয় বৌমাদের বাটীর দোরতাড়া খুলেছে"। কৌশল্যা তাড়াতাড়ি মুখে হাতে জল দিয়া, "দুর্গা শ্রীহরি" বলিয়া, সুবলের সঙ্গে মন্দিরের পথে চলিল—দুসারি লোককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, "হাঁ গা, সনাতন গোস্বামীর বাটী কোন্ দিকে" ?

দশম পরিচ্ছেদ

মহানির্ব্বাণ

কার্ত্তিক রায় ও বদন পদাতিক যখন, সনাতনের বাটীর গলির মুখে, বড় রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, তখন কৌশল্যা ও সুবল তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, "সনাতন গোস্বামীর বাটী কোন্ দিকে গা?" বদন পাইক জিজ্ঞাসা করিল "কোথ্থেকে আসচ?" সুবল বলিল, 'পুষ্পুপুর তাঁনার বেইবাড়ী থেকে। বদন, সনাতনের বাটী দেখাইয়া দিল।

বদন ফিরিয়া আসিলে, কার্ত্তিক রায় বদনকে জিজ্ঞাসা করিল—সনাতনের বাটী কোন গোলমাল শুনে এলি?

বদন। এজ্ঞে না—উদ্ধব দেখলুম উঠান ঝাট দিচ্ছে।

কার্ত্তিক। তোর ভুল হয় নি ত?

বদন। এজ্ঞে, আমরা পেগের ছেলে, অমাবস্যা রাত্তিরে সিঁদুর খুঁটে তুলি, আমাদের কি ভুল হয়! আমি দেখেছি রমা ঠাকরুণ আর একটা দাড়িওয়ালা লোক নৌকোয় উঠলো!

কার্ত্তিক। তা ঠিক, তো বেটার বাপ দাদা ডাকাতি কর্ত্তো, তোর চোখের খুবই জুত আছে। দাড়িওয়ালা বাবু?—দাড়ীও

পরা যায়, মুকস্ ও পরা যায়! লোকটার খাঁজখোঁজ কি রকম বল দেখি?

বদন। এজ্ঞে, আমি গাংপুরের ছিমন্ত মাঝির নৌকায় বসেছিনু, রাত্তির তখন দেড়পোর ওপর হবে; তবে লোকটা অনেকটা পদীপ বাবুরই মত হাড়ে মাসে, সেই রকমই আড়ে বহরে হবে।

কার্ত্তিক। দেখ, বদনা।

বদন। হুজুর,

কার্ত্তিক। যাত্রা ভাঙবার পর, তুই মেয়েদের বেরবার পথে বেশ করে নজর রাখবি! বিকেলে আমায় কাছারিতে না দেখতে পেলে একেবারে সনাতনের বাটীতেই যাবি—জানলি! আমি চল্লুম, তুই ঝুলনতলায় যা!

এই বলিয়া কার্ত্তিক রায় ও বদন পাইক দুজনেই বিভিন্ন পথে চলিয়া গেল। সুবল ও কৌশল্যা তখন বাহিরের রোয়াকে বসিয়া সনাতনের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সনাতন পুকুর ঘাট হইতে আসিয়া ডাকিল, 'উদ্ধব—ও উদ্ধব, এরা কারা? সুবল ও কৌশল্যা সনাতনের পায়ের তলায় তৎক্ষণাৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিল, "আমরা পুষ্পপুর থেকে এসেছি।" "আপনাদের বাটীর সব খবর ত ভাল?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কৌশল্যা আঁচল হইতে চিঠি খুলিয়া সনাতনের হাতে

দিয়া বলিল, "এই পত্তরখানা পিসীমা দিয়েছেন।" "এস এস বাটীর ভিতর এস" বলিয়া সনাতন কুটুম্ব বাটীর লোক সঙ্গে বাটী প্রবেশ করিল। অন্দরে ঢুকিয়া, "কোথায় গো,—রমা, কোথায় গো" বলিয়া ডাক দিতে লাগিল। উদ্ধব বলিল—"দিদিঠাকুরেণ পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে যাত্তারা শুনতে গেছে, এখনই এসবে। সনাতন বলিল—"মুখ হাত ধোবার ব্যবস্থা করে দে, উদ্ধব, নাইবার তেল এনে দে। আসতে কষ্ট হয়েছে। আহারাদির পর চিঠির কথা হবে, বেয়ান ঠাকুরাণীর অবস্থা খারাপ!" উদ্ধব, আদেশমত সকল ব্যবস্থা কবিয়া, একবার মন্দির তলায় খুঁজিতে বাহির হইল।

বেলা এক প্রহর হইয়াছে—যাত্রা ভাঙিয়াছে। পাড়ার মেয়ে ছেলে সকলেরই সঙ্গে উদ্ধবের সাক্ষাৎ হইল; রমাকে সে দেখিতে পাইল না। পথে সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া, বাটী ফিরিয়া, উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিল, 'এজ্ঞে, দিদিঠাকুরেণ এসে নি"? সনাতন পূজা আহ্নিক সারিয়া সবেমাত্র দাঁড়াইয়াছে, উদ্ধব এই সংবাদ দিল। সনাতন একটু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "কোথায় গেল?—কোন সই সাঙাতির বাটী ঢ়কেনি ত?" কুটুম্ব-বাটীর লোকের জলযোগের সামগ্রী সাজাইয়া, ঢাকা দিয়া, সনাতন আবার ডাকিল, "নারাণের মা, তারা স্নান করে এলে, এই জল খাবার নিতে বলিস্"?

মাথায় গামছা, পায়ে খড়ম পরিয়া সনাতন বাহির হইয়া গেল। সম্ভব, অসম্ভব অনেক বাটীতে খুঁজিয়া, ব্রাহ্মণ যখন ক্লান্ত, ক্লিষ্ট দেহে বাটী ফিরিল, তখন মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে। উদ্ধবের স্ত্রী নারাণের মা আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা দু খানা বাতাসা খেয়ে একটু জল খাবে। গরু বাছুর আজ ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, নন্দীর চোখ দিয়ে শতধারা বইছে।" সনাতন বলিল - "হুঁ"। উদ্ধব বলিল, "গরু ত আর ইঞ্জিরী পড়েনি যে লোকের দুঃখু বুঝবে না। ইস্তিরি নোকের অত কথায় কি দরকার?" নারাণের মা গা ঢাকা দিল।

নিস্পন্দ নিশ্চল নেত্রে সনাতন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একটা দিক ভাবিতে, চিন্তার এত রকম ডালপালা বাহির হইয়া পড়ে যে, সনাতনের বুদ্ধি সব গুলাইয়া যায়। "জলে ডুবেছে"?—"আড়কাটীতে ধরেছে"?—"কেউ ভুলিয়ে নিয়ে গেছে?" শেষ কথাটা মনে উঠিবামাত্র সনাতন দুইহাতে হাঁটু বেড়িয়া, হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজিয়া বসিল। উঠানের ছায়ায় উদ্ধব, নারাণের মা, কৌশল্যা, সুবল নীরবে বসিয়া।

দীনতার উপর হীনতা!—এতদিনের পর আজ তার শ্বশুর বাটী হইতে খোঁজ আসিয়াছে! সনাতন কখন চুরি করে নাই, বঞ্চনা করে নাই, মিথ্যাসাক্ষ্য দেয় নাই—আজ তার হাঁটু থেকে মুখ তুলিতে মাথা কাটা যায় কেন? রমা! রমা!—একি কল্লি মা?

দিন চলে যায়!—সনাতন বেহুঁস। তাহার বুকের ভিতর, মাথার ভিতর, কাণের ভিতর, প্রাণের ভিতর, কে যেন জ্বলন্ত অঙ্গার ঢালিয়া দিয়াছে। রৌদ্রের-ঝলকে-লঙ্কা-গোলা দিন চলে যায়, সনাতন!—সনাতনের আর দিবারাত্রি ভেদ নাই।

সাগর মাঝি আসিয়া দরোজার বাহির হইতে সুবলকে ইঙ্গিত করিল। সুবল কৌশল্যা দুই জনেই বাহিরে চলিয়া গেল। সাগর তাহাদের কাত্তিক রায়ের বাটীতে লইয়া গেল। উদ্ধব, নারাণের মা, নারাণ আস্তে আস্তে সনাতনের সম্মুখে আসিয়া বসিল। বলিষ্ঠ বাগ্দীর জোয়ান উদ্ধব, ভূতের-ভয়-পাওয়া বালকের মত, অস্ফুট কম্পিত স্বরে ডাকিল, "কত্তা"! সনাতন তখন বেহুঁস।

পথে যাইতে যাইতে কৌশল্যা চোখ মুছিয়া বলিল, 'আড়-কাটী—এ আর কারো কাজ নয়!" সুবল বলিল "হতে পারে নদীতে ঘোড়েল কুমীর এসেছে।" সাগর বলিল, "লয় পিচেশ, লয় জাতহরুণী, লয় লিশিভূত, লিয্যস উপরি-হাওয়া—লিয্যস্!

পুষ্পপুরের দল বাটীতে পৌঁছাইলে, কার্ত্তিক রায় তাহাদের আহার করাইয়া, সুবলের হাতে একখানা পত্র দিয়া বলিল, "আমি খাল বিল, পুকুর পুষ্করিণীতে জাল নামাইতেছি; যেরূপ সংবাদ হয় পরে পাঠাইব। তোমরা ঘরে ফিরে যাও।" তাহারা নৌকায় ফিরিয়া গেল।

পূর্ব্ব কথামত কার্ত্তিক রায় ও বদন সনাতনের বাটী আসিল। সূর্য্য তখন ডুবু ডুবু—সপরিবার উদ্ধব অবাক আড়ষ্টভাবে তেমনি বসিয়া আছে। সনাতন ও বেহুঁস!

কার্ত্তিক রায় সনাতনের কাছে বসিয়া বলিল, "ছোট কাকা—দিন চলে যায়; উঠুন, ভাবনা কি? এর প্রতিকার হবেই!" কার্ত্তিকের প্রাণ-পূর্ণ আহ্বানে সনাতন মুখ তুলিল। চোখে তাহার মরুভূমি জ্বলিতেছিল। কার্ত্তিক জল দিয়া চক্ষু মুছাইয়া, ওষ্ঠ মুছাইয়া, বলিল, "কাকা, এই মিছরির পানাটুকু আপনার ভাইপো-বৌ পাঠিয়ে দিয়েছেন. আপনার শ্রীচরণে তার অনুরোধ আপনি এটুকু পান করেন।" সনাতন বুঝিল তাহাকে ঘৃণা করে না, তার কষ্টে কষ্ট হয়, এমন লোকও এ গ্রামে আছে। সনাতন অনুরোধ রক্ষা করিল—দেখিয়া সপরিবার উদ্ভব প্রাণ পাইল।

কার্ত্তিক রায় বলিল, "কাকা কেন চিন্তিত হচ্ছেন? এই দেখুন সে আপনার জন্য হত্তুকী পর্য্যন্ত গুঁড়ো করে রেখে গিয়েছে। কোথায় সে যাবে? নিশ্চয়ই কোন ছেলেবেলার সইয়ের সঙ্গে কোন আশপাশের গ্রামে গিয়েছে। নিশ্চয়ই এমনই কেউ যাত্রা শুনতে এসেছিল। আহ্লাদে, বাড়ীতে বলে যাওয়ার ফুরসদ হয়নি। অনেক দিনের পরে দেখা, আজ রাত্তিরে তাই আসতে দেয়নি।" হত্তুকীর কথাটা মিছা কথা। কার্ত্তিকের সহধর্ম্মিনী

তাহা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এ মিথ্যা কথার ফল, ধ্রুবলোকে বাস।

সনাতন বলিল, "আমাকে বালক বুঝিও না। সে ফিরে আসবে না, বাপ! আমি জানি চোর যে কে। আমি কা'রো কোন অপরাধ করিনি। জগতে আর আমার কিছুই নাই। সেই মুখখানা কাছে থাকলে ভিটায় ঘুরলে ফিরলে, আমার এই প্রাচীন পঙ্গু প্রাণটার মাঝে মাঝে একখানা পা গজাত। সংসারে আমি দুই চারি পা হেঁটে বেড়াতে পারতেম। আমি কখন কারো কোন অপরাধ করিনি, বাপ!—পঙ্গুর পা ভেঙ্গে দিয়ে তার কি সুখ? আমি অভিসম্পাত দিতেছি না, কার্ত্তিক, তারও মা বাপ আছেন।"

কার্ত্তিক। শান্ত হউন, ঠাণ্ডা হ'ন, কাকা, কোন অমঙ্গল থাকবে না।

সনাতন। একটু পরেই ইট কাটের চেয়ে শান্ত—বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা হয়ে যাব, কার্ত্তিক। আমি বুঝতে পাচ্ছি না, বৃদ্ধের বুকের চারপিঠ বেড়া ভেঙ্গে, সে পলাল কেন। নরকের,—কলঙ্কের ভয়ে? কলঙ্কে আমি তা'কে ত্যাগ কত্তুম?—নরক!—আমি তা'কে কোলে ক'রে নিয়ে বসলে, নরক সেখানে ঘেঁসতে পারত? জগদম্বা, ফাঁসুড়ে জল্লাদ নহেন, কার্ত্তিক, যে 'কর্ম্মফল' যাকে ধরে দিবে, তারই তিনি

মাথা কেটে ফেলবেন। জগতের মায়ের নাম ক্ষমা—ক্ষেমঙ্করী।

কার্ত্তিক খানিকক্ষণ অবাক হইয়া রহিল। সে সনাতনের মুখে এ রকম কথা পূর্ব্বে কখন শুনে নাই। বর্ষার সান্ধ্য গগনে রক্তবর্ণ ছটার মত, সনাতনের এমন ভয়ঙ্করে-রক্তদীপ্ত মূর্ত্তি সে আর কখন দেখে নাই।

সনাতন আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "শুন, কার্ত্তিক, লোকে যাকে বৈতরণী নদী বলে, আমি তার ওপারে পৌঁছেছি। আমাদের এই খাল বিল, নদী সাগর, বন পাহাড়—সকলের ভিতর দিয়েই এই বৈতরণী বইছে। পলে পলে লক্ষ লক্ষ জীব সেখানে পৌঁছুচ্ছে। তাদের আমরা দেখতে পাই না, শুধু একটু ধোঁয়ার মত পাতলা পরদার জন্য। দিন-রাত, আলো-অন্ধকার দিয়ে সে পরদার টানাপড়েন তৈয়ারী হয়েছে। রমা মরে গেছে, কার্ত্তিক—ঘরে বাহিরে, সমাজে সংসারে, মরে গেছে। কিন্তু আমার বুকের ভিতর এখনও মরে নি, তাই এখনো আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি। ব্রাহ্মণী এগিয়ে গেছেন, চিন্তাময়ী আমায় নিশ্চিন্ত করেছেন, কার্ত্তিক; কেবল একটা ব্যবস্থা করা এখনো বাকী আছে। বল, তুমি আমায় স্পর্শ করে বল, তুমি তাতে সাহায্য করবে।"

সনাতনের বলা শেষ হইতে না হইতেই, বদন পদাতিকের সঙ্গে

সনাতনের পুরোহিত কপিল হালদার আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিয়া সনাতন যেন একটু জোর পাইল; বালিসে একটু উঁচু হইয়া ঠেস দিয়া বসিয়া, সে বলিতে আরম্ভ করিল-"এই যে পুরুত খুড়ো এসেছ, বেশ হয়েছে। আমার এখনো একটা মিছা ভাবনা হচ্ছে, উদ্ধবের কি হবে। শুন বাপধন! উদ্ধব, উদ্ধবের স্ত্রী (নারাণের মা), ও তার ছেলে (নারাণ দাস) পুরুষানুক্রমে এ ভিটায় বসবাস করবে! শ্রীধরশিলা পুরুত মহাশয় বাটী নিয়ে যাবেন। জমির উৎপন্নের সিকি অংশ শ্রীধরের—আর বক্রী বারো আনা উদ্ধবের। স্বীকার কর, তোমরা উদ্ধবকে রক্ষা করবে।

শুনিয়া কপিল হালদারের চোখে জল আসিল। উদ্ধব কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—"তুমি চেরজীবি হয়ে হয়ে থাকবে, কর্ত্তা; আমি বাগ্দীর ছেলে বাড়ী ইমেরত নিয়ে কি করবো? আমায় ছি চরণে ঠাঁই দিও।" এই বলিয়া উদ্ধব কর্ত্তার বিছনার পায়ের দিকে একটু আগু হইয়া বসিল।

সনাতন চোখ মুদিয়া পড়িয়া আছে। কার্ত্তিক, কপিল প্রভৃতি সকলে ভাবিল, ব্রাহ্মণ সমস্ত দিনের ক্লান্তি কষ্টের পর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। প্রদীপ নিবাইয়া, গৃহের বাহিরে গিয়া, তাহারা বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছিল। খোলা জানালার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্না আসিয়া সনাতনের শ্রান্ত মুখের উপর পড়িয়াছে। সনাতন বোধ হয় নিদ্রামগ্ন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। নীল আকাশের গম্বুজের নিম্ন দিয়া একটা শ্বেত হংস শ্রেণী, তাহাদের আকাশ যাত্রার গান করিতে করিতে উড়িয়া গেল। ব্রজেশ্বর মন্দির হইতে একটা সংকীর্ত্তনের দল পথে গাহিয়া যাইতেছে, "হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে"!

রাম রাম শব্দ বোধ হয় সনাতনের তন্দ্রালু কর্ণে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। সনাতনের মনে হইল জ্যোতির্ম্ময় শূন্য হতে কাহারা রমাকে দেখিয়াছে। আলোকের মানুষেরা রমাকে ডাকিতেছে,— রমা—রমা। সনাতন চোখ চাহিল। রক্তবর্ণ, শুষ্ক চক্ষু দুইটা সেই নীরব অন্ধকার গৃহের এদিক ওদিক ঘুরিয়া, খুঁজিতে খুঁজিতে যেন কাহাকে দেখিতে পাইল। তাহার পর সনাতন শয্যায় উঠিয়া বসিয়া, প্রসারিত হস্তদ্বয় শূন্যে তুলিয়া, অলৌকিক হাস্যে চেঁচাইয়া উঠিল—"রমা—রমা—এসেছিস মা?—সুন্দর ছেলে— তোর সুন্দর ছেলে—আলোর ছেলে হয়েছে!—দে—দেগো— একবার আমার কোলে দে"!

ছেলে কোলে নেবার মত হাত দুইটা বুকে মুড়িয়া, সনাতন ধড়াস্ করিয়া পিছনে পড়িয়া গেল। চিৎকার শব্দ শুনিয়া কার্ত্তিক, কপিল, উদ্ধব, বদন সকলেই আলো লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। সনাতন স্থির—উর্দ্ধদৃষ্টি – নিস্পন্দ। সনাতন মরিয়া বাঁচিয়াছে।

সংকীর্ত্তনের দল রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। কার্ত্তিক রায় তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিতে বদনকে পাঠাইল। দল বাটীর

উঠানে উপস্থিত হইলে, কার্ত্তিক রায় বলিল, "দলে যাঁহারা ব্রাহ্মণ আছেন, আসুন"। ব্রাহ্মণেরা দল ছাড়িয়া বারান্দায় আসিলেন। কার্ত্তিক আবার বলিল, "বদন কাছারী থেকে জন চার পাঁচ বাছাই লোক ও গোটা পাঁচেক চাবি তালা নিয়ে আয়।"

বদন ফিরিয়া আসিলে, কপিল পুরোহিত প্রশ্ন করিল, "প্রায়শ্চিত্তাদি হয় নাই, কাল সকালে ভিন্ন কি করে হবে, নায়েব মহাশয়?"

কার্ত্তিকরায়। আপনার কি ইচ্ছা, ব্রাহ্মণ বাশীমড়া হয়। অকৃত অপরাধে বেচারার অতি-প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল। আপনার ব্রাহ্মণীও অন্তঃসত্ত্বা নাকি?

কপিল একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না না সে সব নয়, আমি জিজ্ঞাসা কচ্ছিলুম মুখাগ্নি কে করবে? তার একটা লোক চাই ত?"

কার্ত্তিক। জ্ঞাতিরা না আসেন, আমি করবো। ব্রাহ্মণ, সকল জাতের'ই অগ্নিকর্ত্তা—শ্রাদ্ধাধিকারী, পুরোহিত মহাশয়। বদনা, আমরা বেরুলে সদর অন্দরে চাবি দিবি। তখন সকলে মিলিয়া সনাতনের মৃতদেহ ইচ্ছামতীর তটে লইয়া যায় দেখিয়া, নারাণের মা সনাতনের পা জড়াইয়া ধরিতে গেল। বদন ধমকাইয়া ধাক্কা মারিয়া বলিল, "খবরদার মাগী, বামুন যে!" নারানের মা, আপনার ক্লিষ্ট হীনতায়, অবুঝের মত

কাঁদিয়া বলিল—"বাবা আবার বামুন কি ? চরণের ধূলো নবোনি ?" বাগ্দীর মেয়ে মেজেতে পড়িয়া লুটোপুটী খাইয়া কাঁদিতে লাগিল। গভীর রাত্রি, সেই একটীমাত্র প্রাণফাটা আর্ত্তনাদকে, আপনার বিশাল বক্ষ চিরিয়া, আপনার প্রাণের ভিতর পুতিয়া ফেলিল। যাহার কেহ নাই, যার মেয়ে বেরিয়ে গেছে, যার কুলে কলঙ্ক— তার মরণে বাগ্দীর মেয়ে ভিন্ন কে কাঁদিবে ?

পূর্ব্বদিকে অন্ধকার পাতলা হইয়াছে। কার্ত্তিক রায়, সনাতন গোস্বামীর চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া, মুখ-অগ্নি কবিল। কপিল পুরোহিত মন্ত্র পড়াইল, "কৃত্বাতু দুষ্কৃতং কর্ম্ম—"। কার্ত্তিক মন্ত্র না পড়িয়া বলিল, "এ জন্মে নয়, এ জন্মে এ দুস্কৃত কর্ম্ম করেনি পুরুত মশাই।" কপিল বলিল, "তা হোক, শাস্ত্রবাক্য। এ আর লোকভেদে আলাদা হয় না।" কার্ত্তিক মন্ত্র পড়িয়া বহ্নিদান করিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই চিতাগ্নি, ধুঁয়া জড়াইয়া জড়াইয়া আকাশে উঠিল। সে ধুঁয়ায় প্রদীপ গাঙ্গুলির লালসার কাজল, আবার একবাব নির্ম্মল বিষ্ণুপদে পূতিকলঙ্কের দাগ লাগাইয়া দিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরলোক

পূর্ব্বদিক ফরসা হইয়াছে। কপিল, কার্ত্তিকরায় ও সঙ্গী সাথীরা ঘাটের একপাশে চাতালের উপর বসিয়া আছে। প্রদীপের মা, সিদুর পিসিকে সঙ্গে লইয়া, প্রাতঃস্নান করিতে আসিয়াছেন। সিদুর পিসির নাম "সর্ব্বাণী," লোকে "সর্ব্বঠাকরুণ" বলে ;—প্রদীপের মার অন্নপুষ্টা, অনুগত ছায়া—বুকের চাটনি,—মুখের পান। দুনিয়ায় কোন রসে মুখ বেতার হইলে—সিদুর পিসির কর্ত্তব্য হচ্ছে প্রদীপ-জননীর মুখে সুতার আনিয়া দেওয়া।

ঘাটে নামিতে নামিতে, প্রদীপের মা জিজ্ঞাসা করিলেন—ঠাকুরঝি, ও ঠাকুরঝি! কে বল্ দেখি?

সর্ব্বাণী নাকে কাপড় দিয়া উত্তর করিল, "তাঁইত মেঁজ গিন্নি, কিঁছুই বুঁঝতে পাঁরছি না। এঁই গাঁয়ের বঁলেই ত মনে হঁচ্চে।"

প্রদীপের মা। কেউ কিছু জানলে না, অমনি মারা গেল?

সর্ব্বাণী। ওঁ দিঁদিঁ যাঁর এখানে যেঁমন তাঁর সেঁখানেও তেঁমন। এঁকি তোমার শ্বাশুড়ী, যে সগ্গে না যেতে যেতেই অমনি রাঢ়ে বঙ্গে ঢাকে কাটি প'ড়বে! দুঃখী লোক আড়ে আবডালেই

পাশ কাটিয়ে মরে”। এই কথা বলিয়াই সর্ব্বঠাকুরাণী কপিল পুরুতকে জিজ্ঞাসা করিতে ছুটিল। ফিরিয়া আসিয়া, নাকের কাপড় জোরে টিপিয়া ধরিয়া বলিল—“ওগো। হঁয়েছে হঁয়েছে। সনাতোন গোঁসাই। আঁহা কঁলঙ্কের হাত এড়াল। কাঁলামুখী, শতেক গোঁয়ারী!” সর্ব্বঠাকুরাণীর এই সূর্পনখার মত আওয়াজে হাসি চাপিতে না পারিয়া প্রদীপের মা বলিলেন, “মুখে আগুন তোমার”।

সর্ব্ব। কি কঁরি বঁলো, এমনি চামসে গন্ধ!—বলে, যারা নরকে যায় তাঁদের নাকি অমনি চামসে গন্ধ বেরোঁয। গরীব লোঁক, দিদি—যুবোকাল,—লোভ সামলাতে পারেনি!

প্রদীপের মা। হাঁ, আমাদের দিলীপ সেদিন কি যেন বৌমাকে বলছিল—আমি আড়াল থেকে শুনেছিলেম—কে বল দেখি লোকটা?

সর্ব্ব। ওগো! কলকেতার সেই বড় মুদী না আড়তদার—জানি না বাপু, যে ঐ বাগান বাড়ী কয়েছে, নিয়্বেন্ না নিবারণ কি নাম। দিলীপ বলছিলো, সেই নাকি এক বাস্ক সোণার গয়না দিয়ে নিয়ে গেছে।

প্রদীপের মা। হাঁ,!—এক বাস্ক না আরো কিছু; গল্পের গরু গাছে উঠে!

সর্ব্ব। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই। কলকেতার ঝুটো গিল্টি দু খানা

রাংতা পাত দেখিয়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। তারপর ওরকম নাফানী, ঝাঁপানীদের কিছুই দরকার হয় না, পুরুষ পেলেই হলো। মুদী পাকালীর ক্ষেমতা কি? একি তোমার প্রদীপ—বংশের প্রদীপ—যে কাল সালের পাগড়ী মাথায় দিয়ে, জেলার লাট সাহেব হয়ে বসবে?—ধানে চালে কত হবে, মুদী পাকালীর বুকের পাটা কতটুকু?

প্রদীপের মা। গেলি গেলি তবু যদি একটা বামুনের ছেলের সঙ্গে যেতিস?

সর্ব্ব। তা হলে মাথায় পোড়া ডাঙ্গস খেতে হত না। নরকে শুধু নজরবন্দী থাকলেই চুকে যেত!—"ছিরি বিষ্ণু—ছিরি বিষ্ণু!" সর্ব্বঠাকুরাণী আহ্নিক আরম্ভ করিলেন। প্রদীপের মা স্নান করিয়া, সনাতনের চিতার দিকে পিছন করিয়া বসিয়া, ইষ্ট-আরাধনার কসরৎ করিতেছেন—সূর্য্যোদয় হইল।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের স্ত্রীপুরুষ অনেক লোক সেই কীর্ত্তন-ওয়ালাদের সঙ্গে ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিয়া সিদুরপিসি কাঁদ কাঁদ স্বরে হাঁকিয়া উঠিল, "ভাঁল করে নাম কর্ রে—ভাঁল করে নাম কর্·· বামুন বড়ই গরীব - বড়ই গরীব"!

কার্ত্তিক রায় কট্‌মট্ করিয়া, একবার সেই পুরাতন ঘসা পয়সার মত সর্ব্ব ঠাকুরাণীর মুখের দিকে চাহিলেন। সনাতন—গরীব? সনাতনের লোভ ছিল না। ভায়ে ভায়ে বিবাদ

বাধাইয়া এক পক্ষের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন, সনাতন করিতে পারিত না; সনাতন কখন মিথ্যার সমর্থন করে নাই। সনাতন কলহজীবি ছিল না। কাহারো কলহের সুযোগে, সে দুই পয়সা কখন কামাইবার চেষ্টা পাইত না। সনাতন সুদ খাইত না, পরের দাসত্ব করে নাই—ভিক্ষুকের মত কখন কাহারও সম্মুখে সে আবেদন দরখাস্ত লইয়া দাঁড়ায় নাই। সনাতন গরীব কিসে? মাগীর ত বড় গলা!

ঝন্—ঝন্—ঝনন্, করতালে ঘা দিয়া, "চেততাং"—"চেততাং" খোলে চাঁটী মারিয়া, কীর্ত্তনের দল গান ধরিল।

তোমার জাত গিয়েছে মধুসূদন সবার খেয়েই থাক।
তোমার বামুন চাঁড়াল নাইক আড়াল হাতে দিলেই রাখ।
(রাখ রাখ ব'লে হে!)

তুমি সহজ, সহজ পথে
তুমি নাইক ধারাপাতে,
সুদকসা, আর কালিকসা, তমসুকে আর খতে;—
শুধু আঁখির ধারায়
কাতর হিয়ায়
উদয় হয়ে থাক।
শুধু অধম পাপীর তরে,
তুমি আস এ সংসারে,

তোমার অসৎসঙ্গ, প্রাণ ত্রিভঙ্গ, জন্মে গেল নাক !
যাদের কাঁদার বিচার নাই,
তুমি তাদের আপন ভাই,
কত ন্যায় মীমাংসা ভেসে গেল তোমায় পেলে নাক।
(যারা) না পায় খেতে, না পায় শুতে (যাদের) দাঁড়াতে নাই ঠাঁই,
শুনি তাদের মত আপন তোমার ত্রিভুবনে নাই ;
তুমি সকল ভাবের সার,
তুমি সব অভাবের পার,
কেবল পরের-তরে-ভিক্ষামাগা ভিক্ষা করে থাক।
মুছে কলঙ্কের কাজল,
তাপীর তাপ কর শীতল,
যাদের চন্দ্রস্য্য মুখ দেখে না, তাদের তুমি দেখ।
তুমি মস্ত আড়তদার,
তোমার আনন্দই ব্যাপার,
তোমার আড়ত ঘরে বস্তাপচা কেউত রহে নাক !
তোমার জাত গিয়েছে মধুস্থদন সবার খেয়েই থাক !

কীর্ত্তন চলিতে লাগিল ;—দেখিতে দেখিতে আবালবৃদ্ধবনিতা উন্মত্ত হইয়া তাহাতে যোগ দিল। ধূ ধূ জ্বলন্ত চিতানল প্রদক্ষিণ করিতে করিতে, সে শোকাতীত, লোকাতীত আনন্দ গীতিস্বর ঘুরিয়া ঘুরিয়া উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। নবোদিত সূর্য্য

সহস্র করে তুলিয়া, তাহা আপনার গলায় উপবীত করিয়া রাখিলেন।

দেশশুদ্ধ লোক মেলা ভাঙ্গিয়া কেন ঘাটে আসিতেছে, আর আসিয়াই বা কেন সেই আনন্দ কীর্ত্তনে পাগলের মত নাচিতেছে, কাঁদিতেছে, উঠিতেছে, ছুটিতেছে, সর্ব্বঠাকুরাণী তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না। এ যে স্বর্গমর্ত্তের ঢাকে ঢোলে একেবারে কাটী পড়েছে গা! তারপর, আর একটা দৃশ্য সর্ব্বঠাকুরাণী ও তাহার মনিবনীকে যেন খোঁটা মারিয়া পুতিয়া ফেলিল—নির্ব্বান দত্ত মটরলঞ্চে করিয়া ঘাটের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন।

সর্ব্বঠাকুরাণী প্রদীপের মাকে সঙ্গে করিয়া, আল্‌গোছে আল্‌গোছে ডিঙ্গাইতে ডিঙ্গাইতে, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়া, পাশ কাটিয়া পালাইলেন—কাহারও বস্ত্রের স্পর্শদোষ সন্দেহ হইলেই মাথার উপর নদীর জল ছিটাইতে ছিটাইতে। নির্ব্বাণ দত্ত লঞ্চ্ হইতে নামিয়া দ্বিতলে উঠিলেন। বারান্দায় দাঁড়াইয়া তিনি দেখিলেন, শ্রীবাস-আঙ্গিনার ধূলির মত সনাতনের দরোজার ধূলি গায়ে মাখিতে মাখিতে, গ্রামের ছোটলোকেরা উর্দ্ধশ্বাসে ঘাটের দিকে দৌড়াইতেছে। দেখিয়া নির্ব্বাণ দত্ত ডাকিলেন, "জমাদার?

জমাদার। হুজুর!

নির্ব্বাণ। সামকো কর্ত্তিক রায়কো হামারা প্রণাম দেনা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রায়শ্চিত্ত

স্নানান্তে জলযোগের পর, নির্ব্বাণ ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এবার আমি যাবার পর এখানে কেউ এসেছিল?" একটা মদের বোতলের অর্দ্ধাংশ শূন্য দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল।

ভৃত্য উত্তর করিল, "আজ্ঞে, বাবুদের বাটী বাইনাচের পর, প্রদীপবাবু কাহাকে সঙ্গে লইয়া খানিকক্ষণ এ ঘরে বসেছিলেন; শেষ রাত্রেই চলে যান।"

নির্ব্বাণ। ক জন বাবু সঙ্গে এসেছিল?

ভৃত্য। আজ্ঞে একজন—শুনলেম তিনি বাইজীদের মেয়ে।

নির্ব্বাণ। কত বয়স হবে?

ভৃত্য। আজ্ঞে ভরা বয়েস, ষোল সতের বৎসর হবে।

শুনিয়া নির্ব্বাণ দত্ত একখানা, ছবির এলবামের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই দেখেছিলি?

ভৃত্য। দূর থেকে। সে হিন্দুস্থানীর মেয়ে।

নির্ব্বাণ দত্ত ভ্রুকুঞ্চিত করিলেন, হতে পারে সে রমণী প্রদীপের প্রেমের অপর এক শিখা।

সমস্ত দিন ধরিয়া নির্ব্বাণ দত্ত কেমন স্থির থাকিতে পারিতেছিলেন না। ব্যাপারটা বড়ই রহস্যময় বলিয়া তাঁহার বোধ হইতেছিল। যেন একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকা তাঁহাকে ঘেরিয়া কুণ্ডলি পাকাইতেছে ;—তাঁহাকে জড়াইয়া নয়ত ?

সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করা ভিন্ন সেদিন সমস্ত বৈকালে, তাঁহার আর কোন কায হইল না। সন্ধ্যার পর, স্নানান্তে নির্ব্বাণ দত্ত হলে আসিয়া বসিলেন। অগুরু ধূনার গন্ধে ঘর আমোদিত। নির্ব্বাণ দত্ত অধীর প্রতীক্ষায় ঘড়ির দিকে চাহিতেছিলেন। জমাদার নায়েব কার্ত্তিক রায়কে আনিয়া উপস্থিত করিল।

"আসুন আসুন" বলিয়া নির্ব্বাণ কার্ত্তিক রায়কে একখানা স্বতন্ত্র গালিচায় বসাইলেন। কার্ত্তিক জিজ্ঞাসা করিল আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন ?

নির্ব্বাণ। হাঁ—বলচি। আপনারা ঘাট থেকে ফিরলেন কখন ?

কার্ত্তিক। প্রায় দশটা হবে।

নির্ব্বাণ। কি হয়েছিল ?

কার্ত্তিকরায় ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া বলিল, চোর কে তা জানা গেছে। শুনতে চান ? স্বাক্ষী আপনার বাগান বাটীর একতালায় হাজির ;—বদন পদাতিক।

নির্ব্বাণ। আপনার কথা অপেক্ষা আর স্বাক্ষ্যের অধিক মূল্য নাই। আবশ্যক হইলে এই ঘর খুঁজিলেই যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। সে কথা বল্‌ছি না; আমি বল্‌ছি, যত দূর প্রমাণ পাওয়া গেল, রায় মহাশয়, আপনার জন্যই ব্রাহ্মণ তবু দশ বার ঘণ্টাকাল আরো বেঁচেছিলেন।

কার্ত্তিক। আমার জন্য গোস্বামী বেঁচেছিলেন?—তা জানলে তাকে ছুঁয়ে বসে থাকতেম!

নির্ব্বাণ। হাঁ, আপনার স্নেহ সংস্পর্শে, রায় মহাশয়। আপনি কি ভাবেন চিকিৎসকে রোগ ভাল করে? ভাল করে চিকিৎসকের ঐকান্তিকতা। আমরা স্পর্শমণির সন্ধান করি, ধন্বন্তরির অমৃতভাণ্ড চুরি করতে যাই,—কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে যে চিরযৌবনের, চিরজীবনের সোণার কাটি আছে তাহার কোন খোঁজ খবর রাখি না।

কার্ত্তিক। আমায় রায় মহাশয় বলবেন না! সা—

নির্ব্বাণ। আমি সাহেব নহি, আমায় দত্তজ বলবেন! আপনি জমীদারের নায়েব ছিলেন, রায় মহাশয়,—আজ থেকে জানলেম আপনি ভগবানের ভাণ্ডারী।

কার্ত্তিক। নায়বের কর্ত্তব্য, মহলে বদিয়তীর দণ্ড ব্যবস্থা করা। গোস্বামী কন্যা, 'সাবালিকা', ও বিধবা; অলঙ্কারাদি তার স্বামীদত্ত ধন, পাঁচ রকম ভেবে বুঝলেন এ ক্ষেত্রে চোরের

দণ্ডের সম্ভাবনা অতীব অল্প। এই জন্যই পুলিযে খবর দিইনি দত্তজ মহাশয়। তারপর গোস্বামীরও পরলোক প্রাপ্তি হয়েছে।

নির্ব্বাণ। পুলিযে খবর দেন নাই ভালই করেছন, আপনার কোঁদল, আপনার কেলেঙ্কারী, তৃতীয় পক্ষের দরজায় নিয়ে যেতে নেই! পরকে দিয়ে ঘরের লোককে সাজা দিতে যতই চেষ্টা করবেন, পর ততই আপনার ঘরের, সমাজের, আচারের হর্ত্তাকর্ত্তা হয়ে বসবে। এ দেশের উচ্চ শিক্ষিতের ভিতর রকম চৌদ্দ আনা লোকই যে উকীল, এবং তাঁরা যে দেশের বে-উকীল আদমীকে ভক্ষ্যবস্তু বলে মনে করেন, তাহার কারণ হচ্ছে এই পরের দ্বারে প্রতিকার খুঁজতে যাওয়া। মানুষের সকল অধর্ম্মের—সকল অনাচার অত্যাচারের দণ্ডদাতা আসছে, রায় মহাশয়!—আরো দুই দিন সবুর করুন।

কার্ত্তিক। কে?

নির্ব্বাণ। মনুস্য সমাজের যে রাজা—যে ধৃতরাষ্ট্র, আপনি যাকে বাগ্দী দিয়ে ধরে আনান, থামে বেঁধে জুতো মারেন, জোর করে খাজনা আদায় করেন, ঘাড় ধরে কাছারির বার করে দেন—সেই রায়ত, আসামী, প্রজা।

কার্ত্তিক অবাক হইয়া, নির্ব্বাণ দত্তের মুখপানে চাহিয়া রহিল। নির্ব্বাণ দত্ত বলিলেন "শুনুন রায় মহাশয়, আপনার রায়ত-ধৃতরাষ্ট্রের চোখেও এতদিন পটী বাঁধা ছিল। সে পটী

খুলিবার আর বড় দেরী নাই। সেই মুহূর্ত্তে যে তার সামনে দাঁড়াবে, যার সর্ব্বাঙ্গের উপর তার কৃপাদৃষ্টি পড়বে, সেই লোহার ভীম!—অষ্টবজ্রে তার মৃত্যু নেই জানবেন।

কার্ত্তিক বলিল, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি, দত্তজ মহাশয়, আমি ওসব বুঝিতে পারবো না। তবে আপনি আজ কালের এই নূতন ধুয়া—"স্বদেশী, স্বরাজ" ভেবে, যদি এ সকল কথা বলে থাকেন, তার উত্তরে আমি এই কথামাত্র বলতে পারি, আমি দেশে সদ্ভাব বৃদ্ধির কোন লক্ষণই দেখি না। বরং দিন দিন সেটা অদৃশ্যই হচ্ছে।

নির্ব্বাণ। ধুয়ার ভিতর অনেকটাই যে ভূয়া ও ধূঁয়া তাহা আমি অস্বীকার করিতেছি না। আপনার কথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর, অনেকেরই নিকট স্বদেশ মানে স্বদেশের মানচিত্র, দেশের লোক নহে। ঘরে ভারতবর্ষের মানচিত্র টাঙ্গিয়ে, মোটা কাপড় পরে, প্রাচীন ভারতের দু'একটা মহিম্ন স্তোত্র পড়িলেই, এ দেশের সকল দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব অত্যাচার বাতাসে উড়ে যাবে—বোধ হয় এইরূপই তাঁহাদের বিশ্বাস। এর বেশী কিছু করতে তাঁরা সমর্থ নহেন।

কার্ত্তিক। শুধু খদ্দরে কি হবে? প্রাণে ভরা-ভাদ্দরের মত সে কাণে-কাণ্ ভালবাসা কৈ? সে ঘরদোর কৈ—এ দেশে, "মা," "বাপ," "ভাই," "ভগ্নী," সকল সুবাধই

মরে গেছে। সকলেরই মুখে "নাই" ভিন্ন শব্দ নাই। দুঃখীকে, বিপন্নকে কে স্থান দেয়, দত্তজ মহাশয়? উপার্জ্জন কমে গেলে, ভাই বন্ধু সকলেই সরে দাঁড়ায়, বলে, "ঘায়ে পচ্ ধরলে, আশপাশের মাংস কুঁকড়ে আত্মরক্ষা করে!" কি সুন্দর কৈফিয়ৎ!

নির্ব্বাণ। নিশ্চয়ই! ভাঙ্গা হাত নিয়ে আমি যদি উপবাসী পড়ে থাকি, আর কোন লোক যদি তার পকেটে দুটো টাকা ঝম্ ঝম্ করে; তাতে সে রোজগারী বলে জাহির হবে না। তাতে কেবল তার সয়তানির ইস্তাহারই জারী হবে নায়েব মহাশয়।

কার্ত্তিক। গোলামের মুখে হারামী মাপ ক'রবেন! আমার তেমন পয়সা থাকলে, দত্তজ মহাশয়, আমি আপনার মত লোককে আপনার ভাইয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াতে পারি;—আপনাকে আপনার ফেরারী ভ্রাতুষ্পুত্রের গ্রেপ্তারের গোয়েন্দা বানাইতে পারি। খদ্দর! শুধু খদ্দরে কি ক'রবে,, দত্তজ মহাশয়?

নির্ব্বাণ। বহুত আচ্ছা, রায় মহাশয়! আপনার আপত্তি না থাকলে, আমি আগে একটু আহ্নিকের জোগাড় ক'রতেম।

কার্ত্তিক। আমার কোন আপত্তি নাই।

নির্ব্বাণ। আপনি প্রসাদ করে দিবেন ত?

কার্ত্তিক। ঐটী মাপ করবেন।

ভৃত্য ইঙ্গিত বুঝিয়া সুরাপাত্র পার্শ্বে আনিয়া দিল। নির্ব্বাণ দত্ত, মদ্য পান করিয়া বলিলেন, "বহুত খুব, রায় মহাশয়!—খদ্দরের মানে আপনার পায়ে দাঁড়ান—আপনার লোকের সুখ দুঃখের বকরা লওয়া যে পুরাতন, জাতীয় "আমি" ভেঙ্গে শতখণ্ড হয়েছে, সেই ভগ্নাংশগুলাকে একযোড়ে আবার গড়ে তোলা। ঘড়ীর কাঁটার মত খদ্দর একটা নিদর্শক মাত্র। ঘড়ির ভিতরের কলকবজা না থাকলে, শুধু কাঁটায় কি হবে?

কাৰ্ত্তিক। তবে তা নিয়ে, এত দলাদলি, এত গালাগালি কেন?

নির্ব্বাণ। ঘড়ীর কাঁটা পিছিয়ে দিলে "আজ" যেমন "কাল" হয় না যাত্রার দলেব তিনকড়ি দাস যেমন কাটা পোষাক পরে দশরথ হতে পারে না তেমনি কোন মৃত জাতির আচাব অনুষ্ঠান বা পোষাক নকল করিলেই, মরা জাতিটা পুনরায় বেচে উঠে না। বৌদ্ধ বা তান্ত্রিক যুগে যে বাঙ্গালা ছিল, আপনি আমি কি সেই বাঙ্গালী? সেই কেয়ুর-কঙ্কন-দুকূল-উত্তরীয়-পরিচ্ছদেও কি সে যুগের লোক হতে পারি? বাত ধরে জাত ঠাওর হয়, রায় মহাশয়। কয়জন বাঙ্গালী আজ দু'দণ্ড ধরে খাঁটী বাঙ্গালা কথা কইতে পারে? কয়জন বাঙ্গালী অন্ততঃ চারটে ইংরাজি কথাও না বলে একটা বাক্য শেষ করতে পারে?

কার্ত্তিক। তবে আপনার ধৃতরাষ্ট্র বা জন্মান কেমন করে আর দুষ্টের দমন, দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গই বা করে কে?

নির্ব্বাণ। হাঁপাবেন না রায় মহাশয়, লোক আসচে: বাঙ্গালায় তান্ত্রিক ধর্ম্ম, সহজ ধর্ম্ম গৌরাঙ্গ ধর্ম্ম জন্মেছে, শীঘ্রই এক নূতন অবতার অবতীর্ণ হবেন। এ প্রলয় তরঙ্গ বাঙ্গালীকে যে শৈল চূড়ায় উঠিয়ে দিয়ে আসবে, সে উচ্চতায় মানুষ অদ্যাবধি কখন উঠিতে পারে নাই। বাঙ্গালী এবার, সমস্ত মানবের নূতন স্বর্গযাত্রার সার্থীপাণ্ডা, রায় মহাশয়! কোন্ পতিতার গর্ভে, কোন্ অন্ধকারে তাঁর জন্ম—কোন্ কারাগারে তাঁর "মায়ের বুকে আজো পাথর চাপা" তা বলতে পারলেম না। তবে বেশ বুঝতে পাচ্ছি—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,—কোটী কোটী নর নারীর আর্ত্তনাদে বিরাট নীলিমার বুক ফেটে গেছে! সেই আকাশের ফাটলের ভিতর দিয়ে রক্তমাল্যধর, তড়িদ্বাস, বজ্রায়ুধ—কে জ্যোতির্ময় বাঙ্গালী শোঁ শোঁ করে নেমে আসচে।—আপনি টের পাচ্ছেন না, রায় মহাশয়?—আপনার ভদ্রপুর যে কাঁপচে—দুলচে! কাল সন্ধ্যার পর, আমি আর একবার এই রকম বোধ করেছিলেম!

কার্ত্তিক রায়, স্থির হইয়া খানিকক্ষণ নির্ব্বাণ দত্তের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এইরূপ ছিন্নমস্তা শোণিতছটা, কাল সন্ধ্যায়, সে সনাতনের মুখে দেখিতে পাইয়াছিল।

সনাতনও মৃত্যুকালে, বিকারের ঝোঁকে এক আলোর ছেলে কোলে করিয়া প্রলাপ বকিয়াছিল। কার্ত্তিকের কেমন ভয় করিতে লাগিল। অতি সতর্ক ভাবে সে ঘরের চারিধারে দুই একবার চোখ বুলাইয়া লইল। কথাগুলা বড় খারাপ রকমের। কি জানি কেহ শুনিয়া যদি তাহাকে ফেরে ফেলিয়া দেয়।

নির্ব্বাণ দত্ত, পূর্ণপাত্র নিঃশেষ করিয়া, আবার বলিলেন, "আমি আপনাকে ডেকেছিলেম, রায় মহাশয়, গোস্বামী কন্যার সন্ধানের জন্য। কি উপায়ে সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, এই খাতার প্রথম দুইখানা পৃষ্ঠায় তাহার বিশদ বিবরণ দেখতে পাবেন। আমি অন্ততঃ দুই বৎসরের জন্য ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাচ্ছি। আমার কলিকাতার ঠিকানা এই কাগজে লেখা আছে। এ সকলের খরচপত্রের জন্য আমি আপনার নিকট একখানা নোট রাখিয়া যাইতেছি—

কার্ত্তিক। রমার সন্ধানের জন্য আপনি অর্থব্যয় করবেন কেন?

নির্ব্বাণ। প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, রায় মহাশয়! আমি শুনেছিলাম, প্রদীপ এ গ্রামের কোন যুবতী বিধবার সর্ব্বনাশ ক'চ্ছে। প্রদীপের মুখেই আমি একথা শুনি। ঘাতকের যে-পাপ, আর ঘাতকের অভিসন্ধি জেনেও যে প্রকাশ না করে,

তারও সেই পাপ হয়! আমার মহাপাতক হয়েছে সন্দেহ নাই; তবে আমি জানতেম না যে প্রদীপ রমাকে নরকে নিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় কথা, গাঙ্গুলীদের প্ররোচনায়, আপনার জমিদার যদি কোনরূপ অসন্তোষ বা অশ্রদ্ধার ব্যবহার আপনার সঙ্গে করেন তাহলে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মত্যাগ করে, কলিকাতায় আমার ঠিকানায় চলে যাবেন। কাযের লোককে কায খুঁজছে জানবেন। রাত্রি হয়েছে, বিশ্রাম করুন, বাটী যান, গত দিন রাত্রি আপনার বড়ই কষ্টে কেটেছে। আমি প্রত্যুষেই চলে যাব। প্রণাম!

কার্ত্তিক উঠিয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে অনেকবার তাহার সন্দেহ হইয়াছিল, নির্ব্বাণ দত্ত, মানুষ না অন্য কিছু।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দীক্ষা ও বিসর্জ্জন

কার্ত্তিক রায় কাছারীতে বসিয়া পূর্ব্বরাত্রের নির্ব্বান দত্তের সেই সকল কাগজ পত্র দেখিতেছিল। খাম হইতে কাগজ টানিয়া বাহির করিতে, সেই নোটখানা দপ্তরের ফরাসের উপর পড়িয়া গেল। মুহুরি মতি মল্লিক চালান সহি করাইতে যাইবার সময় তাহা দেখিতে পাইয়াছিল। কার্ত্তিক নোটখানা কুড়াইয়া বাক্সে তুলিল। তাহা দেখিয়া, মতি মুহুরীর ওষ্ঠাধর কিন্তু, একেবারে শুকরতুণ্ডের মত হইয়া গেল।

কার্ত্তিক রায়, কাগজখানা আগাগোড়া পড়িয়া, নোট সমেত আবার খামে পুরিয়া, খুব খানিকটা চুপ্ করিয়া বসিয়া আছে; ডাকওয়ালা আসিয়া একখানা চিঠি দিয়া গেল। পত্রখানা পুষ্পপুর হ'তে অনন্তরায় লিখিয়াছেন। কার্ত্তিক রায় চিঠি পড়িল—

কল্যাণবরেষু

আশীর্ব্বাদ পুরঃসর বিজ্ঞাপনমিদং—

তোমার পত্রে বিশেষ তত্ত্ব অবগত হইলাম। কেবল ইংরাজি শিক্ষার যে আমি কেন বিরোধী ছিলাম, লিখিয়াছ, এত দিনে

তুমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছ ;—ভাল কথা। ইংরাজের আচার, ইংরাজের সমাজ, ইংরাজের বিবাহ পদ্ধতি, ইংরাজেরই ভাল— যেমন গাছ তেমনি বাকল। আমাদের দেশের যুবকেরা কিন্তু, দিনরাত ইংরাজি কাব্য, ইংরাজি নাটক পড়িয়া, সেই সকল পদ্ধতির, সেই সকল আচারের পক্ষপাতী হয়েছেন। আমাদের দেশের এতদিনের পুরাতন রীতিগুলির স্বাপক্ষ্যে কোন উকিল পাওয়া যায় না। সুতরাং পাদরীরা আমাদের যে সকল সামাজিক বিধানগুলি দুষ্ট বা কুসংস্কারপূর্ণ বলেন, আমাদের যুবকেরা অমনি "তথাস্তু" বলিয়া, তৎ তৎ প্রথা নিবারণার্থে গ্রামে গ্রামে সভা সমিতি বসাইয়া দেন, ঘরে বাহিরে সেগুলির নিন্দাবাদ করেন। ফল কথা, আজকালের দিনে এদেশের সমাজ সংস্কার অর্থে বিলাতী ছাচে বাঙ্গালীর সমাজকে গঠিবার চেষ্টা।

লিখিয়াছ, তুমি শ্রীমতী বধুমাতার অনুসন্ধান করিতেছ। অনুসন্ধান নিষ্প্রোয়জন। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। এ দুর্ঘটনার জন্য, আমরা বৃদ্ধ লোক বৈদেশিক শিক্ষাকেই দায়ী করি। তাই এত কথা লিখিলাম। ইতি—

ভবদীয় শুভানুধ্যায়িনঃ

শ্রীঅনন্তরাম শর্ম্মণঃ।

এ দেশের সবই মন্দ? বাঙ্গালীর মত ঢাক ঘাড়ে করিয়া আপনার হীনতার গাজন অন্য কোন জাতিকে ত বাজাইতে শুনা যায় না! কার্ত্তিকের প্রাণে একটা খটকা লাগিল। ক্ষত্রিয়ের বাহুবল যখন এদেশকে রক্ষা করিতে পারে নাই, তখন ব্রাহ্মণকে একটু খাট ডোরীতে ধর্ম্মশাস্ত্রের পুঁথি বাঁধিতে হইয়াছিল, স্বীকার করি। না হলে এ জাতির স্বাতন্ত্র থাকিত না। তাই বলিয়া?—যাক্ কাত্তিক—ছেড়ে দাও, পরে দেখা যাবে। নজর পালটাতে "ওজরের" অভাব হয় না।

কার্ত্তিক এ চিঠি মুড়িয়াও বাক্সে রাখিল। সনাতনের কন্যা হরণে তাঁহার এত রাগ কেন, এত অপমান-অত্যাচার বোধ কেন? তাহার একটা যুক্তিযুক্ত কারণ সে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কাল রাত্রি হইতে কিন্তু কার্ত্তিকের বড় অশান্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেখানে যেই উৎপীড়ন করুক না, কার্ত্তিক যেন সম্মুখে পাইলে, লোহার ভীমের মত, তাহাকে চূর্ণ করিয়া দিতে পারে। নির্ব্বাণ দত্তের সংস্রবে কি এমনটা হয়?

কার্ত্তিক রায় এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিতেছে, দিলীপ গাঙ্গুলী আসিয়া তাহার কাছারী গৃহে প্রবেশ করিল। কার্ত্তিকের সর্ব্বাঙ্গের ভিতর চমকাইয়া উঠিল। আকাশ হইতে কৃষ্ণ সর্প পড়িলে সে এত শিহরিয়া উঠিত না।

ঘরে ঢুকিয়া দিলীপ, বারকতক "মতিলাল" "মতিলাল" বলিয়া গর্ব্বিত স্বরে চিৎকার করিল। মতিলাল হাজির হইলে দিলীপ বলিল, "বড় বাবুর হুকুম, মফঃস্বল থেকে টাকা ইরসাল হলেই, খাজাঞ্চিখানায় আমানৎ করে আসবে। হাজার দু হাজার টাকা কাছারিতে ফেলে রাখবার কোন দরকার নেই।"

কার্ত্তিক রায় অতিকষ্টে ওষ্ঠাধর চাপিয়া সম্মুখের দেয়ালের পানে চাহিয়া রহিল। দিলীপ ধীরে ধীরে তাহার পিছনে আসিয়া বলিল, 'টাকাটা আমায় দিতে হবে'। কার্ত্তিক রায় সম্মুখের দেয়ালে দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে? কিসের টাকা?" দিলীপ একটু থতমত খাইল। কাছারির অন্যান্য পাইক পদাতিক ঘরে ঢুকিল দেখিয়া কার্ত্তিক রায় আবার গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের টাকা, কে চায়?"

দিলীপ। নায়েব গোমস্তাকে কৈফিয়ৎ দিতে আসি নাই। আমি জমিদারের ক্ষমতা প্রাপ্ত উকিল। টাকা? জমীদারের টাকা—সরকারের প্রাপ্য টাকা—সনাতনের বাটীতে যা পাওয়া গিয়াছে। কার্ত্তিকের আর আত্মসংযম রহিল না। কার্ত্তিক বলিল, যারা হাসিমুখে ব্রহ্মহত্যা করতে পারে, ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব শোষণ করতে পারে, তাদের ভাইবর্গ অপরকে চোর বলে?—বড় মজার কথা! সরকার হোক, বেসরকার হোক, যদি কারুর টাকা আমার কাছে থাকে, সে এসে নিয়ে যাক।

তাহাতে কাহার আপত্তি? ব্যাপার শেষ হয়ে যায়নি, অনেক দূর গড়াবে। তুমি জান না রমাকে কে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে? তুমি জানতে না কে তার গর্ভস্থ সন্তানের পিতা? ব্রজেশ্বর মন্দিরে বড় সাফাই গেয়েছিলে, গাঙ্গুলি। বলো তোমার বাবুকে, জমীদারকে, কার্ত্তিক রায় কদাচারীর সংস্রবে থাকে না। আমার হাতে এই হাজার টাকার নোট আছে, ক্ষমতা থাকে কেড়ে নাও। মনে রেখো, তুমি আমায় সমস্ত কাছারির সম্মুখে চোর বলেছ। কথাটা ভুলে যেওনা গিলে ফেলো না।"

দিলীপ গাঙ্গুলি আপনার হটকারিতার জন্য মনে মনে পস্তাইতে লাগিল। কিন্তু আদালতে এক মিথ্যা বাহানা না টিকিলে, অপর এক মিথ্যার গলিপথে নিমেষে কেমন করিয়া ঢুকিয়া পড়িতে হয়, সে বিষয়ে তাহার বিশেষ কসরৎ ছিল। দিলীপ বলিল, "ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে এ বিষয়ে কাল বিশেষ পরামর্শ করবো, বাটপাড়, বদমায়েসের শাসন দরকার। কার্ত্তিক রায় এবার রাগ করিল না, বরং খুব শান্ত শিষ্ট ভাবে বলিল— "তুমি ছেলে মানুষ দিলীপ, দুখানা ইংরাজি বই না হয় পড়ে ফেলেছ। মানুষের বেশী ভয়ের সামগ্রী মানুষের নিজের প্রকৃতি। যার নিজের প্রকৃতির বা আপনার কোন অংশের উপরও এতটুকু অবিশ্বাস আছে, তারই জগতে ভয়ের কারণ আছে। লোভ

·হোক, মোহ হোক লালসা হোক, যার প্রাণটা যত পলকা তার জগতে তত ভয়, তত শঙ্কা, দিলীপ। জুজু, জেল, জজ ম্যাজিষ্ট্রেটকে সে তত ভয় করে। বাতাসে চোঁপ বসে না দিলীপ। জাল জুয়াচুরির কালি না মেখে, আকাশের মত হয়ো। কিসের জন্য কলহ-বৃত্তি হয়েচো? দেশের লোক কবে কে ঝগড়া করবে, মামলা করবে, আর তুমি তাহাতে দুটা পয়সা পাবে, এই রকম ধারণায় দেশ বাসীকে ভক্ষ্য বস্তুর মত দেখতে শিখেছ। কোন্ ঐশ্বর্য্য কোন্ বৈভবের জন্য এমনটা কর? ঐশ্বর্য্য অর্থে ঈশ্বরের ভাব। বিশ্ব যাঁহার বশবর্ত্তী, তাঁহার ভাবকে বৈভব বলে। টাকা পয়সা জমিজমা, তালুক-মুলুক ঐশ্বর্য্য নয়, সেগুলা তোমার জীবন্ত কবর! তোমার জমিদার বাবুর কাছে যাও এই সব কথা বলোগে—বলো কাত্তিক রায় ভয়কে ভয় দেখাতে শিখেছে। এই বলিয়া বাক্স সিন্দুকে চাবি বন্ধ করিয়া কাত্তিক রায় কাছারী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। গন্তব্য স্থান তাহার নির্ব্বাণ দত্তের বাগানবাটী।

কাত্তিক রায় যখন বাগান বাটী গিয়া পৌঁছাইল, নির্ব্বাণ দত্ত তখন লঞ্চে উঠিবার আয়োজন করিতেছেন। হঠাৎ কাত্তিক রায়কে দেখিয়া নির্ব্বাণ বলিলেন, প্রণাম রায় মহাশয়, কি খবর?

কাত্তিক—আমি জমিদারের চাকরী ত্যাগ করেছি, আপনার সেই নোটখানা দেখে, আমি তাঁহার টাকা চুরি করেছি এই বিশ্বাসে উকিল দিলীপ গাঙ্গুলিকে তিনি তদন্ত করতে পাঠিয়েছিলেন।

নির্ব্বাণ। বটে—বটে! এ বিশ্বের বেপাড়া থেকে বামুনের পূর্ব্বপুরুষ অনেকবার অনেক রকম আগুন চুরি করে এনেছে, শুনেছি। তবে, যার বাপ আগুন চুরি করে তার ছেলে যে বেগুন চুরি কর্ত্তে পারে না, এমনটাও নয়। তা বেশ, বেশ হয়েছে।" তাহার পর একখানা মুদ্রিত পুস্তক বাহির করিয়া নির্ব্বাণ দত্ত বলিলেন, "আমাদের ব্যবসার কায হিসাবে, চাকলা বা মোকাম আছে! এই বই-এ সমস্ত খবর পাবেন। যদি পোড়াশোল বা আনন্দপুরের মত, কোন কায এখানে করিতে পারেন বুঝেন, তাহা করিবেন। কলিকাতায় পত্র লিখিলেই দরকার মত লোক ও টাকা এসে পৌঁছাবে। প্রণাম—এখন আমি চলিলাম" নির্ব্বাণ দত্ত চলিয়া গেলেন।

আহারাদির পর, সমস্ত মধ্যাহ্ন ধরিয়া কার্ত্তিক রায় সেই ছাপান কেতাবখানা আগাগোড়া অনেকবার পাঠ করিল। পড়িতে পড়িতে, অনেকবার 'সাবাস্', 'দেবতা', "এত সহজ" প্রভৃতি শব্দ গুলা তাহার রুদ্ধশ্বাস মনঃসংযোগ ভাঙ্গিয়া বাহির হইতেছিল। পাঠ সমাপনান্তে উদ্ধবকে ডাকিয়া, অপরাহ্নে কার্ত্তিক রায় জিজ্ঞাসা করিল, "উদ্ধব, নিঋতি গ্রাম চিনিস্?"

উদ্ধব। 'এজ্ঞে! কজনই বা আছে? গাঁ ত বাঘজঙ্গল!

কার্ত্তিক। গ্রামে যে কজন আছে আমার সঙ্গে কাল সকালে একবার দেখা করতে বলে আয় দেখি?

উদ্ধব। এজ্ঞে, আজ সঁঞ্জে বেলা হবেনি, গাঁয়ে ঢোকা যাবেনি।

কার্ত্তিক। তবে কাল সকালে যাস্।

"যে এজ্ঞে" বলিয়া, উদ্ধব চলিয়া গেল। কার্ত্তিক রায় জমিদার শচীপতি বসুর বাটীর দিকে বাহির হইল।

জমিদার বাটীর গৃহে গৃহে সন্ধ্যার প্রদীপ হাসিয়া উঠিল। শচীপতি, খানিকটা রুক্ষ, খানিকটা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'এই যে রায় মহাশয়, খবর কি'?

কার্ত্তিক। মঙ্গল। আমি আপনার চাবি ও চাকরী দুই ফিরিয়ে দিতে এসেছি।

শচীপতি। এতদিন এ সংসারে চাকরী করছেন, হঠাৎ এ কথাটা মুখে বেরুল, রায় মশায়?

কার্ত্তিক। মানুষের বাচ্ছা, বঞ্চনার দুধেই প্রতিপালিত হয়, বোসজা ম'শায়! বাছুরের মুখ মেরে, আমরা নিজের বাছকাচকে খাওয়াই। দুধ ফুরুলেই গরুটা কষাইকে দিই। কাজেই বঞ্চনা নেমকহারামীটা, অতি শৈশব থেকেই আমাদের দেহের ধাতুতে ধাতুতে ঢুকে পড়ে।

বাবুদের পুরোহিত, রাখাল ভট্টাচার্য্য, শচীপতির পিছন হইতে বলিয়া উঠিল, "ঝগড়া রাগের কথা নয়, হচ্চে একটা পরামর্শের কথা।"

কার্ত্তিক। আগে বড়লোকের সভায় যুক্তিদাতা ছিলেন

সঞ্চয়, এখন উপদেষ্টার সঞ্চয় বুঝে, তবে রাজা ভূস্বামীরা পরামর্শ নিয়ে থাকেন। আমি গরীব লোক, ভট্টাচার্য্য মহাশয়!

রাখাল। আচ্ছা তাই নয় স্বীকার কল্লেম। কিন্তু কাল যাকে হুজুর বলে ডেকেছি আজ তাকে বাবুটা পর্য্যন্ত না বলা, সেটা সৌজন্যের কাজ কি?

কার্ত্তিক। শোন ভটচায্! ব্রাহ্মণ, যে দিন অগণ্য সৌর বিশ্বের মালা খুলে নিয়ে, ভগবানের বিরাট বক্ষে কৌস্তুভ হীরা পরিয়েছে, সেইদিন থেকেই কয়লা পাথর, মণি মুক্তার দাম বাড়তে চলেছে। মানুষের বুকের ভিতর অনন্তের সহস্র ফণায়, যে উজ্জ্বল মণিরত্ন আছে—রস, প্রীতি, স্নেহ, ভক্তি, দয়া, শ্রদ্ধা—সে সকল রত্নই, আজ, মূল্যহীন। সেইদিন থেকেই তোমার "তুমি" অপেক্ষা তোমার জমীর দর বেশী। তোমার খাঁটী স্ব এর কদর নাই, তোমার পার্থিব সর্ব্বস্বের (টাকা কড়ির) আদর। এই ধনের মর্য্যাদা বজায় রাখবার জন্যে মানুষের ভিতর কত রকম জাতি, কত রকম শ্রেণী, কত রকম উপাধির সৃষ্টি হয়েছে! অমুক রাজা, অমুক জমিদার, অমুক শেঠ, অমুক বাবু। আজ গ্রহে গ্রহে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে, জীবনের নূতন কুটুম্বিতা জেগে উঠেছে। কোন্ দিন বা পৃথিবীর মানুষ, মাটীর ছেলে, সূর্য্যে গিয়ে তপতীর কন্যা বিবাহ করে আনে! নরকের ডাল-কুত্তার মত, অনেক লড়াই, অনেক রক্তস্রোত, অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট এই রাজাবাবু-সেটজীর দল, বন্যার মত, সংসারে বহিয়ে দেছেন।

একটু থাম, ভটচায্; রক্তের দাগটা একটু মিলাতে দাও। আবার একটু খাঁটী ব্রাহ্মণ হতে চেষ্টা ক'রো—তোমার যে ব্রাহ্মণ, কুকুরে চণ্ডালে, পঞ্চমে পাবকে একই ভগবানকে দেখতে পেতেন। ওই যে দুর্গন্ধ-ভার কাঁধে, হাড়ি প্রত্যূষে পথের একপাশ দিয়ে যায়, আর তুমি নাকে কাপড় দিয়ে, বিশ হাত তফাতে লাফিয়ে পড়, ওর ঐ হীনতা তুমি ছাড়া আর কেউ করেছে কি?—নিজের আয়েসে, নিজের কোলে ঝোল টানায় এত অন্ধ হয়েছিলে যে, একবারো ওর ঐ নিরূপায় দৈন্যটা দেখতে পাওনি। কখন একবার ভেবেও দেখনি, মানুষকে দিয়ে ও কাজটা না করিয়ে অন্য আর কি রকমে করান যেতে পারে। বাবুর বাটীর নাচের পর, নর্ত্তকীদের বসবার স্থানটা সেদিন গোবরজল দিয়ে ধুইয়েছিলে! কখন ভেবে দেখেছ কি ও অপবিত্রতার স্রষ্টা কে?—বেশ্যা কে তৈয়ারী করেছে? ব্রাহ্মণ কখন মোসাহেব ছিল না, ভটচায! যদি বাঁচতে চাও, বাবু বলা ভুলে যাও। খেতাব উপাধির আর দিন নাই! জীবনের ভিতর আর বাটোয়ারা প্রাচীর চলবে না! ভগবৎ ইচ্ছা বলে সমাজে আর নরক রাখা হবে না। 'হক্-নামের' আর বদনাম করো না!

বলিতে বলিতে, জ্বলন্ত পর্ব্বতের মত, কাল বৈশাখী ঝড়ের মত, কার্ত্তিক রায় চাবির তোড়াটা ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। রাখাল ভট্টাচার্য্য আপশোষে বলিল, "লোকটা পাগল হয়ে গেল।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

উদ্ধব সংবাদ

পরদিন সূর্য্যোদয়ে, উদ্ধব, লাঠী বগলে, নিঋতি গ্রামের পথ খুঁজিতেছিল। যিনি সে গ্রামের নিঋতি নাম দিয়াছিলেন, তিনি ভবিষ্যদ্বক্তা সন্দেহ নাই। নিঋতি রাক্ষসীর মত, গ্রামখানি তাহার সকল অধিবাসীকেই উদরস্থ করিয়াছিল! ১৮৬৫ সনের ম্যালেরিয়ার মড়কে গ্রাম উজাড় হইয়া যায়। মানুষ মরিল, গরু বাছুর মরিল। যাহারা মরিল না, তাহারা অন্যত্র পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিল। মৃতের সংস্কার হইল না। বাঘ নেকড়ে, শৃগাল শকুনি আসিয়া, রাশি রাশি শবদেহে পুষ্টদেহ হইল! আশপাশের গ্রামে প্রবাদ উঠিল, ভাঙ্গা ঘরের "দিরায়" বসিয়া ভূতপ্রেত দিনের বেলায় মজলিস করিয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে গ্রামে, বাহিরের লোক পর্য্যন্ত আসা বন্ধ করিল। নিঋতির ভিতর দিয়া পথিকেও হাঁটিল না।

বড় বড় পাকা বাটী, শিবমন্দির, ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ইটের ঢিপি হইল। দীঘি পুষ্করিণী মজিয়া বুজিয়া দামে ভরিয়া গেল। কুমীর

আসিয়া জঙ্গলে বাস করিতে লাগিল। খালের কূল হইতে আরম্ভ করিয়া, বরুণ, বট, অশ্বত্থের বন সমস্ত গ্রামকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। কেবল জমিদারের সেরেস্তায়, কাগজ পত্রে নাম রহিল, মৌজা নিঋতি বা নিরীটি।

বনের প্রান্ত হইতে রশি দুই জমি পর্য্যন্ত, উদ্ধব, জঙ্গলের ভিতর একটু পথের চিহ্ন দেখিতে পাইল। শরশয্যায় ভীষ্মেরমত, সূর্য্যরশ্মি-বিদ্ধ মৃত্যুগন্ধি অন্ধকারে, তাহার গাটা যেন ছমছম্ করিয়া উঠিতেছিল। বগলে লাঠীগাছটা একটু জোরে চাপিয়া ধরিয়া সেই জঙ্গল-সুরঙ্গ পথে উদ্ধব চলিল। রায় মহাশয় বলিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মণের কথা মিথ্যা হয় না। রায় মহাশয় আছেন, ভয় কি?

উদ্ধব চলিল গাছের ডালপালা সরাইয়া, গুঁড়ি ভাঁওরাইয়া পাতা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে, উদ্ধব চলিল! আর কিন্তু পথ নাই, জমাট প্রাচীরের মত ঘন বেত বন। উদ্ধব দাঁড়াইয়া বলিল "লিয্যস্।"

উদ্ধব ফিরিল। যে পথ দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, জঙ্গলের সেই পথ দিয়া ফিরিতে ফিরিতে উদ্ধব দেখিল, দুইটা প্রকাণ্ডদেহ কুক্কুর একখানা উচ্ছিষ্ট কদলীপত্র লইয়া কলহের উপক্রম করিতেছে। বগলের লাঠী নিমেষে বাগাইয়া ধরিয়া, বাগ্দী উদ্ধব সারমেয় যুগ্মের যুদ্ধ বন্ধ করিল। কুক্কুরদ্বয় বনের ভিতর

ডাকিতে ডাকিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইল ; গুঁড়ি মারিয়া, পাশ কাটাইয়া উদ্ধবও পিছু পিছু চলিল। কিছুদূর গিয়া উদ্ধব আবার দাঁড়াইল, আবার বলিল, "লিয্যস্ !—লিয্যস্—বাড়ী" !

কুক্কুরের ডাকে একজন লোক আসিয়া বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। উদ্ধবের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"কি চাও ? খোঁজ কারে" ? উদ্ধব ভুমে লাঠী রাখিয়া, দণ্ডবৎ করিয়া, একমুখ হাসিয়া বলিল,—লিয্যস বলেছিলুম, এদিকে বাটী বসৎ আছে, বামুন বাটী আছে—রায় মুশুই মিথ্যের লোক লয় !

উদ্ধবের সারল্যে ও সত্যস্থত সাহসে, ব্রাহ্মণের সন্দেহের বদলে সদ্ভাবের আবির্ভাব হইল। অনেকদিন মনুষ্য সংশ্রবের বাহিরে থাকিলে, মানুষকে দেখিয়া, মানুষের কথা শুনিয়া কাণে প্রাণে যেরূপ স্বর্গের সেতার ঝঙ্কার দিয়া উঠে, এ ব্যক্তির বোধ হয়, সেইরূপ কিছু বুকের ভিতর বাজিয়া উঠিয়া থাকিবে। উদ্ধবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, বসিতে বলিয়া, তিনি ডাকিলেন—"অম্বরিষ, জলেশ্বর, ঝড়ু—এ দিকে এস্—দেখবে এস্।

অম্বরিষ, জল, ঝড়, তিনজনে আসিয়া, দূর হইতে উঁকী মারিয়া দেখিল। উদ্ধব তখন কোমরের গামছা খুলিয়া, ছিলিম, খর্‌সান্, দিয়াশালাই বাহির করিয়া ধূমপানের উদ্যোগ করিতেছে। উদ্ধবের সেই কুছ-পরোয়া-নেই ভাবে যুবকত্রয়

কতকটা আনন্দিত হইলেও, আশ্বস্ত হইতে পারিল না। অম্বরিষ জিজ্ঞাসা করিল, এ কে যজ্ঞপতি, এবার ঝড়, না জলের পালা? যজ্ঞপতি সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া উদ্ধবকে বলিল, "তামাক খাবে?—বেশ! তাহার পর সাথীদের বলিল, এখনো পালা স্থির করবার প্রয়োজন হয় নি!

ইতিমধ্যে তামাকু সাজিয়া, কয়লা ধরাইয়া ধূমপান করিতে করিতে উদ্ধব বলিল—রায় মশাই—নায়েব মশাই আপনাদের ডেকেছেন—বিশেষ কোন কথা আছে। আমি পথ পাইনি, ফিরে যাচ্ছিনু, জানলে?—দৈবির প্যাঁচে এস্‌তে পেরেছি। রায় মুশুই বাবুদের কায ছাড়ান দিয়েছে, এখন লিব্বেণ দত্তের ম্যানেজার।

যজ্ঞপতি নামধারী জিজ্ঞাসা করিল—"নির্ব্বাণ দত্ত?" উদ্ধব বলিল "হাঁ তেনাই বটে। আমায় বল্লে হাড়ীদের খবর দিস্, তা কোথায় হেথা হাড়ীরা? এ ত সব বামুনের বাড়ী। ব্রাহ্মণবেশী চারিজন মুখ চাওয়া চায়ি করিল। যজ্ঞপতি উত্তর দিল—"হাঁ হাড়ীরা আমাদের দলে নেয় নি"!

উদ্ধব হাসিয়া বলিল—"লিয্যস! ওই যে বলে ধোপা পাড়ায় বামুন এক ঘোরে।" আবার খানিকক্ষণ ধূম পান করিয়া বলিল—"ইস্! আর বসবোলি!" যজ্ঞপতি বলিল, "বেলা হয়েছে, স্নান কর, প্রসাদ পেয়ে যাবে এখন!" উদ্ধব বলিল,

"তা হবেনি, ঘরে গরু বাছুর ঠায় শুকুবে। আর কি সেদিন আছে। কত্তা আছে, না তাঁনার মেয়ে আছে? না, তা হবেনি উঠি· তোমরা আপনারা একটু সকাল করে যাবে, আমি রায় মশাইকে বলবো।

উদ্ধব আবার লাঠী বগলে করিয়া, ভূঁয়ে মাথা ঠুকিয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যায় সনাতনের দেউড়ীতে বসিয়া কার্ত্তিক রায় নির্ব্বাণ দত্তের সেই বইখানা পড়িতেছিল—ভাবিতেছিল আর পড়িতেছিল, "এ দেশের দুর্ব্বাবনে মুক্তা ছড়ান আছে,—গাছে গাছে, পক্ষীর মত, লক্ষ্মীর বাসা—পর্ব্বতে পর্ব্বতে কুবেরের ভাণ্ডার পোতা আছে। এদেশের ওষধিতে অমৃতের সাগর বহে যায়, ঝরনায় ঝরনায় মহাশক্তি স্নান করে, বর্ষার বর্ষায় দিগ্‌গজেরা সপ্তসিন্ধুর জল, স্বর্ণ কলসে ভরিয়া, কমলার মাথায় ঢালিয়া দেয়। সকল দেশের লোক সুখ খুঁজে। এদেশে, সুখ আসিয়া মানুষের ঘরে সাধিয়া বাস করিতে চায়। সে পায় না কেবল জাগ্রতের অভিবাদন। সে শুনে না কেবল জাগ্রতের আমন্ত্রণ—দৈন্যের সঙ্ঘবদ্ধ মুক্তি-ইচ্ছা।

কার্ত্তিক রায় পড়িয়া যাইতেছিল, হঠাৎ উদ্ধবকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি খবর, উদ্ধব?" উদ্ধব বলিল—"এজ্ঞে এস্‌তেছে—লিয্যাস এস্‌তেছে। শুনিয়া কার্ত্তিক রায় উঠিবার

উদ্যোগ করিতে না করিতে—যজ্ঞপতি জলেশ্বর প্রভৃতি তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "নমস্কার রায় মহাশয়। আপনার হুকুম শুনে আমরা এসেছি।

কার্ত্তিক। আস্‌তে আজ্ঞা হয়। আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করা হয়েছে। বসুন, বসুন, অনেকটা পথ এসেছেন, ক্লেশ হয়েছে।

যজ্ঞপতির দল উপবেশন করিলে. কার্ত্তিক রায় বলিল, আমি এই বইখানা পড়ে আপনাদের গ্রামের পাঁচজন মাতব্বর লোকের সঙ্গে পরামর্শ করতে ইচ্ছা করি। শুনিলাম গ্রাম প্রায় জনশূন্য হয়েছে। যেমন ছিল তেমনটি করবার সংকল্পেই আপনাদের এত ক্লেশ দিয়েছি। আপনারা কোন বাটীর?

যজ্ঞপতি। মধুসূদন রায়ের ভদ্রাসনে আমরা থাকি! আমরা এদেশের লোক নই।

কার্ত্তিক। আপনারা কি সে বাটীর দৌহিত্র, মাতামহ আশ্রমে বাস করেন?

জলেশ্বর। মধুসূদনের দুই কন্যা, ধরিত্রী ও গায়ত্রী। দূর সম্পর্কে আমরা তাঁদের বংশধর।

ঝড়েশ্বর। স্পষ্ট বুঝা যায়, আপনি নিঋতি মৌজায় কখন যান নাই। আমাদের কথা কার মুখে শুনলেন?

কার্ত্তিক। আমি কাহারো মুখে বিশেষ এমন শুনি নাই। নির্ব্বাণ দত্তের এই বইখানা খুলিবামাত্রই, আমার কেমন ঐ গ্রামের নামটী আপনা আপনি মনে পড়েছিল। উদ্ধবকে জিজ্ঞাসায় বুঝলেম, ঐ গ্রামে তাহার পূর্ব্বপুরুষেরা বাস করত। মহামারীর ভয়ে তাহার পিতামহ এই ভদ্রপুরে পালিয়ে আসে।

ঝড়েশ্বর। নির্ব্বাণ দত্ত নিজে আপনাকে এই বই দিয়েছেন, না আপনি অন্য কোন লোকের নিকট পেয়েছেন?—তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় কত দিনের?

কার্ত্তিক। তিনিই আমাকে দিয়েছেন, পরিচয় অনেক দিনের না হলেও, পরিচয়টা খুব পাকা রকমের।

অম্বরেশ। বই পড়ে কি বুঝলেন?

কার্ত্তিক। বাঙ্গালী মনে কাঙ্গাল; তাই ধনে কাঙ্গাল, ধনে কাঙাল বলেই ধর্ম্মে কাঙাল, তাই সকল ঠাঁই তার কুত্তার নাকাল।

যজ্ঞপতি। ঠিক অর্থই পেয়েছেন। মানুষ অন্নে স্বাধীন না হলে, মর্ম্মে স্বাধীন হয় না; মর্ম্মে স্বাধীন না হলে, কর্ম্মে স্বাধীন হয় না; কর্ম্মে স্বাধীন না হলে, ধর্ম্মে স্বাধীন হয় না।

জলেশ্বর। প্রতিকার কি স্থির করেছেন?

কার্ত্তিক। এই বইখানাতে যা পড়লেম তাতে এর প্রতিকার করা যেতে পারে বলে বিশ্বাস হয়।

জলেশ্বর। এদেশের কোন্ কোন্ জিনিষের অভাব বুঝলেন ?

কার্ত্তিক। দেশের লোককে দেশের মুখ চাওয়া-করা, মাটীর মানুষকে মাটীতে সন্তুষ্ট রাখা, ভিটায় বসে ভাত কাপড় অর্জ্জনের ফিকির দেখান।

যজ্ঞপতি। অনেকটা ঠিক্। মানুষ যতক্ষণ মাতৃগত ততক্ষণ তাহার ভয় থাকে না। মাটী কামড়াইয়া থাকিলে মানুষে মাটী হয় না, সত্য।

জলেশ্বর। শুন্‌লে ঝড়ু।—মাটী আমাদের খাওয়ায়, মাটীতে আমরা ভূমিষ্ট হই। দু-দশ বিঘা মাটীর ঠিকা পাট্টা সংগ্রহ করতে পারলে ভূস্বামী বলে অহঙ্কার করি। কিন্তু কোন লোক অপদার্থ হয়ে গেলে আমরা বলি লোকটা মাটী হয়ে গেছে। মানুষের নিমকহারামী দেখেছো।

অম্বরিষ। ওকথা শুন না, ঝড়ু। সূর্য্য হতে সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্য্যন্ত, জগতে যারা আলো দিতে জন্মেছে, তারা সকলেই নিজের মুখ পুড়িয়ে, বুক পুড়িয়ে পরের অন্ধকার ঘোচায় ;—নিন্দা সুখ্যাতির ধার ধারে না।

ঝড়েশ্বর। হ্যাঁ—মানুষ নিজের গাফিলতে মরে, আর মুখে বলে দেশের হাওয়া খারাপ হয়েছে।

যজ্ঞপতি। একটু থামহে, বাপু, কাযের কথাটাই কইতে দাও। ঝড়েশ্বর চুপ করিল। যজ্ঞপতি বলিল,—"আপনি যা

বল্লেন, এ দেশের অভাব অনেকটা ঐ রকমই বটে। তবে সকল ধনবৃদ্ধির গোড়ায় জ্ঞানবৃদ্ধির প্রয়োজন।

কার্ত্তিক। দেশে লেখাপড়ার অভাব কি? বৎসর বৎসর, শুনতে পাই, দশ, বিশ হাজার ছেলে পাশ ক'রে বেরিয়ে আসে।

যজ্ঞপতি। লেখাপড়া আর জ্ঞান, ছুটা এক জিনিস নয়। তারপর, ওরকম লেখাপড়ায় অনেক কুশিক্ষা, অনেক বিষ, বাঙ্গালীর সমাজে প্রবেশ করতে পাচ্ছে। পলাসীর ক্ষেত্রে ইংরাজ বাংলা জয় করেছিল মাত্র, বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালীর ঘর বার, দেহ মন, জয় করেছে। শক হুন, মোগল পাঠান, হিন্দুর সমাজকে ভাঙতে পারে নি, সাধের বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু বাঙ্গালীর পারিবারিক গঠনটাও বিকৃত করে দিয়েছে। বাঙ্গালীর গৃহ, এখন বাঙ্গলা-বুলি-বলা ফিরিঙ্গির হোটেল বাড়ী। সে পুরাতন দেশী ভাব, দেশী ভক্তি কিছুই নাই। আমি ও লেখাপড়াকে জ্ঞানও বলি না, বিদ্যাও বলি না।

কার্ত্তিক। উচ্চশিক্ষারও আবশ্যকতা আছে।

জলেশ্বর। উচ্চশিক্ষাটা অনেকের পক্ষেই অলঙ্কার। আবশ্যককে ছেড়ে অলঙ্কারকে ধ'রলে মানুষের কল্যাণ হয় না। যে ছুবেলা পেট ভরে ভাত পায় না, তার পক্ষে হেলির ধূমকেতুর কক্ষ নির্ণয় করা, আর ভিখারীর রাজনীতি চর্চ্চা একই রকম পাগলামি।

ঝড়েশ্বর। এখনত শুনতে পাই, লক্ষ্মী সরস্বতার পুরাতন ঝগড়া মিটে গেছে। এখনত শুনতে পাই, যে জাতির যত সরস্বতী সে জাতির তত লক্ষ্মী। তবে বাঙ্গালায় সার্ব্ববর্ণিক লেখাপড়া সত্ত্বেও বাঙালী খেতে পায় না কেন?

অম্বরিষ। যাতে মানুষ বড় হয়, ঘাড় উঁচু করে খাড়া চলতে পারে, এমন বিদ্যে বাঙ্গালী কিছু শিখেছে কি? তুমি যাকে স্কুল কলেজ বল, সে ত দেশী বিদেশী বই-বিক্রিওয়ালার আনন্দ বাজার, পয়সা-পোক্তানের পুকুরে খাদ। যার বাপের পয়সা নেই, সে ছেলে ঘরে বসে, বাঙ্গালা বই পড়ে, এডিসন্ হতে পারে কি? ইংরাজি না পড়ে, বাঙ্গালী, বিশ্ব বিজ্ঞানের খবর রাখতে পারে, এমন ব্যবস্থা এ দেশের কেউ করেছে কি? এই কারণে এ দেশে কত প্রতিভা যে মুকুলে শুকিয়ে যায়, তার সংবাদ রাখ কি? বাঙ্গালীর পয়সায়, বাঙ্গালীর ভাষায়, বিশ্ব বিজ্ঞানের বই বিশ্ববিদ্যালয় করায় না কেন?

ঝড়। আজ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের গ্রামে এক বুড়া ঠিক এই কথাই বলেছিল বলে, হুজুরীরা তার দাঁত উপড়াতে গিয়েছিল।

যজ্ঞপতি। তারপর সামাজিক জীবনের সকল সুতাগুলাই ছড়িয়ে পড়েছে; অনেক স্থলেই জোট পাকিয়েছে। সেই সব সুতার "থাই" গুলাকে গুছিয়ে এক জনের হাতে রাখতে হবে।

কোন থাই "এলো" বা কমজোর বুঝলে, তিন চার গাছা সেই রকম সূতা এক সঙ্গে পাকিয়ে, গুচ্ছ বদ্ধ করে, মজবুৎ করতে হবে। যাঁর হাতে এই সূতার গুচ্ছ দিবেন, তাঁর আদেশ ধর্ম্মবৎ প্রতিপালন করতে হবে; তিনিই ধর্ম্ম! বাঙ্গালীর অন্য কোন ধর্ম্ম থাকবে না।

কার্ত্তিক। হিন্দু মুসলমান, অন্য কোন ধর্ম্ম এ দেশে থাকবে না?

যজ্ঞপতি। জগতে ধর্ম্ম একই, দুই নয়। হিন্দু মুসলমান, ভিন্ন আচারের নাম মাত্র, বিভিন্ন ধর্ম্ম নয়।

কার্ত্তিক। তবে সে কি ধর্ম্ম? সে ধর্ম্ম কি জগতে নাই? মানুষ কি তাহার নাম শুনে নাই?

অম্বরিষ। মানুষের হৃদয়ে সে ঈশ্বর এতদিন জন্মান নাই, পরিস্ফুট হন নাই; তাই পৃথিবীতে সে ধর্ম্মের এখনো কোন মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

যজ্ঞপতি। সে ভগবান জন্মাচ্ছেন। শীঘ্রই তাঁহার সত্যবেদ নিয়ে সত্য ধর্ম্ম আসবে।

কার্ত্তিক। তিনি কি রকম ঈশ্বর?

ঝড়েশ্বর। যে ঈশ্বর সজল চোক্ষে জেলের ফটকে, ফাঁসি কাঠের সুমুখে দাঁড়িয়ে থাকেন; পতিতার রুগ্ন শিশু বুকে ক'রে, যে ঈশ্বর অন্ধকারে সমস্ত রাত্রি পাদচারণ করেন; ধর্ম্মত্যাগভয়ে

অন্নত্যাগীর দেহে যিনি প্রচ্ছন্ন অমৃত নাড়ী রূপে প্রবাহিত হন, সেই ঈশ্বর। পেষাদারী পৌরহিত্য, বা গঙ্গা-পুত্ সঙ্কীর্ণতা যাঁর পাদপীঠ স্পর্শ করতে পারে না সেই ঈশ্বর, রায় মহাশয়, অবতীর্ণ হচ্ছেন।

জলেশ্বর। যিনি "অপ্"—যিনি জলের মত মানুষের সকল দৈন্য, সকল মালিন্য ধুয়ে দেন, সেই ঈশ্বর। ঈশ্বর, অপ্ স্বরূপ; পাপ মানুষের গড়া রায় মহাশয়। যে ঈশ্বরের রাজ্যে পাপ নেই, পুলিস নেই, পলটন নেই, সেই ঈশ্বর জন্মেছেন, রায় মহাশয়!

যজ্ঞ। সংসারের বিচার যাঁর দরবারে অবিচার বলে ঘৃণ্য; যিনি সকল একচোকো আইনকে বে আইন ব'লে বহ্নিসাৎ ক'রবেন; বহ্নি বাসে. বহ্নি-উত্তরীয়ে যে জ্বলন্ত সত্যের উপাসনা কত্তে হয় যিনি সংসারের দৌরাত্ম-তিমিরে জ্বলন্ত বহ্নিস্তম্ভ স্বরূপ, সেই ঈশ্বরের আমরা দীন সেবক্।

ঝড়। শুনুন রায় মহাশয়, যে ঈশ্বর কোন মঠে, মন্দিরে, মসজিদে প্রবেশ করেন না,—কোটি কোটি ভাস্বর তারকা-নূপুর-পরা, নৈশ নীরবতা, যাঁকে চামর ঢুলাতে ঢুলাতে নরকের অনন্তার্ত্তির কথা শুনাতে থাকে; প্রলয়ের অন্ধকার-গহ্বরে বিশ্বকর্ম্মা যাঁর প্রায়শ্চিত্ত বজ্র গড়তে বসেছে; যিনি যুদ্ধস্রজীদের মস্তকে বজ্রাঘাত ক'রবেন, নররাজদের ক্লৈব্যনাশ, বন্ধনছেদ ক'রবেন সেই ঈশ্বর আসছেন—এসেছেন বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

অম্বরীষ। ও সব বড় কথা, রায় মহাশয়, বড় আকাশের বড় স্পন্দ, ছেড়ে দিন। কখন নরক দেখেছেন? আমাদের সঙ্গে একবার সহরে যাবেন, নরক দেখিয়ে আনবো। নরক দর্শন না করলে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হওয়া যায় না।

যজ্ঞ। ঠিক তাই। মানুষের ক্ষুদ্রত্বের জন্যেই সংসারে নরক থাকতে পেয়েছে। আমাদের সঙ্গে একবার সহরে নরক দেখে এলে বুঝতে পারবেন, মানুষে কি ভুল-ভগবান পূজো করে!

কার্ত্তিক রায়ের বড় গোলমাল ঠেকিতেছিল। ভগবান আজিও জন্মাইতে পারেন নাই! অন্ততঃ যে ভাবে ঈশ্বরকে বুঝিলে, মনুষ্য, সমাজের সকল বৈষম্য, সকল উঁচুনিচুর একটা সন্তোষজনক সমাধান করিতে পারে, সে ভাবের ঈশ্বর কোন্ ধর্ম্ম শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়? "পূর্ব্বজন্ম", "কর্ম্মফল", "মরণান্তে স্বর্গবাস," প্রভৃতি অনেক ভুয়াকথা বলিয়া, সেয়ানা লোক, সুখী লোক, দুঃখী অক্ষমকে দৈন্যপঙ্কে শূকরের মত সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করে। ঈশ্বরের যে মূর্ত্তি দেখিলে সংসারের উঁচু নিচুকে ঈশ্বরের বিধান বলে মেনে নিতে হয় না, সে মূর্ত্তি মনুষ্য সমাজে আজিও পরিস্ফুট হয় নাই। এ তত্ত্বটা কার্ত্তিক রায় কতক যেন বুঝিতে পারিতেছিল, কিন্তু তাহার কুলগত ব্রাহ্মণ্যের সংস্কার আসিয়া, ক্রুদ্ধ গুরুমহাশয়ের মত, তাহার চিত্তফলকে সে সিদ্ধান্তে ন্যাতা বুলাইতেছিল। বাস্তবিকই ত! মনুষ্য

সমাজ যদি তাঁর পাদপীঠ হয় ত সে পীঠে মানুষ এত পৃষ্ঠাঘাত সহ্য করে কেন? জমীদারের নায়েবের পক্ষে এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা অসম্ভব রকমে দুরূহ। কার্ত্তিক মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের তিনি কিরূপ ঈশ্বর?—এ কোন ধর্ম্ম?—এ ঈশ্বরের পূজা কিরূপ, পূজক বা কে?

অম্বরীষ। পূজক সবাই! তাল নারিকেল গাছের মত যারা সোজা, সিধা, খাড়া দাঁড়াতে পারে, মাটীর রসে মিষ্ট ফল গ'ড়ে যারা বিষ্ণুপদে ঝুলিয়ে দেয়, তাঁরাই পূজক।

জল। প্রভাতের প্রথম আলো যারা সর্ব্বাগ্রে মাথা পেতে নেয়, আর দিনান্তের আলোর পদধূলি নিয়ে যারা সন্ধ্যাকে বিদায় দেয়; তারাই তাঁর পূজক।

ঝড়। এ ঈশ্বরের আবাস বট বৃক্ষ নয়। হাত বাড়িয়ে, ডাল পালা ছ'ড়িয়ে অনেক দূর অন্ধকার করা, এঁর সেবকেরা ঘৃণা করে। এ পূজার সঙ্কেতচিত্র, সোজা, সিধা, উঁচু নারিকেল গাছ; কারো "আওতা" করে না কারো আলো বাতাস রোকে না।

যজ্ঞ। যাক্! আপনি ঐ সকল জমির পাট্টাপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন ত? নইলে আপনি বন কেটে নগর বসাবেন, আর একদিন সুপ্রভাতে শুনবেন, কে দুজন জমীদার প্রিভি-কাউন্সিলে দুইটী আইনের মেড়ার লড়াই বাঁধিয়েছেন! এক মেড়ার জিত হবেই; আর অমনি আপনাকে দেশ ছাড়া করে দেবে।

কার্ত্তিক। আপনাদের সে সম্বন্ধে ভাববার কোন কারণ নাই। ঐ গ্রাম ও সংলগ্ন সমস্ত জমির যিনি মালিক তাঁহারি ভিটায় আপনারা বসে আছেন। আহারাদি করুন, কাল প্রাতে এ বিষয়ের আলোচনা হবে।

অম্বরীষ। প্রত্যুষেই আমাদের যেতে হবে। কাল অনেক যন্ত্রপাতি ও দুদশ জন কারিগর মিস্ত্রী আসবে। নির্ব্বাণ দত্তের কাযে, বিলম্ব হয় না।

কার্ত্তিক। দত্তজ মহাশয় এ সকলের আয়োজন পূর্ব্ব থেকেই করেছিলেন ?

ঝড়। নইলে আপনার মনে এ ইচ্ছাটা উঠতো না !

মধ্য রাত্রি, সকলেই বিশ্রামের উদ্যোগ করিতেছে। দেউড়ীর দরোজা বন্ধ করিয়া, উদ্ধব লাঠীর খোঁচায় নারাণের মায়ের ঘুম ভাঙ্গাইয়া বলিল, "চেরকালই মাগীদের সব ছিষ্টি ছাড়া ! বেয়াড়া ঘুম—বেয়াড়া খোরাক, বেয়াড়া আবদার ! মুখ্যু স্তিরি নোক" ! নারাণের মা, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া, বলিল, "রাত আড়াইপোরেও কি কাজ ?—সকলেই ত শুয়েছে" ! উদ্ধব সরোষে বলিল, "খবর কে রাখবে ? কাল সকালে রায় মশায়ের সঙ্গে ফুস্পুপুর যেতে হবে. মাধুবে মাঝিকে খবরদার করে এসেছি। একটু সজাগ হয়ে শুয়ে থাক্—গরু বাছুর, ঘর দোর সব জিম্মায় রইল। আমি পালটা এসে বুঝে নেবো।" এই বলিয়া উদ্ধবচন্দ্র অস্তমিত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শ্যামাসাক্ষাৎ

পরদিন প্রত্যূষে নিঋতির যুবকদল বিদায় লইলে, কাত্তিক রায় মাধব মাঝির নৌকায় চড়িয়া পুষ্পপুর যাত্রা করিল। কথা ছিল উদ্ধব কিছুদূর তাহাদের সঙ্গে গিয়া, গোসাই বাটীতে ফিরিয়া আসিবে। উদ্ধবের কিন্তু সে বন্দবস্তটা একেবারেই মনঃপূত হয় নাই। রায় মহাশয় এবার একা বিদেশে যাবেন, তাও কি হয়! সেবার গিয়াছিলেন, সে আর এক কথা,—রায় মহাশয় তখন নায়েব মশায় ছিলেন। এখন?—তাও কি হয়! পথে ঘাটে আপদ বিপদ আছে। উদ্ধবের সঙ্গে থাকা দরকার, সুতরাং উদ্ধব সঙ্গ ছাড়িল না।

দ্বিপ্রহর না হইতে হইতেই কিন্তু মাধব মাঝি বলিল—কুঞ্জপুরের ঘাট দেখা যাচ্ছেন, দেবতা! ঐ সেই জোড়া বটগাছটা! আমি এইখানেই ভিড়বো, এগুনে একটা "দহের" মত আছে। উদ্ধব দা, ঠিক হ।

নৌকা কিনারায় লাগিলে, উদ্ধব বলিল—আমি এগিয়ে খবর দিয়ে এসচি। একটু তামাক খা, মাধবদা। এই কথা বলিয়া উদ্ধব তীরের বনশ্রেণীর ভিতর লাঠী লইয়া অদৃশ্য হইল।

আধ্ ছোটা ভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে, উদ্ধব একটা ভাঙ্গা মাটির প্রাচীরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার অধিকাংশটাই ধসিয়া গলিয়া গিয়াছে, দরোজার চিহ্নমাত্রও নাই। উদ্ধব আগেকার উঠানে ঢুকিয়া দেখিল, একটা জীর্ণ দোচালার ভিতর একজন স্ত্রী ও একজন পুরুষ বসিয়া আছে। পুরুষটি মাটির দিকে চাহিয়া, স্ত্রীলোকটির রুদ্ধ চক্ষু হইতে জল ঝরিতেছিল।

উদ্ধব দুচারি বার "এহেম—এহেম" করিবার পর, পুরুষটি উদ্ধবের দিকে চাহিল। উদ্ধব বলিল, "চকবত্তি মশাই দণ্ডবৎ গো! একি? ঘবদোব—চণ্ডীমণ্ডপ সে সব কোথা গেলেন, এজ্ঞে? প্রভুরাম চক্রবর্ত্তী উত্তর কবিল, "এ গাঁয়ের সব যেখানে গেছ, উদ্ধব! যম আব জমীদারের পেটে! তুমি এমন অবেলায় কোথা থেকে?

উদ্ধব, রায় মহাশয়ের সঙ্গে পুষ্পপুর যাত্রার আমূল বিবরণ বলিলে, ব্রাহ্মণ আবার জিজ্ঞাসা করিল—এখানে কি মনে করে এসেছ, উদ্ধব?

উদ্ধব। এজ্ঞে নৌকোয় রসুই বাসের সুবিধে নাই। যদি একটু জায়গা দেন, এখানে রসুই বাস করে আমরা আবার রওনা হই। বেশী কিছু লট্ থট্ হবে না।

প্রভুরাম। এ ভিটা আর আমার নাই, উদ্ধব। আমার ভিটা মাটী সব নিলাম হয়ে গিয়েছে। পাওনাদার দখল নিয়েছে।

আমরা যাবার উদ্যোগ কচ্ছি, এমন সময় তুমি এসেছ। যাও, রায় মহাশয়কে আসতে বলগে, আমি যতক্ষণ আছি, তাঁর সেবার সাধ্যমত ক্রুটী হবে না।

উদ্ধব, চক্রবর্ত্তীকে প্রণাম করিয়া, ঘাটের দিকে ছুটিল। লাঠীতে ভর দিয়া. একরূপ শূন্যে শূন্যে ঘাটে পৌঁছাইতে তাহার বড় বিলম্ব হইল না। ঘাটে আসিয়া চাল, ডাল, তরি তরকারীর পুঁটালি কাঁধে করিয়া উদ্ধব বলিল, "মাধব দা. আমি কর্ত্তার সঙ্গে যাচ্ছি। তোরা নেয়ে দুজনে নৌকায় থাক্। আমি ফিরে এসে তোদেব নিয়ে যাব"। এই বলিয়া রায় মহাশযের হাত ধবিয়া উদ্ধব ডাঙ্গায় উঠিয়া বনপথে অদৃশ্য হইয়া গেল। উদ্ধব আগে—পিছনে রায় মহাশয়।

উদ্ধবের সঙ্গে রায় মহাশয়কে আসিতে দেখিয়া, প্রভুরাম চক্রবর্ত্তী সেই সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথে অনেকটা আগু হইয়া আসিল। কার্ত্তিক রায় নমস্কার করিয়া বলিল, "আজ আপনার ঘরে আমরা অতিথি"।

প্রভুরাম। পাতিত্যের যুগে আতিথ্য বিধান এক রকম উঠে যাচ্ছে। আমার যেরূপ অবস্থা, তাতে পাদ্যঅর্ঘ দিয়েও আপনার অভ্যর্থনা করা আমার সাধ্যাতীত। মানুষে দেবতার উপযুক্ত আসন খুঁজে পায় না বলেই, নিজের হৃদ্‌পদ্ম পেতে দেয়। আমারও আজ সেইরূপ জানবেন"। চক্রবর্ত্তীর কথার ভিতরে

এতটা সরলতা, এমনি একটা নিস্ব মহত্বের সলজ্জ কণ্ঠস্বর ছিল, যে· কার্ত্তিক রায়ের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রতীতি হইল, অনেক দিনের পর একটা মানুষ দেখিলাম। কার্ত্তিক রায় সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "গৃহস্থের ভিতরে যতটা অংশ সরল, স্নিগ্ধ, স্বাভাবিক, তাহার সংস্পর্শ পেলেই অতিথির যথেষ্ট সৎকার লাভ হ'ল। আপনি বসুন, কেন ক্ষুন্ন হচ্ছেন" ? কার্ত্তিক রায় ও প্রভুরাম চক্রবর্ত্তী তখন একটা বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া পড়িল। রায় মহাশয় ভাবিল, উদ্ধবের কথায় আসা ভাল হয় নাই। ব্রাহ্মণকে বিব্রত করা হয়েছে।

উদ্ধব কিন্তু সেই দোচালার ভিতর ঢুকিয়া পুঁটালির ভিতর হইতে চাল, দাল, তরকারী প্রভৃতি বাহির করিয়া, সেই বিধবার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "দিদি ঠাকরুণ উনুনে আগুন দিও। আমি হাঁড়ি, তেল, মসলা নৌকো থেকে আনতে যাচ্চি"। উদ্ধবের যে কথা সেই কাজ। অল্পক্ষণের মধ্যেই শ্যামাসুন্দরী উনান নিকাইয়া, আগুন জ্বালাইতে না জ্বালাইতেই, উদ্ধব, পাঁজা খানেক কলার পাতা ও তৈল লবণাদি সকল দ্রব্যই আনিয়া হাজির করিল। তাহার পর রায়মহাশয়ের নিকট গিয়া বলিল—"সব ঠিক, আপনি এই দিকে একবার গা তুলে এসবে"। কার্ত্তিক রায় উদ্ধবকে বলিল, "এক পাকে যা হয়, উদ্ধব, তাই ভাল, বেলা অপরাহ্ন হয়ে না যায়"। প্রভুরাম কার্ত্তিকের নিকট সেই চালায় প্রবেশ করিল। দেখিয়া শ্যামা একটু আড়াল হইল।

রান্না চাপাইয়া দিয়া, কার্ত্তিক রায় একখানা কলাপাতা পাতিয়া বসিয়া, প্রভুরামকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ জায়গা যে একদিন বাস্তুভিটা ছিল তা স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। এ কার ভদ্রাসন ছিল" ?

প্রভুরাম। একদিন আমারি ছিল। ঐ যে পোতা দেখ্ছেন ঐখানে চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। ঐ যে একটা ঢিপির মত দেখ্ছেন, বিবাহের পর ঐখানে আমার শয়নগৃহ ছিল। পিসী, ভগ্নী, জামাই, ভগ্নিপতি, ভাগিনেয় অনেককে নিয়েই এখানে বাস করতেম। আপনার উদ্ধব তার কতকটা দেখে গিয়েছে।

রায়। শুনলেম, আপনি, ও আর একটি ভদ্র কন্যা কলিকাতায় যাচ্ছিলেন, হঠাৎ উদ্ধব এসে এইখানে আপনাদের পথ আটকেছে।

চক্রবর্ত্তী। হাঁ, আমরা কলিকাতায় যাচ্ছিলেম। যে পথে বেরিয়েছে, তার আবার আটক কি ?

রায়। যিনি আপনার সঙ্গে যাচ্ছেন উনি আপনার কে ?

চক্রবর্ত্তী। আমাদেরই এক প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের কন্যা, এই বলিয়া চক্রবর্ত্তী হাঁকিলেন, "শ্যামা, এদিকে এস ; রায় মহাশয়কে প্রণাম করলে না" ? শ্যামা আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া রায় মহাশয়কে প্রণাম করিল। রায় মহাশয় দেখিল, শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের জমাট নীলিমার সার হইতে কোন্ কোমল বিধাতা ইহাকে কুঁদিয়া বাহির করিয়াছে। মুখখানিতে এত সরলতা, এত কোমলতা ! কার্ত্তিক রায় প্রকাশ্যে প্রস্তাব

করিল, "কলিকাতায় যাচ্ছেন, আমার সঙ্গে পুষ্পপুর পর্য্যন্ত চলুন না, তারপর অল্প পথ গেলেই জাহাজঘাটে পৌছাবেন। সেখান থেকে কলিকাতার ষ্টীমারে উঠবেন। কতকটা দূর কথায় কথায় কেটে যাবে।" চক্রবর্ত্তী সে কথার উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল; "স্ত্রীলোক সঙ্গে আছে", "নৌকায় আপনার অসুবিধা হবে," প্রভৃতি নানা ওজর দেখাইয়া রায় মহাশয়কে পরাঙ্মুখ করিতে চেষ্টা করিল। রায় মহাশয় সহজে হটিবার লোক নহেন। অনেক পীড়াপীড়িতে চক্রবর্ত্তী সে প্রস্তাবে সম্মত হইল। বিশেষতঃ শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরীর বিশ্বাসভরা, ইন্দিবর চক্ষু দুইটি বলিতেছিল—রাজী হও, রাজী হও।

মাঝি মাল্লা প্রভৃতি সকলের আহারাদির পর, উদ্ধব, চক্রবর্ত্তী ও শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে, রায় মহাশয় নৌকায় উঠিলেন। নৌকার ঘরের শেষ প্রান্তে বসিয়া, শ্যামা তীরস্থ বনভূমির দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহাদের প্রায়-জনশূন্য পিতৃগ্রামের বন জঙ্গলের সঙ্গে ও তাহার যে এত স্নেহমঙ্গলের বাঁধন ছিল, তাহা আগে সে একদিন ও ভাবিয়া দেখে নাই। এই গ্রামে তাহার বাপের বাটী। আজ সে একটা অপরিচিত, অবহেলাপূর্ণ—দূর—দূর সাগরে ভাসিতে চলিয়াছে। দেশত্যাগ—গৃহত্যাগ—অনেকটা জীবের দেহত্যাগেরই মত!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অকূলে

নৌকা ছাড়িল। অনুকূল স্রোত, অনুকূল বাতাস—কার্ত্তিক রায়ের ডিঙ্গা ক্ষুদ্র ডাহুকীর মত, হেলিয়া দুলিয়া ছুটিল। শ্যামার পল্লীজীবন আজ প্রথমে তাহাকে ছাড়িয়া ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতেছে।

সন্ধ্যাআহ্নিক সারিয়া, কার্ত্তিক রায় প্রভুরামকে জিজ্ঞাসা করিল, "গ্রামে বাস কি আর সুবিধাজনক নয়" ?

চক্রবর্ত্তী। যে দেশে সুবিধি নাই, সে দেশে বাসের সুবিধা হয় না।

কার্ত্তিক। অল্প বিস্তর অসুবিধা সর্ব্বত্রই ঘটে; তা বলে নিজের গ্রাম, পৈত্রিক ভিটা, পল্লীজীবন, সহজে মানুষ ছাড়তে পারে কি ?

চক্রবর্ত্তী। আমাদের পল্লীজীবনের মানে জমিদারের খাজনা, ঋণ, ও মহাজনের সুদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে বেচে থাকা।

কার্ত্তিক। প্রজা ও জমিদারের স্বার্থের ভিতর কলহ

থাকতে পারে না। প্রজার পয়সায়ই জমিদারের পয়সা। সুদ বা মহাজনের উৎপীড়নে আদালতের সাহায্যেও ত প্রতিকার পাওয়া যায়।

চক্রবর্ত্তী। জমিদারের শক্তি কোথায়, রায় মহাশয়? জমিদার ত দেশভুঁইয়ের মালিক নয়! তার পর আদালত? আদালত, ধনবানের, প্রবলের, শঠের,—নিস্ব, দুর্ব্বল, সরলচিত্তের পক্ষে সে যে কালিঘাটের হাঁড়িকাঠ। আমার এ সকল বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

কার্ত্তিক। মনুষ্য সংসার উন্নতিশীল—মানুষ একদিন দেবতা হবে। সংসারের শাসন বিধানেরও যে সংস্কার হচ্চে, এ কথা আমার বিশ্বাস।

চক্রবর্ত্তী। আপনি সুখে আছেন, রায় মহাশয়, দুঃখীর সংবাদ বোধ হয় আপনার রাখবার বড় প্রয়োজন হয় না। আপনি এখনও বালক আছেন। তাই পদ্যপাঠের শিশুশিক্ষা ভুলতে পারেন নাই, "এই ভূমণ্ডল দেখ কি সুখের স্থান"। ভাবের বিকাশ, প্রীতির উন্নতি—আইনের সংস্কার, রায় মহাশয়? ওগুলা কেবল প্রাচীন অবিধির নূতন নামকরণ, পুরাণ অন্যায়ের নবযৌবন—নব কলেবর। শুনুন, রায় মশায়, সংসারে যারা প্রবল, যারা আইনের কর্ত্তা, তারা আর কিছু না বুঝলেও নিজের স্বার্থরক্ষাটা বুঝে। বৃদ্ধা—স্থবিরা স্ত্রীমূর্ত্তি মনুষ্যচক্ষে যেমন

কুৎসিৎ ঠেকে, পুরাতন বিধিব্যবস্থা গুলাও কালক্রমে তেমনি জবরদস্তি বলে সাধারণের চোখে প্রতীয়মান হয়। তাই ঐশ্বর্য্যের দেবতা, মিথ্যার নাকাড়ায় জোড় কাটিতে ঘা দিয়ে ঘোষণা দেয়, "এবার সমাজতন্ত্রের আমূল সংস্কার", "চাষীরা এবার ঋষির সমান", "মজুরের বিছানায় এবার মছলন্দ মাদুরী", "চামারের গায়ে চামরের বাতাস"—"নূতন পৃথিবী", নূতন নন্দন কানন হবে, তারই ব্যবস্থা করা হয়েছে! তোমরা সব এস,--সব সুখের হাওয়ায় বসে, অম্বরী তামাক খাবে এস''।

কার্ত্তিক। ভাষা খুব ওজস্বিনী, চক্রবর্ত্তী মশায়, তবু আমি ব'লব মানুষ কল্যাণের পথেই আগুয়ান হচ্ছে। মুখেও ত এসব কথা কর্ত্তাদের বলতে হচ্ছে। আগে কথাই হয়, তারপর কথামত কায হয়ে থাকে।

চক্র। হাঁ, আগে ভাঁওতার কথা, তারপর পাটোয়াঁর, পোদ্দার, সাহুকার, উপোসী শকুনির মত দলে দলে, কঙ্কালসার প্রজার অস্থিগুলা ছিঁড়তে চিবুতে বসে। শান্তিরক্ষার ছলে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দশজনের খেয়ালের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। দুঃখী দেনদারকে রক্ষা?—বাঃ! কোন্ আদালতে চক্রবৃদ্ধি বা বার্ষিক শতকরা ১৫০ টাকা সুদ সমেত আসল টাকা ডিক্রী না দেয়? দলে দলে কল-কোম্পানি বসে নিরুপায় বিকল গরীবের সমস্ত অস্তিত্বটাকে কবলীকৃত করেছে।

শুনেছিলেম পূর্ব্বে খৃষ্টানেরা নাকি সুদ্‌খোর বলে ইহুদী জাতিকে বড়ই ঘৃণা করত।

কার্ত্তিক। উপায় কি? সমাজ বর্ণাশ্রম তুলে দিয়েছে। জমিদার কি করতে পারে?

চক্র। অসঙ্ঘবদ্ধ. সুখপ্রিয় ব্যক্তিরা কিছুই করতে পারে না, তা জানি। তবে পয়সার পয়জারের গুঁতোয় অনেক প্রভু যে গোব্রাহ্মণের অস্থিপঞ্জর বেচতে হাট বসান, এটা বড়ই হীনতাব কথা।

কার্ত্তিক। গোব্রাহ্মণের অস্থি বিক্রয়?

চক্র। হাঁ। আগে গঙ্গাজলে আত্মীয়-স্বজনের, গ্রামবাসীর অস্থি ফেলতে পারলে লোক কৃতার্থ হত; এখন সেগুলো কলে দিয়ে অর্থবান হয়। এই বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা তাহার বিশেষ সাক্ষী। আমাদের ভূস্বামী ভাগাড়ের লোভে এই অনাথার জীবনটা গোভাগাড় করেছেন—

কার্ত্তিক। এ কি রকম হেঁয়ালি, চক্রবর্ত্তী মশাই? হাড়ের জন্য বিধবার ভাগ্যের গোভাগাড় প্রাপ্তি?

চক্র। তবে শুনুন, আজ তিন বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পাশের গ্রামে মহামারী হয়। উঠানে বাগানে গরু বাছুর মরলো, ঘরের ভিতর ছেলে মেয়ে নিয়ে গৃহস্থ উজাড় হতে লাগল। শেষে এমন হল, মৃতের সৎকার করবার লোক রইল

ক্ষা। শৃগাল কুকুর গ্রামের সার্ব্বজনীন গঙ্গাপুত্রের কার্য্যে ব্রতী হল।

কার্ত্তিক। আমাদের পার্শ্বের গ্রাম নিশ্চিতিও এই রকম শ্মশান হয়ে গেছে। তার পর?

চক্র। গ্রামের খাজনা বন্ধ হল। একজন লোকের জ্বরের প্রতিকার-চেষ্টা না করলেও, জমীদার রাজস্বটা নিজের গাইট থেকে না দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অনেক দিকে অনেক রকম দালাল, অনেক রকম মতলবে নিযুক্ত হল। অবশেষে কালকাতা হতে, একদিন একজন সাহেব আর একজন পশ্চিমে লোক এসে, গ্রামে যতদূর প্রবেশ সম্ভব ততদূর প্রবেশ করে, ঘুরে ফিরে, গ্রাম প্রদক্ষিণ করে, কি দেখে গেলেন।

কার্ত্তিক। তার পর?

চক্র। তার পর শোনা গেল, এক সাহেব কোম্পানিকে প্রচুর সেলামি ও বাৎসরিক দু হাজার টাকা খাজনায় গ্রামের একশ বিঘা জমি মৌরস দেওয়া হয়েছে। গ্রামের বন জঙ্গল কাটা হচ্ছে। দোসাদ চামার কুলিরা. গরু, বাছুর, জন্তু জানোয়ার, নর নারীর অস্থি সংগ্রহ করে, স্থানে স্থানে স্তুপাকার করছে, এমন সময়!

কার্ত্তিক। এমন সময় কি?

চক্র। এমম সময়, অনুসন্ধান করে আমি এই বিধবার পক্ষ

হতে কোম্পানির উকিলদের পত্র দিই যে, বন্দবস্তী জমির মধ্যে শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবীর দশ বিঘা পৈত্রিক নিষ্কর ব্রহ্মত্তর ভূমি আছে,—সুতরাং আপনাদের অবগতির জন্য লিখিতেছি ; এস্থলে যাহা সমীচিন বিবেচনা হয় সেইরূপই করবেন।

রায়। বেশ ! আপনি কর্ত্তব্য প্রতিপালন করছেন।

চক্র। শুধু প্রতিবেশী হিসাবে কর্ত্তব্য নয়, রায় মহাশয়, আমি এ কায করতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য ছিলাম। আমি অনেক দিন যাবৎ এই বিধবার পিতার নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি। ৺শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, এ প্রদেশে মহাপণ্ডিত বলে সর্ব্বপূজ্য ছিলেন।

রায়। নিশ্চয়ই ত !—এখনো ধর্ম্ম আছে, ধর্ম্মজ্ঞানী আছে, তারপর ?

চক্র। উকীলদের মনে খটকা লাগলো। তাঁদের অফিসের একজন কর্ম্মচারী জমীদারের সেরেস্তায় তদন্ত করতে এলেন। আমাকে তলব হল। আমি তাঁকে সন্তোষ-জনক প্রমাণ দেখালেম। জমীদার রেগে অগ্নিশর্ম্মা ; পুলিশ পঞ্চাইতের কাছে এই পবিত্র বিধবার কুলটার কলঙ্ক রটালেন। গোয়েন্দার দল প্রকাশ্য ভাবে অনাথার বাটীতে যাতায়াত আরম্ভ করলে, গ্রামে হুলুস্থূল। অবশেষে জমীদারের গোমস্তা মহাশয়, কারুণ্যের আতিশয্যে, মিটমাটের প্রস্তাব করলেন। জমীটা খোস কবলায় তাঁর মনীবকে বে'চে দিলে সব উপদ্রব শান্ত হবে, এইরূপই

অনেক বুঝালেন পড়ালেন। আমরা দুর্ব্বল, বাধ্য হয়ে স্বীকৃত হলেম ;—বুঝলেম গ্রামত্যাগ, অবশ্যম্ভাবি।

রায়। হাঁ! সয়তানির কার্য্য বিধি সর্ব্বত্রই একরকম। দেশত্যাগ ভিন্ন উপায় কি ?

চক্র। এখনো শেষ হয়নি, রায় মহাশয়। গোমস্তার দক্ষিণা দেওয়া হয় নাই, পঞ্চাইতের পূজা হয় নাই। সুতরাং একদিন, এক দেওয়ানি আদালতের পেয়াদা পুঙ্গব এক ক্রোকী পরোয়ানা শ্রীমতী শ্যামা সুন্দরার বাটীর দরোজায় লট্‌কে দিয়ে গেলেন ;—বাদী, সৃষ্টিধর পোদ্দার, কর্জ্জের বাবৎ দাবীর মূল্য সুদে আসলে ১০০৲ টাকা। আমরা আর কখনো আদালতের লোক দেখিনি, কি কত্তে হয় তাও জানি না। সন্ধ্যাব পূর্ব্বে আর একজন এলেন, শুনলেম তিনি নাজীর। শ্যামার ভিটামাটা নিলাম হয়ে গেল। যারা চাল কিনে ছিল, তাহারা চাল কেটে নিয়ে গেল। গোমস্তা জমীর মূল্য আত্মসাৎ করলেন। তাঁরওত খরচা হয়েছিল ?

কথা শুনিয়া কার্ত্তিক রায়ের মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল। শ্যামা বা প্রভুরাম অন্ধকারে তাহা দেখিতে পাইল না ; দেখিলে ভয় পাইত।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বিদায়

কার্ত্তিক রায় কিছুকাল চুপ করিয়া রহিল। আর এক জায়গার আর এক দিনের নাটমন্দিরের কথাবার্ত্তাগুলা, অতীতের "র‍্যাডিয়ো" স্পন্দনের মত তাহার কানে বাজিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, ক্লিষ্ট সংযত স্বরে বলিল. "ধৈর্য্য আবশ্যক, চক্রবর্ত্তী মহাশয়, আর কিছু দিন সহে থাকতে হবে। ঢালতলোয়ারের জোরে বেড়া প্রাচীর তুলে, মানুষকে আর অনেক দিন তার পিতৃসম্পত্তি থেকে বেদখল করা যাবে না। পৃথিবী সকল মানুষের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে। সনন্দ বা আসুরিকবল, তাহার কোন অংশকে সাধারণের ভোগ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, একজনের হাতে তাহা জমিয়ে দিতে পারবে না। বাহুবল, সৈন্যবল, ধ্বংসদৈন্য সৃষ্টি করতে পারে, নূতন সত্ব সৃষ্টি করতে পারে না। কিছুদিন অপেক্ষা কত্তে হবে, চক্রবর্ত্তী মহাশয়, চাইকি আমরাও দেখে যেতে পারি, এদেশে সত্যযুগ এসেছে।

চক্র। সত্যযুগ ?

কার্ত্তিক। সত্যযুগের মানে হচ্চে, যে যুগে ব্যক্তি মাত্রেরই সত্যসিদ্ধি হয়েছে। অনেকে এখন বুঝতে পেরেছেন, একটা মানুষকে ঠকিয়ে, একটা জাতিকে বঞ্চিত করে, অপর মানুষ, বা

অপর জাতি, ধনবান বা রাজ্যবান হতে পারেন, কিন্তু তাহাতে তাহার সুখশান্তি বাড়ে না—বাড়ে কেবল ঝঞ্চাট, দ্বন্দ্ব, কলহ। আমি এমন দু'এক জন লোক দেখেছি যাঁরা বহু অর্থ উপার্জ্জন করেছেন, কিন্তু জীবনে কখন বাক্স সিন্দুক রাখেন নাই।

চক্র। আজকালের ভাগবতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার মত, এ বোধ হয় আপনার সত্যযুগের আধ্যাত্মিক স্বপ্ন, রায় মহাশয়।

কার্ত্তিক। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আমি ভাল বুঝতে পারি না। ভগবান, মনুষ্যাকারে জন্মগ্রহণ করেন, গরু চরান, গোয়ালার ভাত-খান, কালীয়দমন করেন, এ সকল কথা সহজ সটান বিশ্বাস করা যায়, আর আহিরিণীর বস্ত্র লয়ে পলায়ন, বা পূর্ণিমার বনে সুন্দরী সংঘে তাঁর নৃত্য-গীতটা গলাধঃকরণের বেলায়, আমার বিশ্বাসের গলায় কেন যে একটা খেঁজুর কাঁটা বিঁধবে, কেন তার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আবশ্যক হবে, এ কথা আমি বুঝতে পারি না।

চক্র। বৈষ্ণবপদকর্ত্তাদের পদাবলী, সাংখ্যবেদান্তের সংজ্ঞা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া, আর সুখের বাসরে, ফুলের চাদর তুলে ফেলে, প্রেমিক দম্পতিকে পাঁকাটীর বিছানায় শোয়ান, দুইটাই এক কথা। তাহাতে ''হাড়মড় মড়ানি' সারতে পারে, যৌবনের স্বপ্ন কিন্তু খুব চটপট উড়ে যায়। রসতত্ত্বের সাধনা ব'লে একটা সাধনা আছে, রায় মহাশয়। রূপ-রসের সাগরে তলিয়েও

মানুষ ভগবান স্পর্শ করতে পারে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি। শুধু-রসে, রস বড় মধুর ; রাসে (রসের বিকারে) মাতলেই কিন্তু দুঃখকষ্ট এসে জুটে।

কথাটায় কার্ত্তিক রায়ের চোখের সামনে যেন একটা আলোর সোজা-সড়ক খুলে গেল। রায় বুঝিল এ কথাটা চক্রবর্ত্তীর বইপড়া জ্ঞান নয়। জীবনে এই তার সিদ্ধ সাধনার গায়ত্রী মন্ত্র। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, কার্ত্তিক রায় জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সন্তানাদি কি, চক্রবর্ত্তী মহাশয় ?

চক্র। আমি বিবাহ করি নাই, শুধু পুঁথি পড়েছি।

কার্ত্তিক। তাই দেখচি ! যে রসতত্ত্বের কথা বল্লেন—পুঁথি-পত্তরের মত অবাস্তব জগতে বাস না করলে, তার সাধনা চলে না।

উদ্ধব, নৌকার পিছনে বসিয়া চকমকি ঠুকিতেছিল, বলিয়া উঠিল, "এজ্ঞে !—বেশ করেছ, দাদাঠাকুর, বৌ বিয়ে গরীবের লয়, রোগাভাঙড়োর লয়—দয়া করে ছেলেমানষের কথাটা চরণে রেখবে !"

একটা কথার মত কথা বলা হইয়াছে বুঝিয়া উদ্ধব, মাধব মাঝির পিঠে দুইটা কনুয়ের গুঁতা মারিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে চকমকি ঠুকিতে বসিল। সনাতনের গৃহে বাসকরার জন্য বোধ হয় উদ্ধবের ধারণা হইয়া থাকিবে, বিবাহিত লোকের পক্ষে অকাল মৃত্যু একটা মহাপাতক।

কার্ত্তিক রায় নীরব—ভাবিতেছিল, পড়ার মত পুথি পড়ার এই কল্যাণময় ফল। অপবাদ, গৃহধ্বংস, দেশত্যাগ, বুকের ভিতর তাহার এত বড় একটা ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, চক্রবর্ত্তী কিন্তু, প্রাণের সে তটপ্রপাত ভুলিয়া, যথার্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মত, এ সকল বাদজল্পে হাসি মুখে যোগদান করিতেছে। এ দেশের ব্রহ্মবিদ্যার মত ব্রহ্মবিদ্যা নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণকে ভুলাইয়া ভদ্রপুরে রাখা যায় না কি? কার্ত্তিক রায় মনে মনে তাহারই একটা উপায় চিন্তা করিতেছিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া, চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মধ্যাহ্নে নিদ্রা হয় নাই। শরীরটা বোধ হয় অসুস্থ বোধ হচ্ছে?"

কার্ত্তিক। দিনে ঘুমান আমার অভ্যাস নাই। আমি ভাবছিলেম, মানুষ যে অবস্থায়ই পড়ুক না কেন, জগদম্বা তাহার একটা উপায় করে দেনই।

চক্র। ও রায় মহাশয়—তবে শুনবেন?

কার্ত্তিক। বলুন।

চক্র। এই ব্রাহ্মণকন্যার জমী সম্বন্ধে যখন উকিলের কর্ম্মচারী, জমীদারদের সদরসেরাস্তায় তদন্তে আসেন, আমি তাঁর সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করি। কর্ম্মচারী নির্ম্মম লোক ছিল না। আমায় তিনি বলেন, ব্রাহ্মণ, যদি এই সকল দলীল একবার উকিল বাবুকে দেখাতে পার, আর তাঁর স্ত্রীকে একটু অনুরোধ করতে

পার, তাহলে নিশ্চয়ই ছাড় পাও। তাঁর উপদেশ মত, আমি শ্যামাকে সঙ্গে নিয়ে কলিকাতায় যাই। কর্ম্মচারী উকিল বাবুর গৃহিণীর সঙ্গে শ্যামার সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। ব্রাহ্মণের কন্যা—ষোড়শী—সুন্দরী—বড় সরল প্রকৃতি। তিনি বাবুকে বলে আমাদের জমী ছাড়িয়ে দেন। কার্য্যসিদ্ধি হলো বটে ; কিন্তু পঞ্চানন যা দিলেন, হুতাশন তা গ্রাস করলেন। আমরা কাল ফিরে এসেছি।

কার্ত্তিক। উকিল বাবুর নাম কি ?

প্রভু। প্রদীপ গাঙ্গুলি।

আকাশ ভাঙ্গিয়া বজ্রবৃষ্টি হইলেও উদ্ধব অতটা চমকাইত না। নৌকার ছতরির ভিতর মুখ ঢুকাইয়া, উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিল "পদীম গাংগুলি, কোন পদীম গা, প্রভুরাম দাদা ?

রায় মহাশয় বলিলেন, "উদ্ধব—মাঠাকরুণ বসে আছেন না ?—বাইরে মাথা নেযা। এক নামে জগতে লক্ষ লক্ষ লোক আছে।" উদ্ধব মাথা হটাইয়া নিল—কাণ হটাইল না।

প্রভুরাম চক্রবর্ত্তী আবার আরম্ভ করিলেন, 'আপনাদের গ্রামের নিকটেই তাঁর বাপের বাটী। নাম কি তাঁর ?—হাঁ হয়েছে—সরমা !"

উদ্ধব ভাবিল, সহর ভেল্কীর জায়গা। পাড়াগেঁয়ে লোক সহরে নাম-কামের জন্য যায়। কেউ বা নাম কমায়, কেউ বা নাম বাড়ায়। উদ্ধব তাই শ্যামাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সেই সরমাকে দেখাতে পার, দিদিঠাকরেণ ?"

কার্ত্তিক রায়, উদ্ধবকে থামা দিয়া বলিয়া উঠিল,” “আঃ—চুপ কর্, উদ্ধব। অবস্থানুসারে, প্রকৃতিভেদে, মানুষের নাম কমে বাড়ে, তোর তাতে কি ?” উদ্ধব চুপ করিল।

প্রভুরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাদের ঘাট হইতে জাহাজ ঘাট কতদূর ?

কার্ত্তিক। নিকটেই। আপনাকে তুলিয়া দিয়া, তবে আমরা যাইব।

প্রভু। আপনার বিশেষ অনুগ্রহ।

কার্ত্তিক। তবে এইবার একটা নিগ্রহের প্রস্তাব করতে পারি কি ? আমার অনুরোধ, আপনি এইখানেই কোন কাছাকাছি গ্রামে বাস করেন। পণ্ডিতের সংসর্গ তাহলে আমার ভাগ্যে জুটে যায় !

চক্র। এ দেশে কি আছে, কি ব্যাপার সম্ভব, যাতে খাওয়া-পরা, বসবাস সব খরচ কুলাতে পারে, রায় মহাশয় ? একজনের মুখাপেক্ষী হওয়া ভিন্ন উপায় আছে কি ? কাহারও গলগ্রহ হতে প্রবৃত্তি নাই।

কার্ত্তিক। কলকেতায় গিয়ে কি করবেন ? আপনার সেথায় কেহ সহায় বা পরিচিত আছেন কি ? একেবারে অজ্ঞাত-কুলশীল, সহায়হীন ব্যক্তির প্রথমে সেখানে অত্যন্ত ক্লেশ হবারই আশঙ্কা করি।

চক্র। কোন কাজ জুটাতে না পারি, ব্রাহ্মণের ছেলে পাচক বা পূজারির কাজ ত করতে পারবো। আমি আর এই ব্রাহ্মণ কন্যা একসঙ্গে থাকলে, পরস্পরের সুখাসুখের ভাবনা বড় ভাবতে হবে না। আমাদের গ্রামে একজন কৈবর্ত্ত কন্যা ছিল, নাম তার ইচ্ছাময়ী—খাদ-কসার কাযে শুনি—কলিকাতায় সে কোটাভিটা করেছে। ধান ভেনে, চাল কেঁড়ে, এখানে সে একখানা খড়ো ঘরও বাঁধতে পারত না।

উদ্ধব বলিল, "ছেলেমানষের কথা ছিচরণে রেখবে, এজ্ঞে। ক'লকাতায় কলির বর আছে, খাও দাও, ঘর দোর কর। এক কড়া দেশে আনো দেখি?"

শ্যামা চুপি চুপি বলিল, "দেশ!—দেশ কোথা?" চক্রবর্ত্তী বলিলেন, "আমাদের ফেরবার জায়গা কোথা, উদ্ধব? কার আশ্রয়ে যাব? যার আশ্রয়েই যাব, সে আপনার দাতাগিরির মুখপাতের মত, নমুনার মত, আমার জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলো খুলে দশের সামনে ডালা সাজিয়ে বসবে। বাপদাদা কখন ভিক্ষা মাগেনি। আমিও পারবো না, উদ্ধব।

কার্ত্তিক শুনিয়া বলিল, "ব্রাহ্মণ;" আর কিছু বলিতে পারিল না।

দেখিতে দেখিতে সূর্য্যোদয়ে ঘাট পরিস্ফুট হইল! কার্ত্তিক রায় "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া নৌকা হইতে নামিল—পিছনে চক্রবর্ত্তী, শ্যামা ও উদ্ধব।

ধীরে ধীরে, মৃদুস্বরে "মাগো স্থান দাও" বলিয়া, শ্যামা গলায় কাপড় দিয়া গঙ্গাকে প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া উঠিতে দুইবিন্দু চোখের জল বিধবার গণ্ড বহিয়া পড়িল—আর তাহার উপর পড়িল সে দিনের সেই প্রথম সূর্য্যকর।

চক্রবর্ত্তী ও রায় মহাশয় যখন স্নান সন্ধ্যা করিয়া ঘাটে নামিতেছিলেন, উদ্ধব তখন নৌকায় ঢুকিয়া, আপনার কোমরের একটা ক্ষুদ্র বেটুয়া হইতে, একখানা দশটাকার নোট বাহির করিয়া, চক্রবর্ত্তীর ক্যাম্বিসের ব্যাগের মুখ ফাঁক করিয়া, তাহার ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিল। তাহার পর বড় নিরীহ গোবেচারর মত, জমাট-বোকামি-মাখা-মুখে, সেই ব্যাগহস্তে তীরে আসিয়া দাঁড়াইল।

কার্ত্তিক রায় দেখিল, পৌষের প্রভাতে পূর্ব্বাকাশের মত, শ্যামার মুখখানি—পাণ্ডর—অন্ধকারমাখা। জাহাজ ঘাটের সম্মুখে আসিল। মাধব ডিঙ্গী খুলিয়া চক্রবর্ত্তী ও শ্যামাসুন্দরীকে জাহাজে তুলিয়া দিল। উদ্ধব কেবল বারম্বার বলিয়া দিল, "ব্যাগটা নিজের কাছে রেখবে, চক্কত্তী মশুই"। ষ্টীমার ছাড়িল—শ্যামার আজন্ম অতীতকে পিছনে ফেলিয়া।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কুটুম্বিতা

যতদূর দেখা গেল, উদ্ধবের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রায় মহাশয়, কপালে হাত দিয়া, রৌদ্র আড়াল করিয়া, ষ্টীমারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। জাহাজ আর একটা বাক ঘুরিল, রায় মহাশয় তথনও চাহিয়া আছেন। দেখিয়া শ্যামা ষ্টীমার হইতে গলায় কাপড় দিয়া তাঁহাকে উদ্দেশে প্রণাম করিল। তাহার পর আর কিছু দেখা গেল না।

উদ্ধব ও কার্ত্তিক রায় পুষ্পপুরের গ্রামের পথে ঢুকিল। অনেকক্ষণ কার্ত্তিক রায়কে নীরব দেখিয়া উদ্ধব, তাহার সেই ধকানী বিষণ্ণতাটা ভাঙ্গাইবার জন্য, দুই একবার ক্রুদ্ধ বৃষের মত আওয়াজ ছাড়িয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না দেখিয়া, সে আবার আরম্ভ করিল—"এজ্ঞে!"

কার্ত্তিক। কি উদ্ধব?

উদ্ধব। এজ্ঞে বুদ্ধিটে যেন জাতহরণীতে হ'রেলেগেল!—একটা সোজা হিসেব, দণ্ড দুই ধরেও ঠিক পাচ্ছিনে।

কার্ত্তিক। কিসের হিসেব?

উদ্ধব। দেন হয়ে গেছি গো!—দশ টাকা। বড় যা তা সয়

গো !—বেহ্মসত্ত্ব—বামনের পয়সা। ইঃ !—দেন বল্লেও বলতে পার, চুরি বল্লেও বলতে পার, দারি বল্লেও বলতে পার !

কার্ত্তিক। কার কাছ থেকে কর্জ্জ করেছিস ?

উদ্ধব। তুমি টের পাবে, এজ্ঞে—তোমাকে কিছু ছাপা থাকবেলি। এই ধর, ঐ যে বারটাকা—বলতে গেলে ঐ বার টাকাই—আমার দেন ব'লতে হবে। তাতেও চুকলে হয় !

কার্ত্তিক। আবার দু'টাকা বাড়লো কি করে ? চোখের পালটে দুটাকা সুদ বাড়লো ?

উদ্ধব। সুদ লয়গো !—পবাচিত্তি !

কার্ত্তিক। প্রায়শ্চিত্ত কিসের ?

উদ্ধব। লা, বলে আপ্পুসার কন্নু—তবেই ত হলো !

কার্ত্তিক। চুরি !—কার চুরি করেছিস, উদ্ধব ?

উদ্ধব। এঁজ্ঞে—তোমাব।

কার্ত্তিক। আমার ?

উদ্ধব। হয়েছে—হয়েছে এঁজ্ঞে, ঠাওর পাওলি ! কাল ঝুঁঝকি বেলায় একখানা দশ টাকার লোট দিয়েছিলে না ?—আমায় পথ খরচার জল্যে ?—তোমার মনে লেই—মনে লেই ! আমি সেই গেঁজেটা অম্‌নি কোমরে বেঁধে রেখেছিনু। উদ্ধবের কোমর থেকে গেঁজে ছিলিয়ে লেয়, এমন সেঙ্গাৎ এখনো জল্মায়লি, রায় ম'শুই।

কার্ত্তিক। তাতে কি হলো?

উদ্ধব। চক্কত্তী দাদার, আর সেই বামুনঠাক্‌রুণের লাড়ী লক্ষেত্তরের খবর ত আমি জানি গা!—হেঁটে কোলকেতা যাচ্ছিলো!—রাহা খরচ?—বলে বাতাসা কেনবার একটা পয়সাও সঙ্গে লেই। আমি তোমার সেই দশটাকার লোটখানা চক্কত্তীর ব্যাগের ভেতর ফেলে দিয়েছি। আমার ধান রোয়ার মজুরি, বার টাকা, তুমি বেবাক লিয়ে লেবে, এঁজ্ঞে!

কার্ত্তিক রায়ের মুখখানা হীনতায় কাল হইয়া গেল। দেখিয়া উদ্ধবের মনে ভয় হইল, না জানি কি অপরাধই হইয়াছে—কি অনর্থই বা ঘটে। কিছুক্ষণ পরে, ভাঙ্গাস্বরে কার্ত্তিক রায় বলিল, "তুমি চোর নও, উদ্ধব!—তুমি মূর্ত্তিমান চতুর্ব্বেদ। অমন চুরিতে মানুষ জগদম্বার পাদপদ্ম চুরি ক'রে আনে! আমি মূর্খ, বর্ব্বর—সমস্ত রাত কথা কহেও যা বুঝতে পারি নি, এক নজরেই তুমি তা দেখতে পেয়েছ। তুমি ব্রাহ্মণ, উদ্ধব;—আমি বাস্তবে বাগ্‌দী।

উদ্ধবের ধড়ে প্রাণ আসিল। বড় অপরাধীর মত হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে সে বলিল "আমি ছিচরণে ভিত্ত্যু, লারায়ণ!—লারাণে, লারাণের মা, আমরা সকলেই জন্ম জন্ম, তোমার ছিচরণের ভিত্ত্যু। ওকথা ব'লবেনি—ও হলো অপরেধে কথা। আমরা ছোট জাত্, রায় মশুই!"

কার্ত্তিক। তুমি আমি সকলেই একজাতি, উদ্ধব,—মনুষ্য জাতি। শুধু পয়সার গোমরে, রোজগারের গোমরে, মানুষ নিজেকে বড় লোক, দেবতা বলে মনে করে। কে হাড়ী, উদ্ধব?—যে মাথায় করে ময়লা ফেলে, না যে প্রাণের ভিতরে, বুকের ভিতর করে ময়লা বহে বেড়ায়?

"লিব্যস"—লিব্যস" বলিয়া, উদ্ধব, হাঁ করিয়া কার্ত্তিক রায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বোধ হয়, কথাটায়, বাগদীর ছেলের বুকের ভিতর, সেই মুহূর্ত্তে একটা নূতন চক্ষু প্রথমে ফুটিয়া উঠবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় বাঁধা ঘাটের পথে অনন্তরাম রায়, স্নান করিয়া, ফিরিতেছিলেন। কার্ত্তিককে দেখিয়া, তিনি আনন্দে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যে!—এত সকালে, বাপধন, কোথা থেকে?"

অনন্তরায়, উদ্ধব ও কার্ত্তিককে সঙ্গে করিয়া যখন "মুখুয্যে" বাটীতে আসিয়া দাঁড়াইলেন, শ্রীমতী মাতঙ্গদেবী তখন দালানে দাঁড়াইয়া মালা জপ করিতেছিলেন। কার্ত্তিক ও উদ্ধব তাঁহাকে প্রণাম করিল। মাতঙ্গী একটু মাথার কাপড় টানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ ছেলে দুটী কে? অনন্তরাম উত্তর করিলেন, "এইটি আমার ভ্রাতষ্পুত্র কার্ত্তিক, ওইটির নাম উদ্ধব, আপনার বেয়াই বাটীর লোক।"

ভদ্রপুরের নাম শুনিয়া, জীর্ণ পুরাতন অর্গেনের মত,

মাতঙ্গী দেবীর বুকের সকল পরদার চাবি ঠেলিয়া একটা আলোর বৈতালিকী বাজিয়া উঠিতে চাহিতেছিল, কিন্তু বোবা ক্লেশের বেসুরা "হুস্ হাস্" ভিন্ন সেথা আর কোন স্বর বাহির হইল না।

অনন্তরায় অবস্থা বুঝিয়া বলিলেন, "কার্ত্তিক অনেক দিন আমায় দেখে নাই, তাই দেখা করতে এসেছে। আপনাকে প্রণাম না করে সে আমার বাড়ী ঢুকতে রাজী নয়; তাই সঙ্গে ক'রে এনেছি।"

মাতঙ্গী অনেকটা সামালাইয়া উঠিয়াছিলেন। আর একটু ঘোমটা টানিয়া, তিনি বলিলেন "তা বেশই হয়েছে—আমাদের ভাগ্যি!—আসা যাওয়া ত এ ভিটের অনেক দিনই উঠে গেছে। এ বেলা এইখানেই থাক—ওবেলায় না হয় বাড়ী যেও, রায় দাদা।" তখন মাতঙ্গী দেবী, "ও ইচ্ছে, ও দয়ামাসী, রায় দাদার পূজোর ঠাই করেদে—এঁদের নাইবার বেবস্থা ক'র, বলিয়া অন্দরের দরোজায় মহা গোলমাল বাধাইলেন।" ঠিক কুটুম্ব না হোক, কুটুম্বের দেশের লোক এসেছে ত?—হায় বাঙলা দেশ!

স্নানান্তে কার্ত্তিক উদ্ধব ফিরিয়া আসিলে, মাতঙ্গী আসিয়া দালানে বসিলেন। উদ্ধব, উঠানে বসিয়া, গণ্ডা বারো সন্দেশে দই মাখিয়া পূর্ব্ব রাত্রের উপবাসের শোধ লইতেছিল।

মাতঙ্গী বলিলেন, "তুমি রায় দাদার ভাইপো, কার্ত্তিক, আমারও ভাইপো। আমার ছেলে পুলে নেই, উদ্ধব,—আজ কাৰ্ত্তিকের কল্যাণে তোমাকে পেয়েছি। তুমি আমার ছেলে। যেমন না বলা-কওয়া এসেছ, তেমনি একমাসের আগে যেতে পাবে না"। উদ্ধব একমুখ সন্দেশ চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "এজ্ঞে—এমনটা যে ঘটবে, সেটা আমি সকালেই মালুম পেয়েছিলুম।" কার্ত্তিক বলিল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, পিসীমা। আপনার বিনা হুকুমে আমরা যাব না।" মাতঙ্গী বলিলেন, "আমি হেঁসেলে যাচ্চি, কার্ত্তিক, কোন বিষয়ে লজ্জা করা চলবে না, বাপু"।

দুই চোখে দুইটা শিশিরগাঁথা কুয়াষা লইয়া মাতঙ্গী ফিরিয়া গেলেন। অনেক দিনের পর, "মা", "পিসীমা" শব্দ, বুকের ভিতরে তাঁর সুপ্ত মাতৃত্বকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল। হায়,—পুরাতন বাংলার পল্লীস্নেহের বল্লীস্নিগ্ধ সরলতা!—তুমি কোথায় লুকাইয়া পড়িয়াছ?

বেলা তৃতীয় প্রহরে, আহারান্তে কাৰ্ত্তিক রায়, নির্ব্বাণদত্তের সেই বইখানা অনন্তরায়ের হাতে দিয়া, পড়িতে অনুরোধ করিল। উদ্ধব, অজগরের মত আড় হইয়া পড়িয়া, ভাবিতে লাগিল, ব্যঞ্জনপাতি, দই সন্দেশ যদি, রোজ রোজ এইরূপ চিতেন পরচিতেন মারিতে থাকে, তাহা হইলে স্বশরীরে ভদ্রপুর ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

বড় বাড়ীর বড় কথা

দিনান্তে, কক্ষে কক্ষে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। এমন আলোক অনেক দিন মাতঙ্গীর বাটীতে জ্বলে নাই।

মাতঙ্গী বলিলেন, "পূজোর আর দেরী নেই, বাবাজী। এবার তোমাকে সব কত্তে হবে। আমি, রায়দাদা বুড়োর দল এবার কোন কাযে হাত দেবো না। কি বল, রায়দাদা, আমি কার্ত্তিককে একথা ব'লতে পারি কিনা?"

দীপশিখা মাথা নোয়াইল। দেয়ালের ছায়া মাথা নোয়াইল, অনন্তরায় মাথা নোয়াইয়া সায় দিলেন। দেখিয়া, কার্ত্তিক রায় বলিল, "ও কথা কি আর ব'লে দিতে হবে, পিসীমা? তবে, আমি নাকি অনেক ঝঞ্ঝাট নিয়ে থাকি, সময় কুলাতে পারবো কি?

মাতঙ্গী। কিসের এত ঝঞ্ঝাট গা? বেটা বেটীর বিয়ে দিচ্ছ নাকি?

কার্ত্তিক। আমার ছেলে মেয়ে হয়নি—পাঁচ জনের পাঁচ খবরেই সময় কেটে যায়। আপনার এখানে আসতে আসতে

এক ঘটনা দেখলুম, তার একটা খুব জরুরি খোঁজ খবর দরকার। উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করুন না!

মাতঙ্গী। কি রকম গা, উদ্ধব?

উদ্ধব তখন বার কতক গলার জোয়ারি সাফ করিয়া "এজ্ঞে!"—"বাম্‌নের সব্বনাশ." "ভিটেনাশ," "বনবাস" প্রভৃতি মুখপাতি কথার আরম্ভ করিয়া, শ্যামা ও প্রভুরাম সম্বন্ধে যত গুলা দুঃখের কাহিনী তাহার জানা শুনা ছিল, তাহার ব্যাখ্যান করিল। শুনিয়া মাতঙ্গী বলিলেন, "হরি রক্ষে করেছেন যে, আমাদের গাঁয়ের কেউ এ কাজ করে নি! কেন তাদের এখানে আন্‌লিনি, বাপু?"

কার্ত্তিক। স্বীকার করি, এখানে আন্‌লে তাদের একটা আশ্রয় মিলে যেত ভাত কাপড়েরও একটা ব্যবস্থা হতে পারতো। কিন্তু. দানে দেশ চলে না, পিসিমা। দুই এক জনের দয়ায়, দেশের লোকের প্রতিপালন হতে পারে না। পল্লীগ্রামে কী রোজগার আছে, কী রোজগারের উপায় আছে? পল্লীগ্রামে আপনি লোক আট্‌কে রাখতে পারেন কি?

মাতঙ্গী। চার্ কালইত পল্লীগ্রাম আছে, বাপু। পাড়া গেঁয়ে লোক কি চার কালই উপোষ করে মরেছে? তা—নয়; যমে মারলে মানুষ কি কত্তে পারে"! অনন্ত রায় বলিলেন, "ঠিক!—পাকা কথা!"

কার্ত্তিক। ঠিক কথা কি ব'লছেন, কাকা? ক'লকেতা ও ত একদিন যমের বাড়ী ছিল। জ্বর, অতীসার, ওলাউঠা, এই তিনটা ব্যারামের একটাতেই ত লক্ষ লক্ষ মানুষ সাবাড় হয়ে যেত। তবু ক'লকেতা, সহর, স্বর্ণপুরী হয়েছে কেন? শুধু সেথায় রোজগার ছিল বলে। লক্ষ লক্ষ লোক রোজগারের আশায় ক'লকেতায় এসে বাস ক'ত্তে লাগলো বলে।

অনন্ত। তুমি কি বলতে চাও, কার্ত্তিক গাঁয়ে থেকে, চাষবাস, জাত-ব্যবসায় লোকের জীবিকানির্ব্বাহ হয় না?

কার্ত্তিক। এখন বোধ হয় সকলের তা'তে কুলায় না। আপনার বাঙ্গালা চাষী আছে, মজুর কিন্তু সবই বিদেশী লোক। জাত ব্যবসা ব'লে কোন জিনিষ আর দেখতে পাওয়া যায় না; কারণ আপনার সমাজ নেই, বর্ণধর্ম্মকে পাহারা দেবে কে? তাঁর পর, পিতামহের দশ বিঘা জমি, পৌত্রের কোঠায় এসে পৌঁছিতে, এত ভাগ, এত টুকরা হয়ে যায় যে, এক এক পৌত্রের হিস্যায় চটকমাংসেরও অধিক পরিমাণ পড়ে না। লোক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাই সকল লোককে চাষের কাযে টেনে নিতে পারা যায় না। জমীর বাটোয়ারা যাতে না হতে পারে তারই ব্যবস্থা আগে করা দরকার। জোত চাষ থেকেই, অন্য জোত কারবার, জোত রোজগারের পথ হবে। দেশে চাষবাস ফিরিয়ে, আনতে গেলে, আগে দায়ভাগকে দরিয়ায় ভাসান দরকার, কাকা!

অনন্ত। ঐ বইখানার শিক্ষেদিক্ষে তোমার হাড়ে হাড়ে ঢুকেছে দেখছি, কার্ত্তিক।

কার্ত্তিক। আকাশের মত সত্যও সর্ব্বব্যাপী, কাকা। জগতে যে সকলের সুখ খুঁজে, সংসারে দুঃখ কষ্ট, অন্যায় উৎপীড়ন মুছে দিয়ে, শিশুর অন্নপ্রাশনের মত, মানুষের স্বর্গ-প্রাশন সংস্কার করতে বসে, তার কথা না শুনে, না মেনে, থাকা যায় কি ?

মাতঙ্গী। সে কে, কার্ত্তিক ? তার নাম কি ?

কার্ত্তিক। যিনি এই ছোট বই খানা লিখেছেন, পিসিমা—তিনি। এখানাকে ঠিক বই বলা যায় না—এখানা বরং বাঙ্গালীর দুঃখের গোলোকধাঁধা ভেদের নক্সা।

তখন দয়াময়ী মাতঙ্গীর কাণেকাণে বলিল, "বসে আছ কি রাত হয়ে যাচ্ছে! রান্নাবাড়া ক'রবে কখন ?" শুনিয়া কার্ত্তিক বলিল, "না পিসিমা আপনি ব্যস্ত হবেন না ; আমরা রাক্ষস নই! কাল দুপুরে খিদে পেলেও বুঝবো খুব অগ্নির জোর! বসুন, পিসিমা, দুপুরে আমাদের দুর্বাসার পারণ হয়ে গেছে! তার চেয়ে বসে দুটো কথা শুনুন। আমাদের দেশে অপুত্রক ধনবানে পোষ্যপুত্র নেয়—এডমিনিষ্ট্রেটরের হাতে সম্পতি দিয়ে যায়। পোষ্যপুত্র কতকগুলো কুপোষ্য পুষে বিষয় উড়িয়ে দেয়, এড্‌মিনিষ্ট্রেটররা বিভীষণ হয়ে দাঁড়ায়। এমন লক্ষ, কষ্টার্জিত-সম্পত্তি চোখের উপর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তবুও আমার পয়সা খাটিয়ে

দুঃখীর খোর পোষ হউক, ধ্বংসের বদলে পুরুষানুক্রমে, সে ধন ফেঁপে ফুলে সংসারে একটা কল্পবৃক্ষ হয়ে দাঁড়াক, এমন ব্যবস্থা কোন লোককে এদেশে কত্তে দেখেছেন কি? আমার একান্ত প্রার্থনা, পিসিমা, আপনি আপনার পৈত্রিকসম্পত্তিটা এমনি দেবত্তর করে যান!

মাতঙ্গী। আমি না হয় এমনি একটা দেবত্তর সৃষ্টি কল্লুম। তার অধ্যক্ষ, কি মহন্ত হবে কে? তিনি যে বিষয় বা মূলধন আত্মসাৎ ক'রবেন না, তার জামিন কোথা?

কার্ত্তিক। তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মানুষ মেলে না, আমরা খুঁজতে জানি না বলে। প্রত্যেক লোক যদি নিজের সর্ব্বস্বটা সবাইকে দেয়, তাহলে মানুষের সর্ব্বস্বটা একরূপ অক্ষয় অবিনাশি হয়ে উঠে; আর প্রত্যেকের—"নিজস্বটা"ও সর্ব্বব্যাপী হয়ে দাঁড়ায়। এ কথা যাঁর বিশ্বাস, এই সিদ্ধির যিনি সাধক, তাঁর হাতে কোন জিনিষ দিতে অবিশ্বাস হতে পারে?

দয়াময়ী আবার মাতঙ্গীর কাণে কাণে কি বলিয়া দিল। মাতঙ্গী বলিলেন, "আমার হুঁস ছিল না বাপু, আজ রাত হয়েছে, কাল সারারাত ঘুম হয় নি, আজ একটু সকাল সকাল ঘুমোওগে! সামান্য একটু জলযোগ করে নিয়ে শুয়ে পড়।"

জলযোগে কেহ রাজী হইল না। শয্যা প্রস্তুত ছিল, কার্ত্তিক শয়ন করিল। দয়াময়ীর দল লইয়া মাতঙ্গী আপন কক্ষে প্রবেশ

করিলেন। শয়নের অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত তাঁহার নিদ্রা আসিতেছিল না। উৎসবের আনন্দের মত একটা সুখের প্রেরণারবলে তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। তাহার পর সাত পাঁচ ভাবিয়া ডাকিলেন "দয়া মাসী!" দয়া উত্তর দিল, "এই যে আছি—বল না কি?"

মাতঙ্গী। কার্ত্তিকের বৌকে পূজোর সময় হেথায় আনলে হয় না? কাল সকালে কার্ত্তিককে বলে উদ্ধবের হাতে চিঠি দিয়ে পাঠাব মনে কচ্চি!—কি বলিস্?

দয়া। এর চেয়ে আর সুখের কথা কি আছে, মাসী? যশোদা, কৌশুল্যে, আমি কাল থেকে তোমায় এ কথা ব'লবো ব'লবো মনে কচ্ছিলুম।

মাতঙ্গী। এবার কোজাগর পূর্ণিমেয় "গেরণ" হবে। আমি "পুরশ্চরণ করবো মনে কচ্চি। বৌমা এলে জোগাড় যন্তর আর আমায় কিছু দেখতে হবে না।

দয়া। তা আর একবার কোরে ব'লচো!

মাতঙ্গী। দেখ্ মাসী, আমার কেমন মনে হয়, এবার আমার শেষ পূজো। কার্ত্তিক আজ সন্ধেবেলায় একটা কথা ব'লেছিল, কথাটা খুব ভাল বলে আমার মনে হয়। আমার বাপের যা কিছু আছে আমি সবই দেবত্তর করি। ভোগ করবার ত কেউ নেই!

দয়া। ও কথা কি বলতে আছে, মা? তুমি যতদিন, গাঁয়ে ততদিন তবু একখানা বড় পূজো আসছে!

মাতঙ্গী। পূজো উঠবে কেনরে, পাগলী? রায় দাদা রইল, কার্ত্তিক রইল, তোরা রইলি, করবি।

পূজার সময় "বৌমাকে" আনাইবার সংকল্প অবশ্যই দয়াময়ীদের একেবারেই মনে আসে নাই। কিন্তু এখন যখন মাতঙ্গীর মহানির্ব্বাণের কথা উঠিতেছে, তখন কৌশল্যা প্রভৃতিকে তাহা আর না শুনান সে ভাল বিবেচনা করিল না। সুতরাং কতকটা রোদন, কতকটা গুঁতনের সাহায্যে, সে তার ভগ্নীদ্বয়কে জাগাইয়া তুলিল। তাহার পর দয়ামাসীর দল, সারি বাঁধিয়া কাঁদিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া, মাতঙ্গী বলিলেন "মরণ আর কি! চুপ কর্‌!—এখনি ছেলেটার ঘুম ভেঙ্গে যাবে, একটা পাব্বন পোড়ে যাবে! আমি কি এখনই মরে যাচ্চি নাকি?"

বিংশ পরিচ্ছেদ

কোজাগরী

প্রত্যূষে কার্ত্তিকরায় গৃহের দরোজা খুলিয়াই দেখিল, মাতঙ্গী তাহারি অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিয়া কার্ত্তিকরায় বলিল, "সুপ্রভাত!—সুপ্রভাত—পুণ্যদর্শন! পিসিমা, কি মনে করে গা?"

কার্ত্তিক পিসীমাকে প্রণাম করিল। পিসীমার মনে হইল তাঁহার সেই পুরাতন বাটী, সেই পুরাতন পরিজন-পূর্ণই আছে। বাস্তবিকই তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র বোধ হয়, তাঁহাকে প্রভাতি অভিবাদন করিল।

মাতঙ্গী বলিলেন, "আমি তোমায় একটা কথা ব'লতে এসেছি বাপু। আমার এই রাত প্রভাতের প্রথম আবদার তোমায় রাখতেই হবে। পূজার সময় বৌমাকে এ বাটীতে আনাবো। খাওয়া দাওয়া ক'রে উদ্ধব আজই চিঠি নিয়ে রওনা হোক। আমি রায়দাদাকে পত্তর লিখতে বলিগে!"

কার্ত্তিক দু'একবার ওজর আপত্তির চেষ্টা করিল। কিন্তু পিসীমা আপত্তিতে হটিবার মেয়ে ন'ন, বলিলেন, "রায় দাদা সকল ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। তাঁর অসাধ্যি কি আছে?" কার্ত্তিক

তখন নিরুপায় হইয়া বলিল, "তবে আর আমায় জিজ্ঞাসা কেন মা? আপনার জিনিষ. আপনি আবার কার মত নেবেন?" কায মিটে গেল।

অনন্তরায় পত্র লিখিলেন, কার্ত্তিক পত্র লিখিল। মধ্যাহ্নে উদ্ধব ও মাধব মাঝিরা, প্রসাদ পাইয়া, রওনা হইল। সাত দিনের পর আবার উদ্ধব, উমা সঙ্গে নন্দিকেশ্বরের মত, যখন কার্ত্তিকের বধূ. শ্রীমতী মঞ্জরী দেবীকে লইয়া পুষ্পপুরে হাজির হইল, তখনও প্রভাতের আলো গঙ্গার পরপারের গাছ পালার মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই।

পায়ের বাসী-আলতার ম্লান রেখা, পথের ঘাসে শিশির সিক্ত করিয়া, মঞ্জরী যখন মাতঙ্গীর বাটীতে প্রবেশ করিল, তখন সেই স্তব্ধ, হিমস্নিগ্ধ পল্লী আকাশের বুক কাঁপাইয়া, বাঙ্গালার সুধামাখা ললিত-বিভাসে সানাই আগমনী গাহিতেছে—

"গা তুল গা তুল. বাধ মা কুন্তল
পাষাণি, এলো ঐ তোর ঈষাণী"।

কিন্তু দিনের আলোর সঙ্গে, মঞ্জরী অন্দরে প্রবেশ করিলেই, সেথায় একটা হুলস্থুল বাঁধিয়া গেল। দয়াময়ী, কৌশল্যা, যশোদা প্রভৃতি মঞ্জরীর একপিট চুল খুলিয়া, তৈল মাখাইতে বসিল। মাতঙ্গী অবাক হইয়া পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কেবল

দুই একবার চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, “বামুণরা বোধ হয় ভিয়ানে কাঁচা কাঠ জ্বালিয়েছে” ।

সকালসন্ধ্যা, সানাইএর করুণ আবেদন ও সোনালি রৌদ্রের যাদুকরী মায়ায়, মাতঙ্গীর চোক্ষে সমস্ত সংসারটা একটা স্বপ্নছায়া বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। দিন রাত অতর্কিতে কাটিতে কাটিতে, একদিন প্রভাতে যখন দয়াময়ী বলিল, “কাল ত ষষ্ঠী, মাসী। আজ শেষ রাত্তিরে উঠতে হবে। ভিতর দালান ত নিকিয়ে রেখেছি। তুমি এখন অধিবাসের সব বেবস্থা দেখিয়ে দাও।” মাতঙ্গী দেবী শুধু “হুঁ” বলিয়া, আপনার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

বৃদ্ধার জীর্ণ বুকের ভিতর, এ উৎসবের ছায়া, বোধ হয় আজ অনেক দিনের পরই প্রবেশ করিয়া থাকিবে। মাতঙ্গী, আপনা আপনি, বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতেছিলেন—“দাদার ছোট ছেলে বেঁচে থাকলে, আজ কার্ত্তিকের বয়সই হ’তো। মানুষ মরে মানুষই হয়। দাদার ছেলে মরে যে কার্ত্তিক হয়ে জন্মায়নি, এ কথা কে বল্লে? আমি এতদিন যক্ হয়ে এ সব আগলে ছিলেম; আজ যার ধন তাকে ফিরিয়ে দিই! আমার বন্ধন মোচন হবে!

এই বলিয়া, একটা প্রকাণ্ড লোহার সিন্দুকের চাবি খুলিয়া, মাতঙ্গীদেবী ডাকিতে লাগিলেন, “বৌমা, একবার আগে এ ঘরে

এস ত মা!" মঞ্জরী সত্বর গিয়া দেখিল, মাতঙ্গী সিন্দুকের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। মাতঙ্গী কহিলেন, "বৌমা সিন্দুকের ডালাটা তুলে ধরত, মা।" মঞ্জরী তাহাই করিল। বৃদ্ধা তখন ছোটবড় বিচিত্র বর্ণের নানা রকম কৌটা বাহির করিয়া ভূমিতে নামাইলেন। তাহার পর সেই সব কৌটা খুলিয়া, পুরাতন কালের, পুরাতন গঠনের, বিচিত্র মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কার বাহির করিয়া বলিলেন, "এসব তোমার, বৌমা—তুমি আমার বেটার বৌ। আজ বৎসরের দিনে, এসব তুমি পর—আমার চক্ষু সার্থক হোক।" বলিতে বলিতে বৃদ্ধার চোখে দুফোঁটা জল পড়িল। বোধ হয় এই রকম ফোঁটা কতক জলই মনুষ্য জন্মের পূর্ণ সার্থকতা।

পিসীমার মুখের পানে চাহিয়া থাকা ভিন্ন মঞ্জরীর মুখে অন্য উত্তর বাহির হইল না। গৃহস্থের কন্যা, গৃহস্থের বধূ, কখন এত রত্নালঙ্কার সে চোখে দেখে নাই। বিস্ময়ের ভাবটা কতক কমিলে, মঞ্জরী বলিল, "সে কালের দুষ্টু বৌএর বুকে শিল পাথর চাপিয়ে, লোক ডুবিয়ে মার'ত, কোন দোষে আমার বুকে সোনামুক্তার বোঝা চাপিয়ে আমায় মারতে চা'ন, পিসী মা? আমি আপনাকে প্রণাম করি। এ আমার নেওয়াই হয়েছে! এসব যেমন ছিল তেমনি রেখে দিন।" মাতঙ্গী শুধু মাথা নাড়িয়া মঞ্জরীর বাক্যের প্রতিবাদ করিলেন। মঞ্জরী

দেখিল তাহার সেই প্রত্যাখ্যানে, বৃদ্ধার শোকশীর্ণ মুখে যেন মৃত্যুকালিমা ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাই বড় তাড়াতাড়ি সে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, আমি বেছে নিচ্চি। একদিনে কি এত পরা যায়, মা? বাকী সব আপনি তুলে রাখুন, যেদিন যেটা ব'লবেন, সে দিন নয় সেটা প'রবো"।

মাতঙ্গী। তা হলে, এখানে থাকবে, বল!—আমায় ছেড়ে চলে যাবে না?

মঞ্জরী। আপনার সেবা, সেত ভাগ্যের কথা।

মাতঙ্গী অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া, বাকী অলঙ্কার সিন্দুকে তুলিলেন।

তাহার পর, একখানা তাসের সাড়ী আর একটা কাঠের সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া, তিনি মঞ্জরীকে বলিলেন, "বৌমা, আজ মায়ের অধিবাসের সময়, এই কাপড়খানা প'রে আরতি দেখো। এ সাড়ীখানাও তোমার, এখানাও যেন আবার তুলে রাখতে বলো না।"

মঞ্জরী, প্রণাম করিয়া, মাতঙ্গীর হস্ত হইতে সাড়ীখানা লইয়া, আপনার মাথায় ছোঁয়াইলেন।

জ্বরের মত আনন্দের ঘোরে দিনটা যে তাঁহার কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ-কন্যা তাহা ঠিক পাইলেন না। সে দিন সন্ধ্যার সময়, অধিবাসের পূর্ব্বে যখন সানাইএর বসন্ত-

আলাপ, সেই দীপোজ্জ্বল দালানে বাঙ্গালার আনন্দময়ী প্রতিমা প্রদক্ষিণ করিয়া নাচিতেছিল, মাতঙ্গী তখন জীবনের সত্তর বৎসরের জীর্ণ খোলস ছাড়িয়া, আবার সাত বৎসরের বালিকা। আহ্লাদে মাতঙ্গী বলিলেন, "আজ আমার দুটো মা। দু'মায়ের রূপে দালান আলো হয়ে উঠেছে"। মঞ্জরী বলিল, "যে সাজগোজ বার করেছিলে, মা—দশভূজা হলে তবে তা পরবার গা কুলাত"! আরতি শেষ হইল! মঞ্জরীর মাথায় হাত দিয়া, মাতঙ্গী বলিলেন, "তুমি এ ঘর আর ছেড়ে যেও না। এ অন্ধকার পুরে আবার রোজ রোজ দুর্গোৎসব এনো!"

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পূজা সাঙ্গ হইল। নবমীর সন্ধ্যা—আরতির পর, দালান ভরা বালকবৃদ্ধ, ছোট বড় অনেক ভদ্র লোকের মজলিসে, শীতের শুভ্ররাত্রির মত দাঁড়াইয়া, মাতঙ্গী বলিলেন, "গ্রামের মান্য মাতব্বর সকলেই আজ হেথা পায়ের ধূলো দিয়েছেন ;—আপনারা সকলে শুনুন। আজ শেষ পূজার দক্ষিণান্তের সময়, দক্ষিণে দিয়ে আমার প্রাণ ভরে নি। আমি আরো কিছু জগদম্বার পাদপদ্মে, জগতের সেবার জন্যে দিতে চাই। আপনারা সকলেই মত দিন, কেউ কোন আপত্তি করবেন না। আমার বাপের বংশের কেহই নাই। আমার পৈত্রিক সম্পত্তি যা কিছু আছে, আমি তার ষোল আনাই দেবত্বর ক'রেছি। যাঁরা এখন যেমন নিষ্কর বা বৃত্তিভোগ

করেন, তাঁরা চিরকালই, পুত্র পৌত্রক্রমে তেমনি ভোগ দখল ক'রবেন। আমার মৃত্যুর পর, এ সম্পত্তির রক্ষক ও অধ্যক্ষ হবেন আমার দাদা, শ্রীঅনন্তরাম রায় ও সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায়। বার্ষিক দুর্গোৎসব ও কল্যাণীর মন্দিরের নিত্য সেবা, কিম্বা বাটিঘর মন্দিরের মেরামত ভিন্ন, বাকী সমস্ত আয়ের টাকা, এই গ্রামবাসীর কল্যাণে খরচ করা হবে। আমি এই রকম দলীলই লিখে দিয়েছি।

তখন সেই দালানভরা গ্রামবাসার ভিতর একটা মহা কলরব উঠিতে লাগিল। মান্য মাতব্বরেরা, একটু ধাক্কা সামলাইয়া, বলিয়া উঠিল, "এর আর কথা কি? এ যে একেবারে অন্নপূর্ণার দান!—এ আপনার বাপের বংশেরই উপযুক্ত হয়েছে"! অনেকের ঈর্ষা হইল। অনেক ভাবিল, 'মতলবটা ভাল, মহত্তটা মন্দ হয়েছে"।

বাসন্তী পূর্ণিমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর মত মঞ্জরীদেবী, দশমীর সন্ধ্যায়, প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া "বিদায়-বরণ" করিতেছিল। সানাইএর সেই করুণ ক্রন্দন কিন্তু মাতঙ্গীর বুকে, গলিত অঞ্জনের মত, একটা তিক্ত কালিমার বসুধারা ঢালিতেছিল। "কাল যদি মঞ্জরী চলে যায়!" এই দুর্ভাবনাটাই সে ধারার মধ্যরেখা।

বিজয়ার প্রণাম-আলিঙ্গনের পর, মাতঙ্গী, মঞ্জরীকে বলিলেন,

"বৌমা!—গ্রহণে গঙ্গাস্নান না ক'রে তোমার দেশে যাওয়া হবে না! আমার সেই দিনটা তোমায় সেরে দিয়ে যেতে হবে"। সুবিধায় পুণ্য সঞ্চয়ের লোভেই হোউক, আর মাতঙ্গীর, মত্ত মাতঙ্গের মত মায়ার আকর্ষণেই হোউক, মঞ্জরী ও মঞ্জরীর স্বামীকে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত থাকিতে স্বীকৃত হইতে হইল।

পুষ্পপুরে কোজাগরী পূর্ণিমা। সন্ধ্যায়, সেই প্রাচীন বাঁধা-ঘাটের সর্ব্বনিম্ন সোপানের উপর, একখানা রক্ত কম্বল বিছাইয়া আসন প্রস্তুত হইল। মাতঙ্গী, জপমালা লইয়া, সে আসনে উপবেশন করিলেন। তাহার উপরের পইঠার একধারে অনন্ত রায়ের আসন – অপর পার্শ্বে কার্ত্তিক ও মঞ্জরী বসিল। সম্মুখে, জ্যোৎস্নাধৌত গঙ্গাপ্রবাহ ও গঙ্গাধূত জ্যোৎস্না-বক্ষ কাঁপাইয়া শঙ্খধ্বনি উঠিল। সেফালি-সপ্তপর্ণির গন্ধ, সেই আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিতে লাগিল। গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে। পৃথিবীর ধূসর ছায়া চন্দ্র বিম্বের এক কোন স্পর্শ করিল দেখিয়া, মাতঙ্গীদেবী, জগতের সকল আলো-ছায়ার যিনি চিত্রকর, তাঁহার ভাবসত্ত্বায় মগ্ন হইলেন।

সেই রাহুগ্রস্ত চন্দ্রকিরণে, মাতঙ্গীর স্কন্ধবিলম্বী শুভ্র কেশ পাশ, স্বর্ণ-পিঙ্গল বর্ণে জ্বলিতেছিল। সেই রক্তকম্বলের উপর পদ্মাসনা মাতঙ্গীদেবীর জ্যোতির্ম্ময় সন্নতাঙ্গ দেখিয়া, পুরোহিত দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য, ঘাটে নামিতে গিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইল।

গ্রামের স্ত্রী পুরুষের দল যাহারা গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিল, তাহাদেরও সিঁড়ি নামিতে সাহস হইল না। দীনবন্ধু ভট্ট বলিল, "কারণ-সাগর তটে মহাপ্রকৃতির তপস্যার ছবি!—দেখ, ভাই সকল!—যাদের চক্ষু আছে দেখে যাও!"

এইরূপে এক প্রহর কাটিয়া গেল। মঞ্জরী দেখিল, পিসীমা ঢলিয়া পড়িতেছেন। তাড়াতাড়ি মঞ্জরী তাঁহাকে আপনার কোলে শুয়াইয়া ফেলিলেন। কার্ত্তিক, ছুটিয়া এক অঞ্জলি গঙ্গাজল আনিয়া তাঁহার মুখের উপর ছিটাইতে লাগিল। চন্দ্র, তখন গ্রহণ-মুক্ত;—মাতঙ্গী অভাগ্যের বাহুগ্রাস হইতে মুক্ত হইলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

নৈগম

মাতঙ্গীর শ্রাদ্ধাদির পর, কার্ত্তিক বাটি ফিরিয়া, নিঋতির খবর করিল। উদ্ধবের ছেলে, নারাণ বলিল, যজ্ঞপতি ঠাকুর তাঁহাকে দুই দিন খুঁজিতে আসিয়াছিল। সুতরাং দ্বিতীয় দিবস মধ্যাহ্নে, উদ্ধবকে সঙ্গে লইয়া, কার্ত্তিক রায় নিঋতির পথে বাহির হইল।

গ্রামের প্রবেশ পথে আসিয়াই, উদ্ধব কিন্তু, বাঘ-দেখা-বলদের মত, খাড়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কার্ত্তিক দেখিলেন,—একটা পাকা চৌবাচ্চার মাঝখানে একটা লৌহনল হইতে অজস্র জল ধারা পড়িতেছে। দুই চারিজন সন্নিহিত গ্রামের কৃষক-পত্নীরা আনন্দে সে জল কলসী ভরিয়া লইয়া যাইতেছে।

কার্ত্তিকরায় বলিল, "একমাসে অনেক বদল হয়েছে, উদ্ধব! উদ্ধব বলিল, "যজ্ঞপতি ঠাকুরের মুখে নারাণে সব শুনে গেছে, রায় মশুই,—দুরশি অন্তর চুঙ্গী কোয়া বসবে। শুনচোনি ঝাকে ঝাঁকে কলের কাঠ্‌ঠোকরা বসে, কট্টাকট্‌ শব্দে জঙ্গল তোলপাড় কচ্চে? এ সব তোমার কি বলে—নিরবেন দত্তের কলকাটী।"

কার্ত্তিক গ্রামের ভিতর যত প্রবেশ করিতে লাগিল, ততই

আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের চিহ্ন তাহার চক্ষে পড়িতে লাগিল। গ্রামের পথ প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন হইয়াছে। অর্দ্ধেকের উপর বন জঙ্গলের চিহ্ন মাত্র নাই। স্থানে স্থানে পুরাতন ইট খুঁড়িয়া স্তূপীকৃত হইতেছে। দু দশটা অদ্ভুত রকমের যন্ত্র পথের উপর পড়িয়া আছে। উদ্ধব সে রকম কখন দেখে নাই, কার্ত্তিক জীবনে কখন সেরূপ চাক্ষুস করে নাই। নিঋতিতে নৈঋতের দল আসিয়া বাস করিল নাকি?

কার্ত্তিকরায় একটা কামার শালের দিকে অগ্রসর হইল। একটা প্রকাণ্ড হাপরের সম্মুখ হইতে বাহির হইয়া, যজ্ঞপতি অভিবাদন করিল, "আস্তে আজ্ঞে হয়—আসুন আসুন—রায় মহাশয়! আজ সুপ্রভাত, আপনি দেশে ফিরে এসেছেন। এমন দীর্ঘ কুটুম্বিতা, কর্ম্মের রাজ্যকে, চীনা প্রাচীরের মত, এক ঘোরে ক্ষুব ফেলে। চলুন, চলুন, বাটীর দিকে যাওয়া যাক। এস, উদ্ধব! ভাল আছ ত?"

একমাস পূর্ব্বে, উদ্ধব যে ভগ্ন গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, আজ সে তাহা চিনিতে পারিল না। কার্ত্তিকের আগমন সংবাদে জলেশ্বর, অম্বরীষ, ঝড়েশ্বর সকলেই ছুটিয়া আসিল। অনেক লোক, অনেক শিল্পী "কারিকর" আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের প্রতিজ্ঞা-দৃঢ়, জোরোয়ার মূর্ত্তি দেখিয়া উদ্ধবের প্রাণে একটু ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল।

কার্ত্তিক রায় জিজ্ঞাসা করিল, "দত্তজ মহাশয় আমায় কোন পত্র লিখেন নাই?"

যজ্ঞ। হাঁ, লিখেছেন বৈ কি। আমারি পত্রের ভিতর সেখানা পাঠিয়েছেন। অম্বরীষ, চিঠিখানা এনে দাওত।

অম্ব। দিচ্চি, রায় মহাশয়। তিনি আপনাকে একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ জোগাড় করতে বলেছেন। ঐ তাকের উপরই আছে চিঠিখানা, নিয়ে পড়ুন।

কার্ত্তিক। পণ্ডিত ব্রাহ্মণ? কি রকম পণ্ডিত?—কিসের জন্য?

জলেশ্বর। আগাগোড়া এক একখানা পুঁথি আওড়াতে পারেন, এমন লোক তিনি চাহেন না। শাস্ত্রজ্ঞানের সমুদ্রের উপর যে "কুয়াষা" ঢেকে পড়েছে, সে কুজ্ঝটিকা যিনি ফুৎকারে উড়াতে পারেন, এমন ব্রাহ্মণ। সে ব্রাহ্মণের যে বর্ণেই জন্ম হউক, তাতে কিছু এসে যাবে না।

কার্ত্তিক। আমি এ লোকের সন্ধান পাব? এ ধারণায় আমায় বড় করা হয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু এটা তাঁর প্রকাণ্ড ভুল স্বপ্ন। যাই হোক, যখন তিনি বলেছেন, তখন অবশ্য তার কোন উদ্দেশ্য আছে। পণ্ডিত ব্রাহ্মণে তাঁর কি কায, তা কিন্তু বুঝলেম না।

জলেশ্বর। কেন বুঝতে পারেন না, রায় মহাশয়? ভগবানের

জিনিষ ভগবানকে ফিরিয়ে দিতে হবে। সেই ব্রহ্ম-প্রত্যর্পনের একজন পাকা উপদেষ্টা, একজন নতুন মেধাতিথিকে দরকার হয়েছে, দেব-সেনাপতি !

কার্ত্তিক। কোন্ ব্রহ্মস্ব, কে অপহরণ করেছে, দেব সেনাপতি এখনো পর্য্যন্ত তা বুঝতে পাচ্ছেন না।

যজ্ঞপতি। সবই ব্রহ্মস্ব ;—আপনি যা যা দেখতে পাচ্ছেন। এই অখিল ব্রহ্মস্বের কোন একটা পদার্থকেও আর নিজস্ব করা চলবে না। জমীর বেড়া বাটোয়ারা, একচেটে ভোগ, এখন বর্ব্বরের বিধান বোধে তুলে দিতে হবে।

অম্বরীষ। আমরা যে দল ভুক্ত, তার নাম হচ্চে অন্নসংঘ। যে কর্ম্মে সুখ বৃদ্ধিপায় তাই আমাদের ব্রত। দেশ নির্ব্বিশেষে, জাতি নির্ব্বিশেষে, আমরা মানুষ মাত্রেরই মুক্তি কামনা করি। বৃত্তিতে স্বাধীন না হলে, মোক্ষ ধর্ম্মের সাধনা হয় না। "সেই জন্যেই মানুষের অন্ন সংস্থানটা আমরা আগে পুষ্ট করতে চাই।

কার্ত্তিক। তাতে শাস্ত্র,— ব্রাহ্মণ, এ সবের প্রয়োজন? পণ্ডিত কি করবে?

ঝড়েশ্বর। সব ক'রবে! সমাজ যে ঈশ্বরের পাদপীঠ, এর মত অখণ্ড সত্য কথা আর নেই। মানুষের সমাজ ঈশ্বরকে ছেড়ে যত পেছিয়ে পড়ে, তার দুঃখ দৈন্যও তত বাড়তে থাকে। যে দেশে একজন কুবেরের পার্শ্বে লক্ষ জন নিরন্ন বাস করে, সে

দেশ সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হলেও সুখের দেশ নয়। ঈশ্বরহীন সমাজে ভোগ বিলাসই ইষ্ট দেবতা হয়ে দাঁড়ায়, সোনা রূপাকে লোক ঐশ্বর্য্য মনে করে। বেশী পয়সায় কোন্ মানুষ না দাগী পানসে হয়, রায় মহাশয়? আপনার সমাজে আবার ঈশ্বর সংস্রব আনাবার জন্যেই এই ব্রাহ্মণের সন্ধান।

ঝড়েশ্বর। এ ছাড়া আর একটু কথা আছে, রায় মহাশয়। এ দেশে কোন বিধান, কোন অনুষ্ঠানকে টেঁকাতে হলে, শাস্ত্রের অনুমোদন দরকার। ঐ জীর্ণ, কীটদষ্ট পুঁথিগুলা যদি আপনার প্রতিকূল হয়, তা হলে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবাক্য হলেও আপনার কোন কথা এ দেশে দাঁড়াবে না। বৌদ্ধ ধর্ম্ম, জৈন ধর্ম্ম, অনেক ধর্ম্মের তিরোভাবের কারণই ঐ তালপত্রের তলোয়ার।

কার্ত্তিক। আপনাদের অন্নসংঘের সহিত "তেড়েট" তালপাতের কি সংস্রব?

যজ্ঞপতি। প্রত্যক্ষ সংস্রব। আমাদের মতের অনুকূল অনেক কথাই এ দেশের শাস্ত্রে আছে। সে কথাটা আবার এ দেশে জাগিয়ে তুলতে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। এ দেশ ব্রাহ্মণের দেশ, রায় মহাশয়। ব্রাহ্মণের অধঃপতনে এ দেশের অধঃপতন, ব্রাহ্মণ্যের অভ্যুদয়ে এর অভ্যুদয় হবে।

কার্ত্তিক। নির্ব্বাণদত্ত কি তা হলে একটা মঠ স্থাপন করতে চান?

অম্বরীষ। না। মঠ হলেই মহন্ত এল—মহন্ত এলেই কালে তিনি জমিদার হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর, তাঁর প্রজাকে চাষ করতে জমীর খাজনা, পথ চলতে পথের খাজনা, গরু চরাতে "চারণ" খাজনা, মাছ ধরতে জলকর, আম পাড়তে ফলকর, লক্ষ রকম কর দিতে হবে। আকাশের পাখী, আর বিদ্যুৎ ধরা যায় না ব'লে, নায়েব মশাইরা তাদের উপর কোন "আবোয়াব" বসাতে পারেন না।

জলেশ্বর। মহন্ত এলেই লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠা এল, পাঁচ মন দুধে প্রত্যহ লিঙ্গ স্নান—দলে দলে নেড়া দণ্ডীর ভুরি ভোজনের ব্যবস্থা! এ দেশের গরীব দুঃখীর ছেলেপুলে জন্মে এক ছটাক দুধ দেখতে পায় না, রায় মশায়! এমন নোড়া ভিজান, নেড়া খাওয়ান ধর্ম্মে নির্ব্বাণদত্তের নির্ব্বাণ-মোক্ষের ব্যাঘাত হবে!

কার্ত্তিক। তবে একহাতে অনেক জমী রাখতে চাও কেন?

যজ্ঞপতি। জমী এক হাতে থাকবে, কিন্তু তা ব'লে তা এক জনের নয়-জমী সকলের। কোন একটা কেন্দ্র বা একটা সংঘ জমীর চাষ বা অনুরূপ ব্যবহার নিরূপণ করে দেবেন। গ্রামে গ্রামে এমন কেন্দ্র ব'সবে—সকল কেন্দ্রের উপর একটা দেশব্যাপী মহাকেন্দ্র। পৃথিবী কোন লোকেরই খাস খামার নয়, জীবমাত্রেরই মাতৃগৃহ। বাটোয়ারা বন্ধ না করলে, জমীতে

ষোল আনা ফসল তুলতে পারবেন না। দায়ভাগকে দায়মালের আসামী বলে ঘৃণা করতে শিখুন, রায় মহাশয়।

কার্ত্তিক। জমীর মালিকরা মালিকানা ছাড়বে কেন? আপনারা কি দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ বাধাতে চান।

যজ্ঞপতি। যে জিনিষ যুদ্ধ করে পেতে হয়, সে জিনিষ পাবার কোন আবশ্যকতা নেই। যুদ্ধ ক'রে কেবল যুদ্ধই পাওয়া যায়। আপনারা দশ জন মালিকে যদি এরূপ দশটা অন্নসংঘ প্রতিষ্ঠা ক'রে দশ গ্রামের লোককে সুখী করতে পারেন, দেখতে দেখতে দশের পিঠের শূন্যটা দশ গুণ বেড়ে যাবে। সকল মানুষই সুখ চায়, শান্তি চায়, স্বাধীনতা চায়। উঁচুভাব, উঁচু আদর্শও রায় মহাশয়, হাম বসন্তের মত সংক্রামক। একজনের আদর্শে এক কোটি লোক নূতন জীবন পায়। বুদ্ধদেব একজন, শঙ্করাচার্য্য একজন, নানক একজন, গৌরাঙ্গ একজনই ছিলেন। এই আদর্শ দেখাবার জন্যই ব্রাহ্মণ খোঁজা, এ অন্নসংঘের প্রতিষ্ঠা। লোকে সত্যেরও কুলুচি বনিয়াদ দেখতে চায়, রায় মহাশয়, তাই আমাদের শাস্ত্রমন্থন করতে হবে।

ঝড়েশ্বর। একটা জ্বলন্ত গাছ থেকে দাবানলে বন জ্বলতে থাকে। একের অঙ্গের বাতাসে কেন এক কোটীর প্রাণ অমন তুমুল বিপ্লবে আমুল কেঁপে উঠে, তার কারণ, তার রহস্য কখন বুঝতে চেষ্টা করেছেন কি?

অম্বরীষ : তারপর, এ সংঘে লোকে যাতে কায করবার, শিক্ষা দীক্ষার অবসর পায়, তার পাকা ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাটবে সবাই, খাবে সবাই, রোজগার ক'রবে সবাই. সব রোজগারটা কিন্তু এক জায়গায় জমা হবে, খরচ হবে সকলের কল্যাণে। আপনি নির্ব্বাণদত্তের সে বইখানা পড়েছেন ত? সকলের হাত, সকলের পাত, সকলের ভাত!

কার্ত্তিক। হাঁ। তিনি এখন কোথায়?

জলেশ্বর! বিলাতে শিক্ষক কারিকর আনতে গেছেন। আমাদের কর্ম্মীর সংখ্যা এখন বেশী নয়, কাজেই দেশের কায গোড়াতে কলের সাহায্যে করাতে হবে। পথের ধারে, অদ্ভুত গাড়ীর মত যে দুটা পড়ে আছে দেখলেন, ও দুটা কলের লাঙ্গল। যাতে ঐ সকল কল-কেলেড়া, জলতোলা, ধানছাঁটা, হাওয়াগাড়ী তৈয়ারীর কল এদেশে প্রস্তুত হতে পারে, সেই রকম শিক্ষক কারিকর তিনি আনতে গেছেন। এদেশের মিস্ত্রীরা একবার সে সব বিদ্যে শিখে নিলে, আর বিদেশী মিস্ত্রী আমদানী করতে হবে না।

"জগদম্বার ইচ্ছা কে বুঝতে পারে?" এই বলিয়া কার্ত্তিক রায় পুষ্পপুর যাত্রা হইতে মাতঙ্গীর মৃত্যু ও দানপত্র পর্য্যন্ত সকল ঘটনার বিশদ বিবরণ শুনাইল। যজ্ঞপতিরদল, মন্ত্রমুগ্ধের মত নিস্পন্দ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিল। প্রভুরাম ও শ্যামার দেশত্যাগ,

নিলামে ভিটা বিকাইবার কথা শুনিয়া তাহারা একবার পরস্পরের মুখ চাওয়া চাহি করিল। কার্ত্তিক রায় তাহার কারণ বুঝিতে পারিল না।

কার্ত্তিকের কাহিনী শেষ হইলে, যজ্ঞপতি জিজ্ঞাসা করিল, "পুষ্পপুর—লাট্ পুষ্পপুর? নিঋতি কিনিবার সময় নির্বাণদত্তের মুখে একবার ঐ নামটা শুনেছিলেম। এখান থেকে কত দূর, রায় মহাশয়? তৌজীতে পুষ্পপুর লাটে কত জমী লিখে?"

কার্ত্তিক। গ্রাম এখান থেকে ক্রোশদশেক হবে। নিঋতির উত্তর সীমানা থেকেই লাগোয়া লাট পুষ্পপুরের আরম্ভ হলো। এই জন্তেই, গোস্বামী, কন্যার বিবাহ পুষ্পপুরে দিয়েছিলেন, বুঝলি উদ্ধব!—বড় মানুষ দেখে। সমস্ত লাটের চোহদ্দি দশক্রোশ লম্বা, চারক্রোশ চৌড়া হতে পারে।

অম্বরীষ। এত জমী নিয়ে কি করবেন?—নিশ্চয়ই জমীদারী করবেন।

কার্ত্তিক। দত্তজ মহাশয় এলেই জানতে পারা যাবে। ঘোড়া হয়েছে—শোয়ারের যেমন ইচ্ছে হাঁকাবেন।

জলেশ্বর। কি ঠাকুরের কথা বল্লেন?—কল্যাণী—না, কি?

কার্ত্তিক। মঠস্থাপন হবে না; দেবতা প্রতিষ্ঠা কিন্তু বহুদিন হয়ে গেছে। দু'চার দিন মধ্যেই আমায় আবার পুষ্পপুর যেতে

হবে। দত্তজ মহাশয়ের ঠিকানাটা আমায় লিখে দিবেন ত।
আজ আমরা চলি!

সূর্য্য তখন পাটে বসিতেছিল। উদ্ধবকে লইয়া কার্ত্তিক রায় ভদ্রপুরের পথে ফিরিতেছে। শীতের অগ্রদূতিকার মত, হেমন্তের সন্ধ্যা, সোণার মাঠে, আলি পথে বসিয়া, আপনার শুভ্র কুন্তল প্রসাধনে বসিল। ভদ্রপুরের দিক হইতে ধূম বেণী আসিয়া, সেই ধান্য তরঙ্গের উপর, তরঙ্গের মত গড়াইয়া যাইতেছিল। নীড়াগত পাখীর ডাকে, নীলাকাশে দুই একটা তারা উঁকি মারিতেছিল। দেখিয়া কার্ত্তিক ভাবিল, এমন সোণার ধান, মাঠে মাঠে এমন সোণার উজান ছুটিতেছে—এদেশে প্লেগ, ম্যালেরিয়া কেন? কঠোর, শীতল, হেমন্তের বাতাস, টেলিগ্রাফের লোহার থামে মাথা ঠুকিয়া বলিল --"অন্—অন্—অন্ন!"—"সন্—সন্—শূন্য!"

কাণের ভুল?—না।

কার্ত্তিক আজ স্পষ্ট দেখিতে পাইল, চাষা মাঠ চসে, অন্ন উৎপাদন করে। গদীয়ান গদীতে বসে, সোণার ফসল রপ্তানি ক'রে—ক্রোরপতি—কুবের হয়। ধনী ধনবান হয়, চাষা ভুষা পায়। চাষা, মহাজনকে ধনবান করে—নিজের ভাগে খড় ভুষা রাখিয়া। অনশন—অর্দ্ধাশন—হীন খাদ্যেরই নামান্তর প্লেগ—ম্যালেরিয়া জ্বর। কেন—পূর্ব্বে কৈ ত—এমন ছিল না!

এই পরীক্ষিত ধর্ম্মরাষ্ট্রে কলি, অকাল মৃত্যু, প্রবেশ করিল কেমন করিয়া? দূরে একটা প্রাচীন বৃক্ষ কোঠর হইতে শব্দ আসিল—উ—র্—র্—তক্ষক—তক্ষক—তক্ষক!

কার্ত্তিকের অন্তরাত্মা প্রশ্ন করিল, কে তক্ষক? জয়চাঁদ—না ভবানন্দ—মিরজাফর, না রূপচাঁদ?-না ফুলচাপকান, কিস্তি-টুপী দুভাস? না লগ্নচাঁদা ফেটাবাঁধা মুন্সী মুৎসুদ্দির দল?

কার্ত্তিক বায়ুগ্রস্তের মত বিড়্ বিড়্ করিয়া, বকিতে লাগিল, "নির্বাণ দণ্ডের দিব্য চক্ষু আছে। শুধু চরকায় কিছু হবে না। কলের চাকা আজকাল সৌভাগ্যের সুদর্শন চক্র। চাকা ঘুরাতেই হবে-দেশময়—পল্লীতে পল্লীতে—গ্রামে গ্রামে। দেশে কর্ম্মকে বহুমুখ করা চাই। কর্ম্মের তাপ বাড়লে তবে বাঙ্গালীর মলয়জ শীতলা মাতৃভূমির প্রয়োজন হতে পারবে। ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্টের মলয়জ পঙ্কে বাস? কফোল্বণ সান্নিপাতিক বিকার হবে যে!"

কার্ত্তিককে বকিতে শুনিয়া উদ্ধব ভাবিল ব্রাহ্মণকে ভূতে পাইয়াছে। তাই রায় মহাশয়ের পার্শ্বে চলিতে চলিতে উদ্ধব বলিল, "ঠাওর হয়নি এজ্ঞে!—দেউড়ী দেখতে পাচ্চনি।" কার্ত্তিক উদ্ধবের সঙ্গে বাটী ঢুকিল।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইচ্ছার বাটী

জোয়ার গঙ্গা!

শ্যামাসুন্দরী ও প্রভুরামকে লইয়া জাহাজ কলিকাতার জেটীতে ভিড়িতেছিল। দিন তখন প্রায়—যায় যায়। ভ্রান্তি-পুরের ঘাটে, রসকলিকাটা, সোণামোড়া, শান্তিপুরী জোড়-ওড়া দু চারজন স্ত্রীলোক ষ্টীমারে উঠিয়াছিল। শ্যামার শ্যামা প্রতিমার মত মুখ দেখিয়াই হউক, বা রাস্তার সকল লোকের সকল খবর জানিয়া লইবার লিপ্সায় হউক, তাহাদের মধ্যে একজন শ্যামাকে বলিল, "বেশ মুখখানি, আহা বিধবা দেখিতে পাচ্চি! ব্রাহ্মণের মেয়ে?—কোথায় যাওয়া হচ্ছে?—একা?" শ্যামা অনেকটা অনিচ্ছায় উত্তর দিল, "দরকার তোমার?" জবাবের ভাবগতিকে প্রশ্নকর্ত্রী দমিয়া গেল। কিন্তু শ্যামার মনে একটা ভীষণ ধাক্কা লাগিল—বাস্তবিকি ত, কলিকাতায় তাহারা কাহার বাটী যাইবে?

খড়-কুটী অনেক ভাসা আবর্জনা ঠেলিয়া, ষ্টীমার ঘাটে লাগিল। শ্যামা ও প্রভুরাম বিদ্যারত্ন (বা রত্ন ঠাকুর) গলিপূর্ণ কলিকাতার সহরে পদার্পণ করিল। প্রভুরাম ছাতাটা আপনার সাদা ক্যাম্বিসের ব্যাগের সহিত গামছা দিয়া শক্ত

করিয়া বাঁধিয়া লইতেছে—শ্যামা পাশে দাঁড়াইয়া। দু একজন ঝাঁকা মুটে ব্রাহ্মণের ব্যাগের দিকে উপেক্ষার চোখে চাহিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। ঘাটের কনেষ্টবলজী সন্দিগ্ধ চোখে শ্যামার মুখপানে চাহিয়া, চিন্তার গাম্ভীর্য্যে, ছাঁটা গোঁফে চাড়া লাগাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দু একজন গোলাঝাড়ুনীরা গা ধুইয়া ফিরিতেছিল, শ্যামাকে দেখিয়া বলিল "শিকলিকাটা টিয়ে"। কথা শুনিয়া সঙ্গিনীরা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। প্রভুরাম অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেছিল, হটাৎ একজন মধ্যম বয়স্কা স্ত্রীলোককে দেখিয়া, ডাকিল, "ও ইচ্ছে! ইচ্ছে শাচ্চ না কি ?"

স্ত্রীলোক পিছু ফিরিল, প্রভুরামের মুখপানে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "কে—বামুনদাদা ? প্রভুরাম দাদা না ? দণ্ডবৎ—দণ্ডবৎ।" এই বলিয়া ইচ্ছা বা ইচ্ছা সর্দ্দারণী মোটা মোটা গিনিসোনার টকটকে তাগাপরা বলিষ্ঠ দক্ষিণ হস্তে গঙ্গাজলের ঘটী কপালে তুলিয়া প্রভুরামকে নমস্কার করিল। বাম হস্তে গামছামোড়া ভিজা কাপড় ছিল, তাই প্রণতি ব্যাপারে তাহার হস্তদ্বয়ের মধ্যে এই অহিংস অসহযোগ।

ইচ্ছা সর্দ্দারণী যখন প্রথম বিদ্যারত্নদের গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় আইসে, তখন কিন্তু তাহার এরূপ স্থলজ শিশুমারের মত আকৃতি ছিল না। বাচের পান্সীর মত ছিপ ছিপে, দেড়হারা গঠন, বড় বড় নীল পদ্মের মত দুটী

চক্ষু। সে চক্ষুতে দুইটী কাল হীরার মত তারা নিমিষে হাসিয়া জ্বলিয়া উঠিত। মাটো মাটো নাকটীতে একটি ক্ষুদ্র নাকছাবী। বর্ষার মেঘের মতন, কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি ক্ষীণ কটী পর্য্যন্ত আসিয়া সমুদায় পৃষ্ঠদেশটী ঢাকিয়া পড়িত। ইচ্ছাকে সুন্দরী না বল, খুব চটকিনী বলিতেই হইবে। ভ্রান্তিপুরের ঘাটে ষ্টীমারে যেরূপ স্ত্রী যাত্রীদলের সহিত শ্যামার দেখা হইয়াছিল, বোধ হয় সেইরূপ কোন "সেথো" পাণ্ডার সহিত ইচ্ছার কলিকাতা আসিবার কালে সাক্ষাৎ হইয়া থাকিবে। সহরে আসিয়াই যে ব্যবসায়ে রমণীর নিজদেহ ভিন্ন অন্য কোনরূপ মাল পত্রে বা পুঁজিপাটার আবশ্যক হয় না, ইচ্ছা সেই ব্যবসায় দুইচার বৎসর করিয়াছিল।

ইচ্ছা নাচগান জানিত না। এ ব্যবসায়ে যাহা নিত্য প্রয়োজনীয়, চাসী কৈবর্ত্ত কন্যার তাহাতে আবাল্যের শিক্ষা দীক্ষা ছিল না। তাহার যৌবনের ভাঁটার সঙ্গে সঙ্গে দোকানে খরিদ্দারের ভিড় কমিতে লাগিল। 'কাল-হবের' মুগ্ধ আশ্বাসে বসিয়া বসিয়া, ঘরভাড়া খোরাকির দায়ে, যা দু একখানা অলঙ্কার পাত সে করিয়াছিল, তাহা বিকাইয়া গেল। শেষে একদিন হঠাৎ একটা সঙ্কট জাগরণে, অসহায়া বিপন্না রমণী দেখিল, বাঁচিবার দুইটি ভিন্ন আর পথ নাই—"পরের বাটী দাসীবৃত্তি, নয় রাস্তায় বসিয়া পান বেচা"।

সুপ্রভাত

সমস্ত রাত্রি, অশ্রু দেবতার সঙ্গে অনেক পরামর্শ করিয়া, প্রভাতে ইচ্ছা একটা টিনের বাক্সে সুপারি, ধনের চাল, চুনের বাটী, এলাইচ, লবঙ্গ, দালচিনি, ও দোকতার মসলার গুণ্ডি ভরিয়া, বাক্সের উপর একখানা গুণ থোলে ঢাকা দিয়া, আফিস অঞ্চলে সদর রাস্তার উপর, একজনদের দোকানের রোয়াকের একধারে পানের খিলি সাজাইয়া বসিল। দলে দলে আফিসের ছোঁড়া কেরানী, যুবা কেরাণী, মধ্যবয়স্ক কেরাণীর দল এক এক বার উঁকি মারিয়া যাইতে লাগিল। টিফিনের ছুটীর সময় দু একজন, সখের থিয়েটার ভুক্ত কেরাণী বাবুরা আসিয়া, ইচ্ছাকে ঘেরিয়া, মুখের বুকের রাগ বাড়াইতে লাগিল। অবশেষে ভুষিমালের টেক্কা হাউস-ওয়ালা পিকারষ্টিলের বাটীর জমাদার আসিয়া ইচ্ছার দুঃখ নিবারণে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায়, ইচ্ছা সমস্ত আফিসের বাবু, দালাল, ব্যাপারী, যাচনদার সকলেরই পান যোগানের অর্ডার পাইতে লাগিল। ইচ্ছা দেখিল দশটা পাঁচটা বসিয়া চার পাঁচ টাকা রোজগার হয়, মন্দ কি?—বুঝিল এ পানের ব্যবসাটা ভগবানের ইচ্ছা।

একদিন আফিসের সর্দ্দার "খাদকসুনী" আইসে নাই। রাশীকৃত চাউলের নমুনা টেবিলের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। বড় সাহেব জমাদারকে বলিলেন, "সর্দ্দারণী বোলাও।" জমাদার

সেলাম করিয়া চলিয়া গেল, ইচ্ছাকে গিয়া বলিল "তুমি ত চাষার মেয়ে বল, চাল চেন?" ইচ্ছা বলিল, "আমি চিনি না ত চেনে কে? কুঁড়ো গুঁড়ো, ভাঙ্গা দানা হাতে পড়লেই ঠিক ঠিক মালুম পাই।" জমাদার বলিল, "তবে আয়, ভগবান করে, তোর রাজ সামনে।"

জমাদার ইচ্ছাকে লইয়া সাহেবের কামরায় ঢুকিল। সাহেব ইচ্ছার মুখ পানে চাহিয়া, ভ্রুকুটী করিয়া ইচ্ছার হাতে একটা নমুনার থলি দিল। ইচ্ছা পরীক্ষা করিয়া বলিল,—"দু আনা ভাঙ্গা, চার আনা কুঁড়ো, দু আনা গুঁড়ো, বাকী আট আনা ভাল চাল। এইরূপে সমস্ত নমুনার যাচন কসন করিতে বেলা প্রায় তিনটা বাজিল। সাহেব টিফিন করিতে গেলেন, জমাদারকে এক চিরকুট দিয়া বলিলেন "ক্যাস্, দশরূপেয়া, সর্দ্দার।"

কিছুদিন পরে ইচ্ছার প্রত্যেক কথাটী সত্য হইল। ছাঁটিয়া বাছিয়া, চালিয়া ছাঁকিয়া, দেখা গেল যে ইচ্ছা যে অনুপাতে কুঁড়া, গুঁড়া প্রভৃতির কথা বলিয়াছে সেই অনুপাতই ঠিক। ইচ্ছা তারপর দিন হইতে পিকারষ্টিলের সর্দ্দার খাদকম্নী। তারপর, যত দিন যায়, আফিসের বোনস্—ব্যাপারীর বক্‌সিস্ প্রভৃতি সহস্রমুখী ধনার্জ্জনে, পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে ইচ্ছা সর্দ্দারের দু তিনখানা কোঠা বাড়ী হইল। ইচ্ছা বাড়ী

কয়খানা ভাড়া দিয়া, নিজে যে খোলার ঘরে পানওয়ালী হইয়া ঢুকিয়াছিল তাহাতেই বাস করিতে লাগিল।

প্রভুরাম ইচ্ছার দেহপুষ্টি ও গলার গিনিসোণার হারযষ্টি দেখিয়া বুঝিল, ভগবান একটা আশ্রয় জুটাইয়াছেন! দণ্ডবতের পাল্‌টা আশীর্ব্বাদের পর, ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বাটীঘর করেছ শুনেছি। আমাদের থাকবার মত স্থান একটু দেখে দিতে পার। আমরা এই আসছি, বাসা ঠিক করতে পারিনি। সহরে কারও সঙ্গে জানাশুনাও নেই।" ইচ্ছা উত্তর করিল, "সে সব বাড়ীর ঢের ভাড়া, সেথা কি যে সে থাকতে পারে, দাদা ঠাকুর? যদি দেখা হলো ত, আমার কুঁড়েতে পায়ের ধুলো দেবে চল, রাত্তিরটা ত সেথায় থাকতে পারবে—তারপর . "

শ্যামাকে সঙ্গে দেখিয়া ইচ্ছার প্রভুরামের চরিত্রে "একটু সন্দেহ হইয়াছিল। হইতেই পারে, ইচ্ছা ভাবিল "ঠকভরা দরবার", কে কোন কথা রটনা করিবে! দারোগা ফাঁড়িদার সকলেই তাহাকে দয়া করে, তবুও কি জানি? দু'চার পদ অগ্রসর হইয়া, ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিল, "সঙ্গে ওনারা কে দাদাঠাকুর?" প্রভুরাম ইচ্ছার কাণে কাণে শ্যামার বাপের নাম বলিল। ইচ্ছা নিশ্চিন্ত হইয়া বলিল, "ওমা! আমি চিন্তে পারিনি, মা, নিতান্ত কচিটি দেখে এসেছিলুম—আজ পঁচিশ বছর গাঁয়ের কাগ-পক্ষীটা দেখিনি।"

এ গলি ও গলি সাতগলি ঘুরিয়া, ইচ্ছা দরোজার ঝানকাটে, চৌকাটে গঙ্গাজল ছিটাইয়া, বাটী ঢুকিল—মুখে হরিবোল হরিবোল রব। শ্যামা ও প্রভুরাম ইচ্ছার বাটীতে প্রবেশ করিল। ইচ্ছা হাঁকিল "ও পানি—ও পানি, বসতে দুখানা পিঁড়ে পেতে দে"। পানি বা অপর্ণা ছুটিয়া আসিয়া পিঁড়া পাতিয়া দিল। শ্যামা ও বিদ্যারত্ন উপবেশন করিল। ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিল, "পানি, আজ কাযে যাসনি?" পানি বলিল, "না গো, আজ দেটায় বড় জুত লেই"।

দুইখানি পাশাপাশি কামরায়, দুইখানা মাদুর পাতিয়া, অপর্ণা দুইটী ক্ষুদ্র কেরোসিন ল্যাম্প রাখিয়া গেল। সন্ধ্যায়, মালা হাতে লইয়া, ইচ্ছা ঠাকুর দর্শনে বাহির হইলে, অপর্ণা আপন ঘরের দরোজা বন্ধ করিয়া, আলো জ্বালিয়া, শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে গল্প করিতে বসিল।

অপর্ণার মাজামাজা রঙ, সুঠাম উন্নত শরীর, বয়স পনের ষোল। অষ্টমীর চাঁদের মত কপালের নীচে, ভ্রুদুটির মধ্যে, একটী উল্কির অষ্টদল পদ্ম আঁকা। চিবুকে একটি উল্কির ভ্রমর চিহ্ন, চোকদুটী ভাসা ভাসা, পদ্মপাপড়ীর মত—লাল ছড়া ছড়া "আঁজী" ভরা। অপর্ণা বলিল "আগো, দিদি ঠাকরেণ, ও তিলক মালা, সব কাঁচ কলা। উয়র ঐ যে বাড়ী আছে নি, দুখোন? রেতকে উও সেখানে থাকে। একটা ঝাঁটা-গুঁফো, ভালুক-মুখো

বাঙাল আছে, সেটা উয়র খাত্যা লিখ্যে, আর রাতকে উয়কে আগুলে শুয়ে থাক্যে। সত্যি মিথ্যে ভগবান জানে মা, তুমি ব্রাহ্মণ কন্থে, লারায়ণ, নোকে বলে সেইটাই বুড়ো বয়সে উয়র সদ্দার। ম'লে, রাজ্যি ছিষ্টিটা বলে সেই ঝাঁটা-খোকোটাই পাবে !"

শ্যামা। তাহলে আজ রাত্তিরে কি আর ও ফিরে আসবে না ?

অপর্ণা। নায়্‌লুম বোলতে, দিদঠাকরেণ। তোমরা এসেছ, উয়র দেশের নোক—আজ কি কর্যে। আমরা দেখ, গতর খাটাই, দুখ করি, ভাতটা পয়সাটার জন্থে পাপ কাযও করি, তবু অমন নষ্ট্‌ লই দিদঠাকরেণ ! এক লহমা সেই ভালুক-মুখোটার কোঁচ্যা ছাড়েলি গা।—কিপ্পিন কিপ্পিন,—ডাইন—খোস্কুসী।

শ্যামা বলিল, "রত্ন এখানে আসা আমাদের ভাল হয়নি। কাল ভোরেই এখান থেকে যেতে হবে। যা সব শুনলেম তাতে এখানে আর জলগ্রহণ করা চলে না। বিদেশ, অচেনা জায়গা। কোথা যাবে ?"

প্রভু। সেই প্রদীপ উকিলের বাড়ীতে দু-এক দিনের জন্থে থাকবার চেষ্টা করলে হয় না, আমরা কারও গলগ্রহ হতে চাই না। তাঁর বাড়ীর ঠিকানা আমার ব্যাগের ভিতর আছে।

শ্যামা। বেশ বলেছ। জিজ্ঞাসা করে যেতে পারবো—কাল ভোরে ভোরে এখান থেকে প্রস্থান।

পাশাপাশি ঘরে, দুইখানা মাদুরের উপর শ্যামা ও প্রভুরাম দুইজনে শুইয়া পড়িল। শ্যামার ঘুম না আসিলেও তাহার মুদ্রিত চোখদুটীর মধ্যে, পাতলা আফিঙের খেয়ালের মত, প্রাচীন কুঞ্জপুরের স্বপ্ন ছবিগুলি, ভাসিয়া যাইতে লাগিল—সেই বেতসবন, "কাজল" দিঘীর পাড়, সেই বট অশ্বত্থের ছায়াস্নিগ্ধ আঁকাবাকা পল্লীপথ, সেই হংসপদ্ম শোভিত গৃহস্থের পুষ্করিণী, প্রভাতী পাখীর গানের মত—প্রতিবেশিনীদের প্রাণঢালা সাদর আহ্বানের রব, দুপুর বেলায় চৌধুরীদের দালানে বসিয়া পাড়ার বৌ'ঝিদের সেই প্রত্যহের আনন্দ মজলিস।

হঠাৎ বাহিরের দরজায় শিকল নড়িল, "ঠিক্ ঠিক্-ঠিক্না"। শ্যামা "হাঁ" বলিয়া উঠিয়া পড়িল; বাহিরে আসিয়া দেখিল ছাতাবাঁধা ব্যাগ হস্তে বিদ্যারত্ন দাঁড়াইয়া আছে। অপর্ণাকে তুলিয়া, বহির্দ্বার খুলিয়া, শ্যামা ও প্রভুরাম যখন রাস্তায় বাহির হইল; তখন সবে প্রভাত হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রমা ও শ্যামা

এ গলি ও গলি ঘুরিয়া প্রভুরাম বড় বিপাকে পড়িল। মোড়ে মোড়ে ইংরাজী অক্ষরে রাস্তা ঘাটের নাম লেখা আছে। বাঙলার রাজধানী, বাঙ্গালীর সহরে, রাস্তাঘাটের নাম বাংলা অক্ষরে না লিখাটা, প্রভুরামের চোখে একটা প্রকাণ্ড তামাসা বলিয়া বোধ হইল।

রাস্তার তুসারি লোককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে যখন প্রদীপ উকীলের বাসার পথ চেনা গেল. তখন প্রভুরাম আপনার মর্দানি ও বুদ্ধির কারদানি প্রতিপন্ন করিবার জন্য বলিল, 'একি যার তার কায, শ্যাম, কোলকেতার ধুলো মাড়িয়েই বাড়ী খুঁজে বার করা?" প্রভুরাম আর একবার কলিকাতায় আসিয়াছিল, এবং অবস্থানকালে প্রত্যহ দুইবার করিয়া সে বাটিতেও আসিত। তবুও সে বাটি খুঁজিয়া বাহির করাতে যে প্রভুরামের আশ্চর্য্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছে, শ্যামাসুন্দরীর তাহা স্থির সিদ্ধান্ত। তাই শ্যামা বলিল, 'সে কথা আর একবার বলেছো, রত্ন'' ?

শ্যামার সম্মানিত, স্বীকৃত, বুদ্ধিমত্তার তাড়নে, প্রভুরাম রমার

বাটির দরজার কঁড়া এত জোরে নাড়িল যে, বাটির কালা ঝি, ক্ষ্যান্তমণিও তাহা শুনিতে পাইল। বাহিরের দরজার এক পাল্লা খুলিয়া, সাবধানে এদিক ওদিক দেখিয়া, ক্ষান্ত সম্মুখে প্রভুরামকে দেখিতে পাইল। দেখিয়াই ভিতরে ছুটিয়া আসিয়া রমার কাছে সে আরম্ভ করিয়াছে, "ওগো বৌমা—এক মিন্সে মণ্ডল-ঘেটে ডাকাত, মস্ত একটা লাঠি হাতে"—এমন সময় শ্যামা আসিয়া রমাকে বলিল, "আমার বাটি কুঞ্জপুর, আমাদের কথা মনে আছে, বৌমা ? উকিল বাবুর মুখে সবই শুনেছেন ত ? আমার জমী তিনিই উদ্ধার করেন।"

রমা, কপালে হাত ছোঁয়াইয়া প্রণাম করিল, তারপর মাথায় কাপড় ঢাকা দিয়া বলিল, "ওমা, কি ভাগ্যি ! আসুন, আসুন, ক্ষান্ত একখানা আসন দেত !" রমার সিঁথায় সিঁদুর ছিল না, অথচ পূর্ণ গর্ভাবস্থা, সুতরাং ঘোমটা টানিবার তাড়াতাড়ি।

বিদ্যারত্ন বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে শুনিয়া, রমা বলিল "আগে তাঁকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে এস, ক্ষ্যান্ত," । ক্ষ্যান্ত তাহাই করিল। প্রভুরাম প্রত্যুষ হইতে এক প্রহর বেলা ঘুরিয়া বসিবার অবসর পাইল।

বেলা তিনটার সময় প্রভুরাম বাহিরে যাইবার সময় বলিল, "শ্যাম, রাত্রে আমি কিছু আহার করবো না, অবেলায় খাওয়া হয়েছে। রাত্রে আমায় দরজা খুলে দিও, আমি কানাইপুরের সাতকড়ি ভট্টাচার্য্যের বাটি চললুম। যদি না আসতে দেয়,

চিন্তা করো না, আমি কাল প্রত্যুষেই আসব। 'ইচ্ছেকেও দেখে যেতে হবে, আশ্রয়দাত্রী, না বলেই এসেছি ; কাজটা ভাল হয়নি।" প্রভুরাম বাহির হইল। বাটির দ্বার রুদ্ধ করিয়া, শ্যামা রমার কাছে আসিয়া বসিল।

এই কয়ঘণ্টার মধ্যে, শ্যামা রমার দিদি হইয়া পড়িয়াছে। ভদ্রপুর হইতে কুঞ্জপুর দশক্রোশ পথ ; সুতরাং রমার দিদি হইবার শ্যামাসুন্দরীর স্বাভাবিক অধিকার।

রমা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সে জমির আর কোন গোলমাল নেই ?" শ্যামা ছলছল চোখে আপনার সমস্ত ইতিহাস শুনাইল। শুনিয়া রমা বলিল, "বাড়ীছাড়া যে, দিদি, কত পোড়া কপালের কায, সকলে কি বুঝতে পারে ? বলতে পারিনা, দিদি ! তুমি এখানে থাকনা কেন" ?

শ্যামা। থাকবার জায়গা নেই বলেইত দেশ ছাড়তে হয়েছে ! কোন জায়গায় থাকতেই ত হবে, যমের বাড়ীতে যখন আমার ঠাঁই নেই।

রমা। কোন পথে আসা হল। রেলে নাকি ?

শ্যামা। না পুষ্পপুরের ঘাটে জাহাজে উঠেছি। রত্ন ঠাকুরের একজন চেনা লোক উদ্ধব, আর তার মনিব কার্ত্তিক দেওয়ান পুষ্পপুরে যাচ্ছিলেন। পথে দয়া করে তাঁদের নৌকায় আমাদের তুলে নেন।

সংবাদ শুনিয়া, রমার পদাঙ্গুষ্ঠ হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত, নিমেষের

জন্ত বজ্রাঘাত ও সর্পাঘাত জড়াজড়ি করিতে করিতে ছুটিয়া গেল। রমা তাড়াতাড়ি পার্শ্বের ঘরে উঠিয়া গেল। ঘরের মেঝেতে একটা ক্ষুদ্র শয্যা প্রস্তুত করিয়া, রমা শ্যামাকে ডাকিল, "দিদি শোবে এস, আজ দুরাত ঘুম হয়নি, তার উপর পথের কষ্ট। আমি তোমার কাছে শুয়ে শুয়ে খানিক গল্প শুনবো এখন"। শ্যামা রমার ঘরে আসিয়া বিছানায় শয়ন করিল, পার্শ্বে একখানা ক্ষুদ্র কৌচে রমাও শুইয়া পড়িল।

একটু পরেই শ্যামাসুন্দরীর নিদ্রাকর্ষন হইল। রমার ইচ্ছা হইতেছিল, সে শ্যামার পাশে শুইয়া, শ্যামার গলা জড়াইয়া সমস্ত লুকান কথা এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলে। শ্যামা তাহাকে যেরূপ পরামর্শ দিবে তাহা কখনই মন্দ হইবে না। মদের গন্ধের মত স্নেহের গন্ধও মানুষের সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া বাহির হয়। শ্যামা যে স্নেহের বটচ্ছায়া. বিনা যুক্তিতর্কে রমার হৃদয় তাহা মানিয়া লইয়াছিল।

কেন?—রমার অপরের স্নেহ ভালবাসার প্রয়োজন কি? প্রদীপের সঙ্গে কিছু কি হইয়াছে! না এমন কিছু হয় নাই। বিশেষ কোন অযত্নের প্রমাণ রমা অদ্যাবধি পায় নাই। তবে, আজ-কাল প্রদীপ সন্ধ্যার পর দুএক ঘণ্টা থাকিয়াই আফিসের কর্ত্তার বাটি যায়। সেটা অবশ্য বেশী কাযের জন্যই। রমার এই মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে। যদি কন্যা হয়? তাহার বিবাহ কোথায় হইবে, কোন ঘরে হইবে?—যদি পুত্র হয়, তা হলে কলঙ্কের ছাঁপ,

চিরস্থায়ী রাহুগ্রাসের মত তাহার পুত্রের মুখে আজীবন লাগিয়া থাকিবে না ত? যাক্!

এইরূপ অন্ধকার চিন্তা রমার প্রাণের ভিতর প্রায় উঁকি ঝুঁকি মারিয়া যায়। কে যেন তাহাকে বলিয়া দিয়াছে, "বাঙ্গালীর দেশে গাঁটছড়া বাঁধা, মন্ত্রপড়া বিবাহ ভিন্ন অন্যবিধ সকল প্রকার বিবাহ বন্ধনই এলাইয়া যায়। প্রদীপ আর কতদিন তোমায় এমন করিয়া লইয়া থাকিবে? যদি সে বিবাহ করে! দুবৎসরে হোক্, দশ বৎসরে হোক্, যার স্বামী সে লইয়া যাইবে। বাঁচিয়া থাকিতে বাঙ্গালীর বৌকে বেদখল করা যায় না। স্বামীতে তাহার অধিকার, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহ্য"।

ঘুম থেকে উঠিয়া, শ্যামা এ কথা সে কথার পর আরসী, চিরুণী লইয়া রমার চুল বাধিতে বসিল। চুল বাঁধা শেষ হইলে, শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল, "বৌদিদি, সিঁদুর পর না কেন, তোমার সিঁদুর কৌটা কোথায়? রমা বলিল, "তোমার ভগ্নীপতি ও সব ভাল বাসেন না"। শ্যামা বলিল, "অনেক ইংরাজী পোড়লে লোকের বুদ্ধি শুদ্ধি খারাপ হয়ে যায়"। বাহিরে গাড়ী থামার শব্দ হইল, ক্ষ্যান্ত গিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিল। শ্যামা একতলায় নামিয়া কাপড় কাচিতে ঢুকিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাজের ভিড়

সন্ধ্যায়, রমার বাড়ীর ঘরে ঘরে বিজলী বাতী জ্বলিয়া উঠিল। রমার শয়ন কক্ষে বসিয়া রমা ও প্রদীপ।

রমা, প্রদীপকে শ্যামার সম্মন্ধে সকল কথা শুনাইলে, প্রদীপ বলিল, "শ্যামা না কি নাম বল্লে ?—রাত্রে সে এখানে থাকবে ত" ?

রমা। এখানে থাকবে না ত কোথা যাবে ?

প্রদীপ। অনেক রাঁধুনী বামনী বাড়ী চলে যায়, তাদের নিজেদের ঘর ভাড়া থাকে।

রমা। তবে শুনলে কি !—বল্লুম না, কাল সন্ধ্যার সময় এখানে এসেছে, অতবড় পণ্ডিতের মেয়ে, চেনা-শুনো না থাকলে সে কোন জায়গায় যেতেই পারে না। আজ কাল তুমি বড় আনমনা হয়ে পড়েছ।

প্রদীপ। তা বেশত, এখানে থাকতে চায়, সে থাকতে পারে। অন্ততঃ তোমার একজন দিনরাতের দোসর ও ত হবে। আমি ও ঐ রকম একটা লোকের সন্ধান কচ্ছিলুম।

এই বলিয়া প্রদীপ খানিক চুপ করিয়া রহিল। এ অবস্থায় রমাকে একা রাখিয়া রাত্রে অন্যত্র বাস করা যে ভদ্রোচিত ব্যবহার

নয়, এ কথা সে অনেক বার ভাবিয়াছে। তাঁহার পর এমন একদিন আসিবে—সে দিন ও দূর নহে—যখন রমার সঙ্গে সপ্তাহে দু একবার দেখা সাক্ষাতের সুবিধা ও না মিলিতে পারে। তাহার বিবাহের দিন ত নিকট। অবশ্য রমাকে প্রদীপ পথে বসাইবে না। সে সুখে থাকিবে, আর রমা, শিশু বুকে করিয়া, ভিক্ষা মাগিবে—মহাভারত, তাও কি হয়!

বিবাহের পর, প্রদীপ সঙ্কল্প করিয়াছে, রমার আজীবন সুখ স্বচ্ছন্দের ব্যবস্থা সে করিয়া দিবে। সে নাই বা আসিল, লোকজন থাকিবে। প্রদীপ গণ্যমান্য শিক্ষিত মহলে শুনিয়াছে, "টাকা দিলে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। কোন রমণীর ধর্ম্মনষ্ট করিয়া থাক, একটু মোটা রকমের চেক কাটিয়া ক্ষতিপূরণের টাকা দিও;—ব্যস্! কৃচ্ছ চান্দ্রায়ণ্!

বার কতক, হাতেবাঁধা ক্ষুদ্র স্বর্ণ ঘড়ির দিকে চাঁহিয়া, প্রদীপ উকীল হাঁকিল, "বংশে, গাড়ী তৈরী রাখতে বল"। পুনরায় হ্যাট কোট পরিয়া, ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, অধরে একটু হাসির অষ্টমী ফুটাইয়া, প্রদীপ বলিল, "চল্লুম মহারাণী, বিদায়"।

দ্রুতপদে সিঁড়িতে নামিয়া প্রদীপ গাড়ীতে উঠিল। বাহিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শ্যামাসুন্দরী উপরে উঠিল। সে রাত্রে রমা আসিয়া শ্যামার পাশে গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহাকে ডাকিতে যাইতে হয় নাই।

কাজের ভিড়

রমার ঘুম নাই, উস্‌খুস করিতেছে। দেখিয়া শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ দিদি! জামাইবাবু কোথায় গেলেন? রাত্রে কি ঘরে ফিরবেন না? তুমি এখানে এসে শুলে যে"?

রমা। না। কাজের ভারী ভিড়—বড় মামলা আছে, অনেক রাত পর্য্যন্ত আফিসে বসে কাজ কর্ত্তে হয়। অঘ্রাণ মাসের গোড়া থেকেই প্রায় সেইখানেই রাত্রি যাপন।

শ্যামা। তোমার এই অবস্থা। রাত্রিতে খবর দেবার দরকার হয় ত, কে যাবে?—চাকরটি পর্য্যন্ত ত' সঙ্গে গেল। আমাদের পাড়াগেঁয়ে কথায় বলে, দিদি, কোমরের পোয়ান আর নারীর বিয়ান, সদাই নজর রাখতে হয়।

রমা। কে আর নজর রাখবে দিদি। ভাগ্য ছাড়া পথ নেই!

শ্যামা। সংসারে প্রাণ বড়, না পয়সা বড়? স্বামী এই রকম! বাবুর আর বিয়ে নেই?

রমা। কেন?

শ্যামা। না তাই বলছি, কাজের জন্যে যদি রাতভোর বাইরেই থাকতে হয় গা, ত' তোমার এ অবস্থায় ত' বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে পারেন! বাপের ঘরে--?

রমা। আমার মা, ভাই, কেউ নেই। বাপ একা।

রমার চক্ষে বন্যা ছুটিল। ঘরের আলো নিবান ছিল। শ্যামা সুন্দরী তাহা দেখিতে পাইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পণ্ডিতির সূতিকাগার

রাত্রি দশটার সময়, গোয়াবাগানের একখানা ক্ষুদ্র বাটীর দ্বিতল বৈঠকখানায় বসিয়া, প্রভুরাম ও সাতকড়ি ভট্ট কথাবার্তা কহিতেছিল। সাতকড়ি কয়েক দিনের জন্য প্রভুরামের সহিত এক সঙ্গে টোলে গিয়াছিল। তাহার পর, মুগ্ধবোধের নানা রকম সন্ধিবিশ্লেষের পাতক এড়াইতে, সে কলিকাতায় আইসে। প্রথমে এক ছাপাখানায় সাতু কালি দিত, তাহার পর কম্পোজিটর। তাহার পর কোন এক দান-পরিগ্রহের ফলে সাতকড়ি এখন এক ছাপাখানার মালিক হইয়াছে। সন্ধ্যার পর, জ্যোতিষী, ব্রাহ্মণ, উমেদার, গ্রন্থকার, ছোকরা, জমাদার প্রভৃতি সাতকড়িকে ঘেরিয়া যখন তোষামোদ ও মিষ্টকথার কড়ি খেলাখেলি করে, তখন সে সব দেখিয়া শুনিয়া, সাতকড়ির অদ্বিতীয়া পরিচারিকা পদ্মমণির মনে হয়, "কর্ত্তা আমাদের সাক্ষাৎ কপিল মুনি!"

সাতকড়ি আপনার বিদ্যাবত্তা দেখাইবার জন্যই হউক, বা তাহার পণ্ডিত্যের পোট্‌লি আর একবার খুলিয়া বাঁধিবার প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই হউক, প্রভুরামকে ডাকিয়া শুনাইল, "শুনচো

ভটচায, ঈশ্বর মানে ঐশ্বর্য্যবান পুরুষ। বাগানবাড়ী, টাকাকড়ি, মটর গাড়ি, ভগবানের বিশেষ আশীর্ব্বাদ না হলে হয় না।

প্রভু। ভগবানের ঐশ্বর্য্য অন্য রকমও হতে পারে।

সাত। আহা—হা তা বলছি না, তা বলছি না, এই ধর আমার এখনো মটর গাড়ি হয়নি, সত্যি। কিন্তু হর্ষ ভটচায্যির সেই ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব নামে দশকর্ম্মের গ্রন্থখানা, যদি হরিসর্ব্বস্ববেটার "পুরোহিত মুকুর" বেরুবার আগে ছেপে বার করতে পারি—ব্যাশ্! তা হলে এক বছরের ভিতর মহামহোপাধ্যায় পেয়ে গেছি জেনো, ভটচায্।

প্রভু। হর্ষ ভট্টাচায্যের বই এর তুমি গ্রন্থকর্ত্তা কেমন করে হবে?

সাত। হা হাঃ—পাড়াগাঁয়ের লোক,—সহরের কায়দা জান না! এখানে পয়সা থাকলে, না লিখে লেখক হওয়া যায়, না পোড়ে পণ্ডিত হওয়া যায়, না দিয়ে দাতা হওয়া যায়, শুধু ছাপাখানার প্রসাদে—হা হা ভটচায্!

প্রভু। তাহালে দরিদ্রের প্রতিভার কীর্ত্তি 'ও অপহরণ কর—সেই কথা কও। ওটা যদি চৌর্য্যবৃত্তি না হয়, ত চুরি কাকে বলে?

সাত। থাকতে থাকতেই বুঝবে, ওটা গরীবকে ঠকান নয়; বরং সেই গরীব লোকেরাই তোমার সামনে বলে যাবে, ভাগ্যে

সাতকড়ি ভট্ট ছিলেন, তাই গ্রাসাচ্ছাদন চল্লচে! তাদেরই মুখে শুনবে, সাতকড়ি ভট্ট সাক্ষাৎ দাতাকর্ণ।

প্রভু। গল্পে গৃহস্থের বৌ প্রাণভয়ে যেমন বাঘকে বাঘমামা বলে।

সাত। ও সব কথা যাক্, তুমি তা হলে কাল থেকে আমার ছাপাখানায় কায-কর্ম্মগুলো দেখছো ত? এখানে খাবে-দাবে থাকবে, নিজের ঘরের মত। তুমি থাকলে, আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারব।

প্রভু। ধারাপাত, কলাপাত, আর অশ্রুপাত, তিনপাত শেষ করে আমাদের পাড়াগেঁয়ে ছেলেরা বড় বড় জমিদারী রাজ্য চালাতে পেরেচে। রাম দেওয়ান, শ্যাম খাজাঞ্জি সকলেই এই তিন পাতের পণ্ডিত। আর খাওয়া, পরা, শোয়া এই তিনের সাহায্যে তোমার ছাপাখানা চালাতে পারবো না? কাল থেকে কেন, বলত আজ রাত থেকেই রাজী।

সাত। আজ শুয়ে পড়, রাত হয়েচে। এই বলিয়া, সাতকড়ি সকল রুদ্ধ দরজা জানালা আর একবার পরীক্ষা করিয়া, আপনার শয়ন গৃহে ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শঙ্খ না পঙ্ক

প্রত্যুষে উঠিয়া প্রভুরাম, গঙ্গাস্নানে বাহির হইয়া শ্যামাসুন্দরীর সহিত আপন প্রতিশ্রুতি মত সাক্ষাৎ করিল। শ্যামা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হলো রত্ন" ! প্রভুরাম বলিল, "সবই ঠিক, শ্যামচাঁদ, আজ থেকেই আমি তাদের ছাপাখানার পণ্ডিতী কচ্চি। খাওয়া, পরা, শোওয়া, বসা সবই আজ থেকে সেখানে। মানুষ অকূলে ঝাঁপ দিলে, জগদম্বা একটা না একটা কূল মিলিয়ে দেনই দেন। কোন চিন্তা নেই, আমি ত তোমায় বরাবরই বলছি। তোমার খবর ?"

শ্যামা বলিল, "বৌটি কথাবার্ত্তায় বড়ই সরল, আমায় ছেড়ে দিতে চায় না। যতদিন হয় এইখানেই এখন থাকতে হবে।" শুনিয়া প্রভুরাম হৃষ্টচিত্তে বারকতক, 'বেশ বেশ, রোজ তোমায় দেখে যাব' বলিতে বলিতে গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেল।

মধ্যাহ্নে রমার গৃহে বসিয়া রমা ও শ্যামা গল্প করিতেছিল, প্রদীপের চাকর আসিয়া রমার হাতে একখানা চিঠি দিয়া, "অনেক কায আছে, মা ঠাকুরাণী" বলিয়াই চলিয়া গেল। প্রদীপের সেইরূপই হুকুম ছিল। দাঁড়াইয়া থাকিলে চাকরকে

চাই কি জেরা হইতে পারে। পাড়াগেঁয়ে মেয়েছেলের কৌতূহল কিছু অধিক।

রমা চিঠি পড়িল। প্রদীপ লিখিয়াছে, "আমি আবার মফঃস্বলে যাইতেছি। যে কয়দিন না ফিরিয়া আসি, রাত্রিতে চাকর গিয়া বাড়ীতে শুইবে, যে কোন জিনিস দরকার হয় তাহাকে বলিলেই হইবে''।

চিঠি শুনিয়া শ্যামাসুন্দরী বলিল, "কদিন বা থাকবেন, বৌদিদি! ও চাঁদমুখ পাবেন কোথা? আমি সে জানি, রত্নর মুখে শুনেছি, উনি একবার আমাদের জমীদারের বাড়ীতে পা দিয়েই 'পালাই পালাই" ডাক ছেড়ে ছিলেন'।

রমা। সে—তখন!

শ্যামা। তখন আর এখন কি, দিদি? স্বামী কি আর ক্ষণ দেখে বদলায়? তাহলে কি মায়ে ছেলেপুলে মানুষ করতে পারত?

রমা। তাইত দিদি,—ভা—তা—র। শুধু ভাত ছাড়া আরও কিছু, শুধু ভাত কাপড় জোগানের লোক নয়।

শ্যামা। "ভাত"ই বল কিম্বা "আর" কিছুই বল, তোমার ভাগ্যে দিদি, ভগবান কোনটারই কম করেন নি।

রমা। না! ভগবানের দোষ দেওয়া চলে না।

শ্যামা রমার মুখ পানে চাহিল; বুঝিল তাহার এই ক্ষুদ্র

কথাটায়, রমার জীবনের অনেকখানি অতীত, আপনাকে কসিতে গিয়া, পিতল বুঝিতে পারিয়াছে। সে পিতলের কলঙ্ক-গন্ধটা ভগবানের সকল দোষই ঢাকিয়া দিয়াছে। শ্যামা কথাটা পাল্‌টাইয়া লইবার জন্য বলিল, "আমি কারো দোষ-ঘাটের কথা বলছি না। আমি ভাবচি, একই মানুষ এক নিমেষে কত বদলে যায়।"

রমা। সেইজন্যই ভয় দিদি—হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র, নলরাজ।

শ্যামা। মাগো, কি করেই' তিনি দময়ন্তীকে আধ্-আঁচলে ফেলে রেখে গিয়েছিলেন।

আবার শ্যামার কথায়, রমার মুখখানা পৌষাষ্টমীর মধ্যাহ্নের চন্দ্রলেখার মত ম্লান ধুসর হইয়া গেল। তীব্র উৎকণ্ঠায় মানুষে অনেক সময় পরের কথাকে ভাগ্যের ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া মনে করে। শ্যামার শেষ কথাটায় রমার তাহাই মনে হইল। রমা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, 'দিদি! তবে কি তিনি আর ফিরে আসবেন না?" শ্যামা, আঁচল দিয়া, তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে বলিল, "বালাই, বালাই, ও কি কথা দিদি! ও কথা কি মুখে আনতে আছে? তিনি কোথায় যাবেন? আর যদিই বা কাযের মানুষের ফিরতে দেরী হয়, তাতেই বা তোমার কি ভয় আছে। তোমার ছেলে হবার সময় হলে দেখো, দিদি, আমা হতেই সব হবে। আমাদের পাড়াগাঁয়ে, এখানকার মত মেয়ে

ডাক্তার নেই। আমরাই সব করি। শ্যামার দুইটা হাত ধরিয়া রমা বলিল, "তুমি এসেছ দিদি, তোমায় পেয়েছি, আমার গুরু সহায় বলতে হবে।" আবার সেই চোখের জল—-রমার চোখে সেই পোড়া চোখের জল ঝরিতে লাগিল। শ্যামা আবার তাহা আঁচলে মুছাইয়া, রমার মুখ চুম্বন করিল।

সে চুম্বনে রমার প্রাণ একটা বলিষ্ঠ অবলম্বন পাইল। শ্যামা প্রদীপের ফিরিবার দিন জানিতে, জপের মালা গণিয়া "আগ." তুলিতে বসিল। সামনের দ্বারে কড়ানাড়ার শব্দে কিন্তু তাহার আগ তোলার বিঘ্ন হইতে লাগিল! ক্ষ্যান্তমা। দ্বার খুলিতে না খুলিতে, কালবৈশাখী ঝড়ের মত অপর্ণা শ্যামার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অপর্ণা ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, 'আগো দিদি ঠাকরেণ, স্যাই ঘাট্যে-পড়্যাটা, সেই পোড়্যা মুহাটা, হাত্থাখ, সেই মদনা, রোজ রোজ আমাগো দিক্‌কর্য়া বটে, হিচ্যাড়্‌বে পিচ্যাড়্‌বে, বাকুলকে এসতে দিব্যেনি! ই-ত্থাখ শত্যাকথোয়ারীর বেটা শত্যাক-খোয়ারী, আমার চুলগুলা সব কপচ্যে দিল্যাক্‌, নাকে, মুহে লোহু পাড়িয়ে, এক্যাবারে সুপ্যলকা কর্য়া দিল্যাক্‌।

অপর্ণাকে দেখিয়া রমার প্রথমে বড় ভয় হইয়াছিল। কিন্তু অপর্ণার পাঁচচুলা-করা মস্তকের দোলন ও সচিৎকার নানারূপ অঙ্গিভঙ্গি দেখিয়া সে, হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। শ্যামা

সুন্দরী খানিক ভাবিয়া চিন্তিয়া অপর্ণার অপূর্ব্ব বক্তৃতার একটা অর্থ বাহির করিল। অপর্ণা যে বাবুর বাটীতে চাকরী করিত, তাহার পুত্র মদনগোপাল, অপর্ণার সঙ্গে কোন অবৈধ রসক্রিয়া করিয়া থাকিবে। জানিতে পারিয়া মদনের বিবাহিত বধূ অপর্ণার নির্য্যাতন করিয়াছেন। দোষ অবশ্যই অপর্ণার। স্বামীর যৌনক্ষেত্রে পরকীয়া আক্রমণ হইলে, অন্ততঃ অধিকাংশ সহধর্ম্মিণীই এইরূপ মনে করিয়া থাকেন।

শ্যামা বার কতক "আহা, আহা", "রক্তপাত করেছে গো" ইত্যাদি দরদের কথা শুনাইয়া অপর্ণাকে শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কোথায় কায কচ্ছিস্? এখানে এলি কি করে?" অপর্ণা বলিল, "আগো গতর খাট্যালে সহরে আবার কিস্যার ভাবনা? ওই যে হুথ্যাকে বড় উকিলরা আছেনি, ওই তান্যার বাকুলকে কাযে লেগ্যাছি, বাবুর মেয়ের বিয়্যা এ্যাই পুল্লুঁর দিন্যা। সে দিন, দান্যা ঠাকুরের সঙ্গ্যে এবাকুলটা দেখ্যা গেছনি। যাই, দিদঠাকরেণ, অন্যেক পথ—ব্যাল্যা গেছে।"

অপর্ণা চলিয়া গেল। রমা অবাক হইয়া শ্যামার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে দেখিয়া, শ্যামা বলিল, "জাহাজ থেকে নেমে, আমরা আমাদের গ্রামের একজনের বাটীতে রাত্রিবাস করি, অপর্ণাকে সেথায় দেখেছিলেম।"

প্রদীপের ভৃত্য আসিয়া সব দেখিয়া শুনিয়া গেল। শ্যামার সখি-আনার ফুল্ল অপরাজিতার বেড়া, 'রমার 'ভিতর-বার', ঘেরিয়া, এমনি একটা শ্যামল স্নেহছায়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল, যে কোন দুর্ভাবনার তাপই সেথায় ফুটিয়া উঠিতে পারিত না।

রমার দিন কাটিতে লাগিল! সুখে বলিতে চাও বল—সুখ অর্থে যদি ভাবনার দায় হইতে পরিত্রাণ বুঝিতে হয়। তোমার হইয়া, তোমার ভাবনা ষোল-আনা-রকম ভাবিবার অন্ততঃ একজন লোকও থাকিলে তোমায় যদি সুখী বলা যায়, রমাকে সুখী বলিতে পার। দূর মেঘধ্বনির মত, কোন ভাবী অমঙ্গলের গর্জ্জন রমার প্রাণে আসিলে, রমার ভিতরের মানুষ বলিত, "ভয় কি, শ্যামা দিদি আছে!"

আর শ্যামাদিদি? শ্যামা কেমন বুঝিতে পারিয়াছিল, রমা আর রমার স্বামীর মধ্যে একটা কিছু রহস্য সম্বন্ধ আছে। দুএক দিন না দেখিতে পাইলে রমা এত ভয় পায় কেন? রমার বুকের ভিতর ওই কেবল একমাত্র স্ফোট, সেখানে একটু জোরে বাতাস লাগিলেই রমা চমকাইতে থাকে। কিন্তু রমা কথাটা ভাঙ্গিতে চায় না। যোগসিদ্ধির অষ্ট ঐশ্বর্য্যের মত, সিদ্ধ ভালবাসায়ও পরচিত্ত-প্রবেশের ক্ষমতা জন্মায়। শ্যামা তাই রমার বুকের ভিতর ঢুকিয়া জানিয়া আসিয়াছে, তাহারও প্রদীপের বিবাহের মধ্যে একটা কিছু রহস্য আছে। সেটা ঠিক সচরাচর

স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধের মত নয়। আর কিছু—অন্য রকম! শ্যামাসুন্দরী তাহা বুঝিতে পারে না।

দিন কাটিয়া যায়! প্রদীপের ভৃত্য আবার সংবাদ দিয়া গেল যে, আফিসে বাবু লিখিয়াছেন তাঁহার ফিরিতে এখনও দিন পনর বিলম্ব হইবে। আজ অগ্রহায়ণের পূর্ণিমা; বোধ হয় অমাবস্যার আগে তাঁহার সাক্ষাৎ মিলিবে না।

চতুর্দ্দশীর শেষ হইয়াছে। রমার সমস্ত দিন বড় অসুখ করিয়াছিল। মধ্যরাত্রে চাঁদ যখন আকাশের মাঝখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, শ্যামা সুন্দরী তখন একটি দেব-শিশুর মত আনন্দের পুত্তলী রমার কোলের পাশে শোয়াইয়া বলিল, "এই নে তোর ছেলে, বোন!" রমা চোখ চাহিয়া আবার চক্ষু বুজিল। শ্যামা ঘরের বাহিরে আসিয়া ডাকিল "ও ক্ষ্যান্ত, ও ক্ষ্যান্ত শাঁকটা একবার বাজাগো। ক্ষান্ত বলিল, "এদের শাঁক কোথা গো? নর্দ্দমায় পাঁক আছে"।

শ্যামা জাতকের ধাত্রার কার্য্য করিল। পরদিন প্রত্যুষে রত্নঠাকুর সংবাদ লইতে আসিয়া রমার ছেলে দেখিল। পূর্ণিমার রাতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে বলিয়া, রত্নঠাকুর শিশুর নাম রাখিলেন 'পূর্ণেন্দু'।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাসর

অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা, আজ প্রদীপের বিবাহ।

প্রদীপের সমব্যবসায়ী, সমবয়স্ক ভিন্ন, বরপক্ষের বিশেষ কেহ আমন্ত্রিত হয় নাই। কন্যাকর্ত্তা, সহরের গণ্যমান্য, উকীল, ব্যারিষ্টার বণিক, জমীদার সমাজের লক্কাটেক্কাদিগের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন বলিয়া, এ সমারোহ ব্যাপারে প্রদীপের আত্মীয়-বর্গের অনুসন্ধান লইবারও বিশেষ আবশ্যকতা বিবেচনা করেন নাই। পল্লীগ্রামের লোক ভদ্রব্যবহার জানে না। তাহার উপর অন্ততঃ বার্ষিক দশ বার হাজার আয় না থাকিলে কেহই মনুস্য পদবাচ্য হইতে পারে না। প্রদীপের কুলুচিবৃক্ষ ঠ্যাঙ্গাইয়া "এমন একজন লোককেও খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। সুতরাং ভদ্রপুরে একখানা নিমন্ত্রণ পত্র পর্য্যন্ত পাঠান হয় নাই। সংসারে আপনার ছোট সংস্রব কে দেখাইতে চায়? আজিকার দিনে, প্রকাশ্য মজলিশে বসিয়া, আপনার পিতৃ পিতামহবর্গে চিনিতে চাহেন, এমন কয়জন স্যার ধুরন্ধর আছেন?

সেই উৎসবোজ্জ্বল অট্টালিকায়, বিদ্যুদ্দীপোজ্জ্বল সুসজ্জিত প্রকাণ্ড হলঘরে নিমন্ত্রিতের দল বসিয়া ছিলেন। হলের একপার্শ্বে,

একটা উচ্চ বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত কাষ্ঠমণ্ডপের মধ্যে দ্বাদশ জন বিলাতী সুন্দরী, পায়ানা ও বেহালার মর্ম্মতন্ত্রীতে আঘাত। করিয়া, ঐকতানে এক দিব্য রাগিণীর মালা গাঁথিতেছিল হলের এক পার্শ্ব-গৃহে, নিমন্ত্রিত-বর্গ-প্রদত্ত মণিরত্ন খচিত যৌতুক সামগ্রী, জ্যোতির্ম্ময় শতদলতুল্যপ্রোজ্জ্বল, বিজলীবর্ত্তির আলোকে, নক্ষত্রের মত চমকাইতে ছিল। হলের অপর পার্শ্বের গৃহে, প্রদীপ ও তাহার বন্ধুবান্ধবগণ সুরাপূর্ণ বিচিত্র সুরাপাত্র হস্তে সেই বেহালার ঐকতানের তালে তালে বিলাতী নৃত্যের অনুকরণ। করিতেছিল। সুরেশ উকীল বলিল, "নববধূর সৌভাগ্যার্থে এক পাত্র পান কর"। সমবেত প্রদীপ সঙ্গীরা তাহাই করিল। বিমলানন্দ মঠের সহকারী তত্ত্বাবধারক, বিমল এটর্ণী, সুরাপাত্র রাখিয়া, প্রদীপের কাণে কাণে বলিল, "নীলিমার প্রাণে কালিমা এনো না প্রদীপ। আজ থেকে জীবনের নূতন পৃষ্ঠার পত্তন কর। গুটী-পোঁকা যত দিন গুটীর ভিতর বদ্ধ থাকে, ততদিনই সে পোকা। গুটী কেটে বেরুলেই সে, প্রজাপতি। পাখার ঝলমলে রঙ দেখেছত? কি সৌন্দর্য্যের, কি স্বাধীনতার মূর্ত্তিমান দেবতা! আজ থেকে তুমি প্রজাপতি হয়ো, প্রদীপ।"

প্রদীপ, মুখে একটু হাসির ভগ্নাংশ ফুটাইয়া, মাথা নোয়াইয়া, বিমলের উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিল। দেখিয়া নবীন কিশোর সর্ব্বতীর্থ, সংমার্জিত, কুসংস্কার বর্জ্জিত, দার্শনিক পণ্ডিত—এক্ষেত্রে

পৌরহিত্যের ভারপ্রাপ্ত নবীন কিশোর—একটু হুইস্কিপঞ্চ্ টানিয়া বলিলেন, "আজ আপনার জীবনের ভালবাসার, জগতের ভাল-বাসার সাবিত্রী দীক্ষার দিন, মিষ্টার গাঙ্গুলি! আপনার শ্বশুর, হরেন বাবু—পণ্ডিত, বহুদর্শী,—কিন্তু কতকগুলা মারাঠী দারোয়ানকে মিছে কাশী থেকে বেদ পড়তে আনিয়েছেন। আমরাও কুষণ্ডিকার মন্ত্র পড়তে জানি; তবে এটা একটা সহরে নূতন ব্যবস্থা বলতে হবে। অন্য কোন বড় বিবাহে মারাঠী বৈদিক আমদানি করা হয় নি। এ কথা লক্ষবার স্বীকার। তবে আমার একটা অনুরোধ অন্ততঃ মাস খানেক ধরে এ বেটাদের দিয়ে মহলে বাকী বকেয়া আদায় করিয়ে নিয়ে যেন বড় বাবু দক্ষিণান্ত করেন। তাহলে অনেকটা ক্ষতি পূরণ হবে।"

একতলার প্রকাণ্ড হলে, হরেন বাবু, কলিকাতার গণ্যমান্য পরিবেষ্টিত হইয়া, বড় বড় ইংরাজ রাজপুরুষ প্রেরিত সময়োচিত আনন্দ টেলিগ্রাম পাঠ করিতেছিলেন। ফুলের তোড়া, পানের খিলি, সিগারেটের ট্রে, ফুলের গোছা লইয়া, সেই নিমন্ত্রিতবর্গের শ্রেণীতে শ্রেণীতে বেড়াইতেছিল—বাবুর সম্বন্ধীপুত্রেরা।

উঠানে কুটুম্বের ছেলেমেয়েরা, উচ্ছৃঙ্খল রাজপুত্রগণের মত, মাতামাতি করিতেছিল। বিলাতী ক্লক্, বালিঘড়ি, জলঘড়ি, প্রভৃতি নানাবিধ ঘটিকাযন্ত্র পরিবেষ্টিত হইয়া, কৈলাস জ্যোতিষার্ণব লগ্ন নিরূপনে ব্যস্ত। তাঁহার সহকারী মাঝে মাঝে তারস্বরে

ঘোষণা করিতেছিল, "আর দুদণ্ড আছে। প্রস্তুত হউন, প্রস্তুত হউন।"

বাটীর ভিতর শঙ্খধ্বনি উঠিল। পূজার দালানের স্বর্ণোজ্জ্বল রিংএ ঝোলান নীলবনাতের পর্দ্দা সরিয়া গেল। নীচে উপর, দালান বারাণ্ডার লোক দেখিল, বরকন্যা আসনে বসিয়াছে।

নৃত্যশীল অপ্সর শিশুর মত, বিলাতী তারের আনন্দ রাগিণী মৃদুল, মধুর বাজিয়া উঠিল। হরেন্দ্রবাবু কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বরবধূ বাসরে চলিয়া গেল। পূর্ণিমা, অনিমা, শান্তা, সুজাতার দল চারিধারে ঘেরিয়া বসিল। মণি-রত্ন, রূপ-যৌবন, সুন্দরীর হাসি, কিন্নরীর গান, এক বন্যায় ভাসিয়া উজানে ছুটিতে লাগিল। প্রদীপ এমন কখন দেখে নাই—এত উল্লাসে মধুর, সুন্দরে সুরভি—এত হাসির সৌরভ—গর্ব্বিত গৌরব, গীতিমান সৌন্দর্য্য। একত্রে একাধারে পল্লীবাসীর ভাগ্যে? প্রদীপ মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির নেত্রে চাহিয়া রহিল। এসবের কাছে রমা? পুঃ!—

নীলিমার যুবতী ভগ্নিগণ, মাথুরিণী বেশে হাতে হাতে ধরিয়া, রাসলীলার অনুকরণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, গান ধরিল—

বহু পুণ্যবলে রাধে মিলিল নটবর
শ্যাম সো গোকুল চাঁদ।

হম সব কামিনী
জাগব যামিনী
রচইব প্রেমের ফাঁদ।

প্রদীপের মনে হইল, ঐ নপুর-মঞ্জুল নাচনির বিদ্যুতে, পতঙ্গের মত. পুড়িয়া মরাও সুখ—এই আনন্দের উন্মাদ বাড়বানলে !—ওকি ?

প্রদীপ একটু চমকাইয়া, একটু সামলাইয়া লইল। বাসর ঘরের দরজার পাশে অপর্ণাদাসী দাঁড়াইয়াছিল। অপর্ণার স্কন্ধের উপর দিয়া আর একখানা স্ত্রীমুখ প্রদীপ দেখিতে পাইয়াছিল। মুখখানা শ্যামার মুখের মত। মুখখানা, ছায়া মুখের মত, সরিয়া গেল। প্রদীপ আবার শান্তচিত্তে আনন্দের অভিনয় দেখিতে লাগিল। কেবল অপর্ণা শুনিতে পাইল "আঃ পোড়াকপালি !" শুধু এই শব্দ মাত্র। সে ফিরিয়া দেখিল, দিদিঠাকরুণ অদৃশ্য হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সমস্যা

ছু—ট্! ছু—ট্! শ্যামা ছুটিয়া পথে বাহির হইল। ছু—ট ছু—ট্! শ্যামা ছুটিয়া চলিতেছে, জ্ঞান নাই, ভালমন্দের ভয় নাই। পথ একরূপ জনশূন্য হইয়াছিল। স্থানে স্থানে দু-একজন পাহারওয়ালা বা দু-একজন গৃহযাত্রী মাতাল ভিন্ন অন্য কাহাকেও শ্যামা দেখিতে পাইল না। শ্যামা ছুটিয়া চলিতেছে, আঁকিয়া বাঁকিয়া উর্দ্ধশ্বাসে চলিয়াছে—মর্ম্মবিদ্ধা সিংহী যেমন আপনার গুহাভিমুখে মরিতে ছুটিয়া যায়।

কতদূরে, একজন পুরোহিত ব্রাহ্মণের মত, যজমানের বাটীর বিবাহ সারিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন, শ্যামাকে দেখিয়া বলিলেন "কোথা যাবে গা? সহরে রাত্রে কি ছুটতে আছে? ছুটে গেলে কনেষ্টবলে চোর বলে গ্রেপ্তার করে"!

শ্যামা কোন উত্তর দিল না। ভয় আসিয়া তাহার হৃদয়ের ক্ষিপ্ততাকে শান্ত করিল। পথে একটা কাঠগোলার সম্মুখে কীর্ত্তন গান হইতেছিল। সপ্তস্বরা বেহাগ রাগিণীতে গায়ক গান ধরিয়াছিল—

ঘোর রয়নে,

(নিশি তখন গভীরা অতি !)

নিদ্রিত-বিহগমুখ-অর্পিত-নিদ্রিত-বিহগী-মুখ-রটিত-বিরহ বেদনে,

ঘোর রয়নে !

জয় শ্যামরায়, শ্যামরায় ইতি জাগ্রত ভট নিনাদিত-স্তম্ভিতা-

স্তিমিতা যমুনা ;

জয় রাধে—রাধে—রাধে বলি, তৃতি নিকষয়ি একবসনা।

গান জমিয়াছিল ভাল। ব্রাহ্মণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে ছিলেন, পার্শ্বে শ্যামা দাঁড়াইয়া। গান শুনিয়া, শ্যামা টিপ্পনি করিয়া বলিল, "মাগো ! চারকালই একরকম।" কণ্ঠস্বর শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন "কে ও শ্যাম ? এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে"।

শ্যামা। অপর্ণার মনিব বাড়ী বিয়ে দেখতে।

রত্ন। অপর্ণা ?

শ্যামা। ইচ্ছের বাড়ীর সেই ভাড়াটে ! ভুলে গেছ ?

রত্ন। ও ! ও ! বটে বটে।

শ্যামা। রত্ন !

রত্ন। শ্যাম !

শ্যামা। আমার বোধ হয় এখানে ইচ্ছের দলই বেশী। সহরে সমাজ নেই।

রত্ন। খুব আছে। বরং বল, সহরে যত দেশের, যত প্রকৃতির

লোক আছে, ততগুলো ভিন্ন ভিন্ন সমাজ আছে। পাকা কলিকাতা বাসীর সমাজ, তার ভিতর পল্লীগ্রামের ভাড়াটে লোক সহজে ঢুকতে পারে না! সহরের বনেদী সমাজকে একটু স্বতন্ত্র ভাবে গণ্ডীর মধ্যে না রাখলে সে সমাজের পবিত্রতা রাখা যায় না। বাস্তবিকই, কলিকাতার ব্রাহ্মণ, কলির ব্রাহ্মণ নয়।

শ্যামা। এদেশে বঞ্চনা বেশী আছে, একথা তোমায় বলতেই হবে। বাধনের উপর বাঁধন দিতে এদেশের ভাল লোকদের বেশ আগ্রহ দেখলুম। অবিশ্যি গোড়ার বাঁধনটা আল্‌গা করে, খুলে ফেলবার চেষ্টা!

রত্ন। আবার ঢের লোক আছে, কোন বাধনই বাঁধতে চায় না, শ্যাম।

কথাটা শুনিয়া, শ্যামাসুন্দরীকে দু'একবার থামিতে হইয়াছিল। কি এক রকম নিরাশার পায়নে যে সে কথার পায়ন দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে, পূর্ণিমার শেষ রাত্রের সেই ছল্‌ছলে্‌ জ্যোৎস্নায়, হেমন্তের ক্ষীণ শুভ্রকুয়াষার সুপ্ত নিশ্বাস বাতাসে, সে কথাটা শ্যামাসুন্দরীর কর্ণে এত নূতন রকমের শুনাইয়াছিল যে, বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা চোখে একটু ঝাপসা দেখিয়াছিল!

প্রদীপের বিবাহ, রমার ভাগ্যভঙ্গ—তাহাত শ্যামা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। প্রদীপ ধনবান লোক হইতে পারেন,

কিন্তু মন থাকিবে কেন? রমাকে এক দিন তফাৎ হইতেই হইবে। আজ রাত্রিতেই প্রদীপ তাহাকে সাগর পার করিয়া দিয়াছে। রমার অবস্থাত এই! সে কোথায় যাইবে, কোথায় দাঁড়াইবে? কিন্তু সব জানিয়া শুনিয়া, এ সংসর্গে বাস, শ্যামাসুন্দরীর উচিত কি? কাযেই সমস্যা-সিদ্ধান্তের জন্য, শ্যামা জিজ্ঞেসা করিল, "রত্ন, কাল আমাদের হোথা দুপুরে তোমার নিমন্ত্রণ। আমি নিজহাতে পাক করি। আসবে কি?" প্রভুরাম উত্তর করিল, "নিশ্চয়ই!—কি ব'লছো, শ্যাম?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ভুল

মনুষ্যজীবনে ধন ঐশ্বর্য্য যে গৌণভাবে মূল্যবান্, কয়জন লোকের ভাগ্যে একথা বুঝিবার অবসর আইসে? অর্থাভাবের আত্যিন্তিক নিবৃত্তিই পুরুষার্থ; এই হলো হালী কপিল সূত্র।

ধনীর সঙ্গে পরিচয়, ধনবানের সঙ্গে নিরন্তর বসবাস, একত্র পান ভোজন, ধনীর পার্শ্বে বসিয়া মটরে অটন, এসব জুটিলেও অনেকের মনে একটা কৃতকৃত্যের ভাব আইসে।

প্রদীপেরও ধনীর কন্যার সঙ্গে কাল বিবাহ হইয়াছে। সকল ব্যাপারে, সকল সংস্রবে, কুবেরের দলে মিশিবার তাহার এখন বৈধ অধিকার। তিনি স্বয়ং সর্ব্বোচ্চ আদালতের এটর্নি—এবং সর্ব্বোচ্চ এটর্নির এটর্নি জামতা। প্রদীপ আকাশের চন্দ্র সূর্য্যকে ক্ষুদ্র জোনাকির মত দেখিতে লাগিল। সে এখন দরিদ্রের বাপ নয়, ভাই নয়—বন্ধুত নয়ই!

রমার কথা প্রদীপের আজ দিবসে তুইবার মনে পড়িয়াছিল। রমার স্বামীর পৈত্রিক সম্পত্তি ও কলিকাতায় বাটী আছে। রমার তাহার সমস্ত স্ত্রীধন প্রদীপের হস্তে দিয়াছিল। সে সকল সম্পত্তির "রিসিভর" নিযুক্ত হইতে পারিলে, রমার সর্ব্ববিধ অভাবই সহজে

পূর্ণ করা যাইতে পারে। মক্কেল ভাবে রমার সঙ্গে সংস্রব রাখিলে, সমাজের কোন পুণ্যশ্লোকেরই আক্কেল দাঁত ভাঙ্গিতে পারে না!

মুখার্জি ভিলার একটা বসিবার ঘরে বসিয়া প্রদীপ এইরকম পাঁচকথা ভাবিতেছিল, এমন সময় একজন আরদালি আসিয়া বলিল, "বড় সাহেব আসছেন।" জমাদার বাহিরে আসিলেই, বড় সাহেব বা মিষ্টার মুখার্জি গৃহে প্রবেশ করিলেন। দরোজা ভেজাইয়া, একখানা চেয়ারে বসিয়া তিনি বলিলেন, "মিষ্টার—গ্যাং—গো লি, আমি গোটাকতক সোজাসুজি কথা কইতে চাই। তুমি হচ্চো এখন একজন বিবাহিত ব্যক্তি। যৌবনে অনেকে অনেক আগাছার বীজ পুতে থাকে। কিন্তু সংসারে ঢুকে, বিবাহের পর, সেগুলোকে সশিকড় উপড়ে ফেলতে হয়; নইলে সমস্ত জাবনটা আগাছা পরগাছায় ঢেকে যায়। দিনে আট ঘণ্টা জোয়ার, আর ষোল ঘণ্টা ভাঁটা। জোয়ারের টানে যখন ওঁজলা জঞ্জাল ভেসে আসে, তখন তা থেকে তফাতে দাঁড়িও, ভাঁটায় বে-জঞ্জালে থাকতে পারবে। আমি তাই বলছিলেম, তুমি তোমার সাবেক বাড়ীওয়ালাকে নোটিস দাও। আজ থেকে যখন তোমাকে হেথায়ই থাকতে হবে, তখন মিছামিছি একটা মাসিক খরচা করবে কেন? আমি নোটিশ লিখে এনেছি, তুমি এখনই সই করতে পার। আজকেই নোটিশ পৌছে যাক্। বাজে লোকের মত সাত ঘর জড়িয়ে থাকবার দরকার কি"!

প্রদীপ কোন আপত্তি না করিয়া, অতিশয় বাধ্য বশম্বদের মত, চিঠীতে সই করিল। চিরদিনের জন্য যে, সে আপনাকে নরবলি দিয়া, একজন ধনবানের গৃহপালিত জামাতা হইতেছে, একথাও তাহার মনে হইল না। বোধ হয় সমান ঘরে বিবাহ করিলে, প্রদীপ এ প্রস্তাবটাও অপমানসূচক মনে করিত।

মিষ্টার মুখার্জি উঠিবামাত্রই, প্রদীপের বুকের ভিতর একটা শূন্যগর্ভ অন্ধকার-স্তম্ভ ধীরে ধীরে কণ্ঠের দিকে উঠিতে লাগিল। প্রদীপের কণ্ঠ শুকাইতেছিল, কাণে ঝিঁ ঝিঁ ডাকিতেছিল,—হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বোধ হয় যেন থামিয়া যায়। প্রদীপ, শুধু অভ্যাসের প্রাবল্যে একটা 'বটন্' টিপিল। পার্শ্বের গৃহে টিন্ টিন্ শব্দের সঙ্গেই, বংশী ভৃত্য এক টম্‌ব্ল্যার ককটেল লইয়া হাজির; প্রদীপ তাহা পান করিয়া প্রকৃতিস্থ হইল।

রমার গৃহ ছিল। সে গৃহে, একটা দৃঢ় বলীয়ান পিতৃস্নেহ সংসারের সকল অকল্যাণ হইতে তাহাকে আড়াল করিয়া রাখিত। রমার শ্বশুর কুলের বিষয় সম্পত্তি ছিল। অন্ততঃ যাহা কিছু থাকিলে, একজন ব্রাহ্মণ বিধবার স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়া যায়, রমার তাহা সবই ছিল। প্রদীপ তাহা কাড়িয়া লইয়াছে—বিনা অপরাধে, বিনা উপরোধে, তাহার সর্ব্বস্ব মোষণ করিয়া, তাহাকে পথে দাঁড় করাইয়াছে। সে পথেও, পঙ্কিল, কণ্টকাকীর্ণ।

প্রদীপ ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। রমার বাসাবাটী প্রদীপের নামে

ভাড়া ছিলমাত্র। ভাড়ার টাকা, টেক্স-খাজনা সবই রমার গহনা বেচা টাকা হইতে দেওয়া হইয়াছে। যদি সে উঠিতে না চায়,—সকল কথা প্রকাশ করে—আদালত সাহায্যে একটা কেলেঙ্কারি বাঁধায়? সহরে উকিলের অভাব নাই, পরামর্শদাতার অভাব নাই। এসকল অতীব তিক্ত চিন্তা। প্রদীপ আবার ভ্রূ কুঞ্চিত করিল।

আবার সেই টিন্ টিন্ টিন্ ইলেক্‌ট্রিক্ বেলের শব্দে ককটেলের পূর্ণপাত্র হস্তে বংশীর আবির্ভাব! প্রদীপ, এবার পানান্তে বংশীকে জিজ্ঞাসা করিল "ওপাড়ার ক'দিন খবর কিরে, বংশে?" বংশী ঘাড় নাড়িয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, "বিয়ের রাত থেকে ফাঁকে বেরুতে পেরেছি কি!"

প্রদীপ। বেশ করেচিস, আর খবরে দরকার নেই। একদম্ রাত ন'টার সময় আমায় তুলে দিস্, য—য়—দি—ঘুমিয়ে প—ড়ি।

বংশী চলিয়া গেল। একটা অত্যন্ত-মোটা গরম কাপড়ের গাউন মণ্ডিত প্রদীপ, একখানা ইজি চেয়ারে লম্বা হইয়া শুইয়া, রক্তবর্ণ বিভ্রান্ত চোক্ষে সম্মুখের বৃহদ্দর্পণে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে দেখিতে, ঘুমাইয়া পড়িল। কর্কশারাগিণীর জ্যাজ্' বাজনের মত কতকগুলা ঘর্ ঘর্ ঘো—ভর্‌-ভর্ ভ্রোঁ শব্দ প্রদীপের নাসারন্ধ্র হইতে বাহির হইতে লাগিল।

উপযুক্ত সময়ে বংশী আসিয়া প্রদীপকে অন্দরে পাঠাইয়া দিল। প্রদীপের যুবতী, সুন্দরী, শিক্ষিতা বধূ, নীলিমা, দিনান্তের আশাসুখের মালা পরাইতে গিয়া দেখিল, প্রদীপ শুধু মাথা নাড়িতেছে চলিত চোক্ষে নীলিমার মুখপানে চাহিয়া, প্রদীপ বলিল, "গোসাইজী—ভাল ত?

একটু হাসিয়া, নীলিমা বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কে গোসাই?"

প্রদীপ। সনাতন গোস্বামী—না না, গোসাইএর মেয়ে।

নীলিমা। কোথায় বাড়ী?

প্রদীপ। আমাদের ভদ্রপুরে।

নীলিমা। সনাতন গোসাইয়ের মেয়ে কি করেছে?

প্রদীপ ভুলমেরেছে, কুল খেয়েছে
কুলের আঁটি ছুড়ে মেরেছে!

এই বলিয়া একটা বিকট উচ্চ হাস্য হাসিয়া, প্রদীপ, ইটকাটের মত, শয্যায় অচেতন হইয়া শুইয়া পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গয়া-গঙ্গা

পূর্ব্ব রাত্রের বিবাহ বাসরটা দেখিয়া আসা অবধি, শ্যামার মনটা বড় ছোট হইয়া গিয়াছিল। এতদিন রমা তাহাকে ভুল বুঝাইয়া রাখিয়াছিল, ছিঃ!

গঙ্গাস্নানের পর, শ্যামার কেমন ধারণা হইতে লাগিল, "দোষ কারুরই নয়—রমার নয়, রামের নয়- সব দোষ কেবল পোড়া মেয়ে জন্মের! ঠকে মরে তবু ঠকতে ছাড়ে না। মুখে আগুন—জন্মের মুখে আগুন!—ঠকা—ঠকা! দিন কতক বকা-ঝকা; তারপর, ভোর জন্মটা "চুপ"—আর ধোঁয়ান ধূপ!"

শ্যামার চক্ষু জলে ভরিল, আর সেই জলে রমার সকল দোষ ভাসিয়া গেল। শ্যামা মনে মনে বলিল, "আমারই যদি বিধবা বোন হতো, কি কত্তুম?—ফেলে পালাতুম কি?" —ঠিকত!

শ্যামাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া, প্রবৃদ্ধ যক্ষ্মা রোগীর মত স্বচ্ছোজ্জ্বল কাচ-বাঁধন চোখে, সান্নিপাতিক জ্বর বিকারীর মত শুষ্ক ক্ষীণ স্বরে, রমা জিজ্ঞাসা করিল, "আজ বংশী আসেনি কেন, দিদি?" শ্যামা বলিল, "এখনো বেলা হয়নি, আসবেই এখন। কালকের বাজার

আনা আছেত !ঃ রমার যে কোন্ বাজারের ভাবনা, শ্যামা তা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল।

দুপুর বেলায়, রান্না ঘরে, নিশ্চিন্তে পীঁড়ায় বসিয়া, প্রভুরাম বিদ্যারত্ন শ্যামাসুন্দরীর সহিত নানা কথা কহিতেছিল। শ্যামা, কিন্তু নীরব। বিদ্যারত্নের এক ঝলক কথা থামিলে, তাহার হঠাৎ স্মরণ হইল, শ্যামা কি বিষয়ে পরামর্শ করিতে তাহাকে ডাকিয়া ছিল। সুতরাং, অকস্মাৎ খুব বিজ্ঞ, বিষয়ী লোকের মত মুখখানা করিয়া, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল রাত্রে কি পরামর্শের কথা বলেছিলে, শ্যাম ?"

শ্যামা। সে কথা কিন্তু তড়বড় করে শোনা চলবে না !

রত্ন। কথাটা কি ?

শ্যামা। আমি কাল জানতে পেরেছি, রমা প্রদীপ উকিলের স্ত্রী নয়।

রত্ন। স্পষ্টম্ !—এত পড়েই আছে !—আমি ঢেরদিন আগেই জানতুম। স্বামী হলে হেথায় পাকা বসবাস হতো, ঘর-সংসারে একটা অন্য শ্রী, অন্য টান থাকতো। দেখচো না যে বাসা-বাড়ী সেই বাসা-বাড়ীই !

শ্যামা। অত চেঁচাবার দরকার নেই, এটা ন্যায়ের বিচার হচ্চে না।

রত্ন। না, তাই ব'লছি !

শ্যামা। প্রদীপের নাম শুনেই নৌকায় উদ্ধবের কুঁদুনি মনে পড়ে? আমার বোধ হয়, রমা উদ্ধবের গ্রামের মেয়ে, বামণের মেয়ে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই! এখন উপায়?

রত্ন। অবশ্য, সংসর্গ জন্য পাতকের কথা শাস্ত্রে আছে, শ্যাম। আজ রাত্রে এ বিষয়ে চিন্তা ক'রে একটা সদুত্তর দেবো। এটা একটা সমস্যার কথা বটে!

শ্যামা। সে কথা পরে ভেবো। উপস্থিত ভাবনা, এদের যেমন অবস্থা দেখছি, তাতে মায়ে-পোয়ের দিন গুজরান কি করে হবে? তারই একটা ব্যবস্থা কি করে হয়? পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, সহরে চেনেই বা কাকে? আর চিনলেও যাবার মুখ নেই, উপায় নেই!

রত্ন। তার জন্য চিন্তা নাই। উকিল বাবু একটা না একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ক'রবেন!

শ্যাম। তুমি পুঁথি পড়েছ, পণ্ডিত!—একথা বুঝতে পারবে না। রামচন্দ্র সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন, তারপর সীতার বড় একটা খোঁজ খবর রেখেছিলেন কি? অনাথা মনে করে', তার সর্ব্বনাশ ক'রেছি মনে করে, কোন পুরুষই এমন একজন স্ত্রীলোকের কাছে আজন্ম বাঁধা থাকতে পারে না। প্রদীপ গাঙ্গুলি না হলে বিয়ে ক'রবে কেন? স্থির জেনো, রত্ন, অতি সত্বরই রমাকে এখান থেকে সরে যেতে হবে!

রত্ন। হয় হবে—তুমি আছ। অনাথার চিন্তার প্রয়োজন কি আছে? স্বীকার করি, শ্যাম, গোলোকের উপরও নরকের কতকটা দাবী দাওয়া থাকতে পারে। আমার কিন্তু মাথাটা এখন তেমন পরিষ্কার নেই; রাত্রে এ সব বিষয় ভাল করে ভাবা যাবে। পূর্ব্বেই ত তোমায় বলেছি, চিন্তা কি আছে?—ভগবানের সংসার, কল্যাণের সংসার। স্বর্গমর্ত্তের ভিতর বাধা সড়ক আছে, শ্যাম, এটা শাস্ত্র বাক্য। খুঁজলে সহরে ডাল ভাতের রাস্তা পাওয়া যায় না, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। চিন্তা কি? তুমি যখন আছ, এদের উপায় একটা হবেই হবে।

শ্যাম। সে যা হয় হবে। এখন ছেলেটার ত স্মৃতিকে পূজো চাই। রমার এখনো যে ভুলটা আছে, সেটাকে আরো অন্ততঃ দশ পনের দিন জিইয়ে রাখতে হবে; নইলে রমা বাচবে না।

রত্ন। জারজের সূতিকা পূজা! কে করবে, শ্যাম?

শ্যাম। কেন সে ছেলের কি ভাগ্য থাকেনা—বিধাতা পুরুষ নেই? বাবার মুখে শুনেছি ব্রাহ্মণ ত সকলের শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত ক'রতে পারে!

রত্ন। সে ব্রাহ্মণ কোথা পাবে, শ্যাম?

শ্যাম। কেন? তুমি! আমার অনুরোধে, রত্ন, তোমায় এ কায করতেই হবে। পাপ হয়, সে পাপ আমার। আমি তোমার সামনে, শালগেরামের সামনে, এ কথা বলছি ও বলবো।

"আচ্ছা, দেখা যাবে," বলিয়া, বিদ্যারত্ন তিন তড়াকে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িতেছে, শ্যামা তাড়াতাড়ি একখণ্ড রজত মুদ্রা আনিয়া প্রভুরামের কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া দিল। উদ্ধব বাগ্দীর বদান্যতার এই রজত ভগ্নাংশ একজন জারজের সূতিকা পূজায় খরচ হইয়া গেল। এঁটো পাতের ধোঁ কি আর স্বর্গে উঠে?

অনেকক্ষণ পরে, শ্যামাকে নিকটে পাইয়া, রমা বলিল "মাগো! দিদি, তুমি কত দেরী ক'রে উপরে উঠলে, বল দেখি!" শ্যামা বলিল, "রত্ন ঠাকুরের সঙ্গে খোকার সূতিকে পূজোর পরামশ ক'চ্ছিলেম।" শুনিয়া রমা বলিল, "দিদি আমি তোমার শুধু ব'ন নই, আমি তোমার দাসী।" শ্যামা, হাসিতে হাসিতে, রমার গাল টিপিয়া বলিল, "তুমি আমার গয়া—গঙ্গা—কাশী।"

———

নবম পরিচ্ছেদ

প্রার্থনা

আজ—পূর্ণেন্দুর সূতিকা পূজা !

সন্ধ্যার পূর্ব্বে, ক্ষুদ্র পিত্তলের সিংহাসনে, ক্ষুদ্র একখণ্ড হরিদ্রা বর্ণ বনাত ঢাকা, শালগ্রাম শিলা লইয়া, প্রভুরাম বিদ্যারত্ন যখন রমার বাটীর দ্বারে আসিয়া পৌঁছাইল, তাহার পূর্ব্ব হইতেই কিন্তু আর একজন ব্যক্তি সেথায় দাঁড়াইয়াছিল। বগলে পুঁথি, মাথায় নামাবলি জড়ান, প্রভুরামের মূর্ত্তি দেখিয়া, অপেক্ষাকারী প্রণাম করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, "পুরুত মশাই! আমি এই বাড়ীওয়ালার সরকার, অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি। উকিল বাবু বাড়ী ছেড়ে দেছেন; কবে বাড়ী খালি হবে জানতে পারলে আমরা মেরামতের ব্যবস্থা ক'রতে পারি। আজ বাড়ীতে পূজো দেখতে পাচ্ছি! আমি না হয় অন্য এক সময় আসবো"। কর্ম্মচারী চলিয়া গেল, প্রভুরাম বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল।

সন্ধ্যার পর, প্রদীপ জ্বালিয়া, ধূপ ধুনা দিয়া, শ্যামা সুন্দরী, রমার গৃহদ্বারে প্রভুরামকে পূজায় বসাইল। গৃহের ভিতর, রমা, ছেলে কোলে করিয়া, মনে মনে ভাগ্যদেবতার চরণে মাথা

খুঁড়িতে লাগিল। হরিদ্রা সংযোগে শিশুর আচ্ছাদন বস্ত্রে রক্ষা মন্ত্র লিখিতে লিখিতে, প্রভুরামের মনে হইতে লাগিল, "পূজার পূর্ব্বেই গৃহভঙ্গ!—শিশুর মাতাও পুতনা হয়, মাতৃক্ষীরেও পুতনার স্তন্য থাকে, পুত্র জন্মের পূর্ব্বে যদি সেই স্তন পঙ্কিল স্পর্শে বিষদুষ্ট হয়।" বিদ্যারত্নের একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল।

এ সব শুধু শ্যামচাঁদের জন্য! শ্যাম, চিরদিনই জেদী, আবদেরে—কাণ্ডজ্ঞানহীন। বিশেষ শ্যামার সেই প্রশ্নটা, ("মায়ের ছেলের কি বিধাতা পুরুষ নেই?"), ব্রাহ্মণের মস্তিষ্কের ভিতর, সমস্ত স্মার্ত্ত শাসন গুলাকে দৃঢ় অবরোধে রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। অনেক "বিধি" "অর্থবাদের" সাহায্যে ও সে প্রশ্নটাকে তিনি হটাইতে পারিতেছিলেন না।

যাহাই হউক, বিদ্যারত্ন, পূজার শেষে যখন ধ্যানে বসিল, তখন সকল বিধিবিধান ভাসাইয়া, বড় কাতর ভাবে, বড় ব্যাকুলতার সহিত, ব্রাহ্মণের নিষ্পাপ হৃদয় কাঁদিয়া ডাকিল, "জীবের কর্ম্মানুসারে ভাগ্য হয়, প্রভো!—তাতে আমি কথা কহিবার কে? এ পূজা করিবার অধিকার শিশুর বাপের। তবে নাকি আমায় আজ এই গুরু দায়িত্বের ভার লওয়াইয়াছ, তাই তোমার চরণে বলি, তোমার যে স্পর্শে দুর্গকারাগারের দ্বার ভাঙ্গিয়া পড়ে, সেই স্পর্শে বালকের সর্ব্বসিদ্ধিরপথ বাধা মুক্ত করিও। তোমার যে তেজে লৌহ শৃঙ্খল, জীর্ণ বল্কলের মত, চূর্ণ

হইয়া যায়, শিশুর সকল বন্ধন সেই তেজে ছিন্ন করিও, চক্রধর! তোমার যে করুণায় বিষ-হ্রদ অমৃত-সিন্ধু হইয়া উঠে, বালকের তৃষ্ণার্ত্ত মুখে সংসারের সকল বিষবারি যেন সেই করুণায় অমৃতে পরিণত হয়। তোমার যে আলোক সন্তপ্ত পথভ্রান্তের চোক্ষে ধ্রুবতারার মত পথ প্রদর্শন করায়, সেই সত্যের কিরণ যেন বালকের হৃদয়ে সকল অনৃতকে শাশ্বত সত্যে চালিত করে। আর যে রোদন সমগ্র জীবের গলা জড়াইয়া কাঁদিতে চায়—যে রোদনেই তোমার ভূমা আনন্দের উদ্বোধন, সেই রোদনই এই শিশুকে করিতে শিখাইও, জগবন্ধু! মার্জ্জনা তোমার—প্রার্থনা ক্ষুদ্র মানবের।"

স্থির সন্নতাঙ্গ প্রভুরাম! ব্রাহ্মণের রুদ্ধ চক্ষু ভাসাইয়া গণ্ডবাহী জলধারা ঝরিতেছিল; দেখিয়া শ্যামাসুন্দরী গলেবস্ত্র দিয়া প্রণাম করিলেন।

পূজা শেষ হইল। প্রভুরাম দেখিল, একটা লোক, ধামা মাথায় করিয়া বাটিতে ঢুকিতেছে। প্রভুরাম জিজ্ঞাসা করিল, "কে?" লোকটা উত্তর করিল, "আজ্ঞে আমি, বংশী।" প্রভুরাম কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। বাটীতে ঢুকিয়া, সন্দেশের চেঙ্গারি নামাইয়া, বংশী শ্যামা সুন্দরীর সম্মুখে বসিল। আধ-খানা মতিচুর টুকিতে টুকিতে, বংশী অনেকবার বিষম খাইতেছিল। বংশীর শ্বাসনালি যেন বন্ধ হইয়া যায়। যে

কথাটা সে শ্যামাকে শুনাইতে আসিয়াছে তাহা মুখ ফুটিয়া বলাও শক্ত সমস্যা!

শ্যামা, বংশীর মর্ম্ম সংবাধটা কতক বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই একটা প্রসঙ্গ পাড়িবার চেষ্টায়, জিজ্ঞাসা করিল, "হেঁ বংশী, সন্দেশ কি বাবু পাঠিয়েছেন?" বংশী, হাত কচলাইতে কচলাইতে, বলিল—"আজ্ঞে, বাবু ছাড়া কি আছে, মাঠাকরুণ? যেই পাঠাক, আর যেই আনুক, সবই বাবুর দৌলতে!"

শ্যামা। তোমার বাবু এখন কোথায়? তিনি ফিরে এসেছেন কি?

বংশী। বাবু কোথায় গিয়েছিলেন, মা? বাবুর ত আজ ক'দিন হলো এক বড় লোকের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। বাবু ত সেইখানেই আছেন। এ বাড়ী যে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন—বাড়ী ওয়ালাকে লুটিস্ দেওয়া হয়েছে।

শ্যামা। তাই বুঝি বাসী বিয়ের বাসী সন্দেশ! খোকার মা কোথায় যাবে?

বংশী। বড় লোকের বড় কথা মা! আমাদের গাঁয়ের সুয্যি যখন যোগাদ্যেকে নিয়ে আসে, যতদিন না যুগা বামুন বাড়ী কাযে লাগতে পেরেছিল, ততদিন সুয্যি যুগাকে ঘরের বা'র হতে দেয়নি। সেদিনও যুগাদ্যে আমায় বল্লে, "বংশী দাদা, সুযা সব করেছে, ধর্ম্ম খাইনি কিন্তু!"

শ্যামা। তোমার বাবু কি খোকার মাকে কারো বাটীতে চাকরী করতে বলেন নাকি!

শ্যামার মুখ দেখিয়া, বংশী ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, "তা—না—না—তা ভাবে জবাব দিল, আমায় কেন জিজ্ঞাসা কর, মা, আমি চাকর - আমি ও সবের কি জানি?

শ্যামা। না—তাই বলচি! এই সুখের খবর দিতেই বুঝি সঙ্গে সন্দেশ পাঠিয়েছেন? খোকার মায়ের চাকরির কল্যাণে পান সুপারি বিতরণ নাকি?

বংশী। পান সুপারি, সন্দেশ বাতাসার কথা বাবু জানেন না; আমি এনেছি! সংসারে এসে, ছেলেটা দুটো লোককেও দুটো মিষ্টি দিতে পারবে না, মা? তাই এনেছি!

এক খিলি পান মুখে করিয়া, এক খিলি পান কাণে গুঁজিয়া, বংশী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। প্রদীপ, দশের সম্মুখে থিয়েটারী কলহ-"কেলেঙ্কার" বড়ই অপছন্দ করে। মুখ ফুটিয়া রমাকে তাড়াইয়া দেওয়া, প্রদীপের ধারনায় সেটা ছোটলোকমি। সে সাহস, সে শক্তিও প্রদীপের ছিল না। প্রদীপ নির্দয় হইতে পারে, কর্কশ হইতে চাহে না। বংশীর দৌত্যে, কোন অশিষ্টতারই প্রয়োজন রহিল না।

বকিতে বকিতে শ্যামা উপরে উঠিতেছিল, "চাকরি খোকার, খোকার মায়ের, ওঃ!—আমার চাকরী ঠিক হয়েছে"। বকিতে

বকিতে সূতিকা গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবার মাত্র, সূতিকার প্রদীপ নিবিয়া গেল। হটাৎ অন্ধকার দেখিয়া রমার মনে হইল, "এইবার বুঝি বিধাতা পুরুষ আসিতেছেন!"

রমার বুকের ভিতর সপ্তসিন্ধু নাচিল। তাহার দেহের প্রত্যেক পেশী, প্রত্যেক অস্থি, প্রত্যেক সন্ধি যেন ঐরাবতের বলে 'কড়্-কড়্" করিয়া উঠিল। বিধাতা যদি তাহার শিশুর কপালে কিছু বিরূপ লিখেন, রমা তাহা তৎক্ষণাৎ মুছিয়া দিবে। যদি তিনি আবার লিখিতে যান, রমা তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিবে। যদি তিনি বল প্রকাশ করেন!—রমার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল—মরুভূমে উদীয়ান সূর্য্যের মত অগ্নিময় হরিদ্রাবর্ণ চক্ষু—"ভাগ্যের তাহা হইলে অভাগ্যের সূচনা হইবে।"

রমার বিশ্বাস, বিধাতার হস্তাক্ষর কিছু রমা পড়িতে পারিবেই পারিবে! বাঙ্গালীর ছেলের ভাগ্যলিপি বঙ্গাক্ষরেই লিখিবার বিধি। ভগবান মানুষের ভাষায়, মানুষের মুখ দিয়াই, মানুষের সঙ্গে কথা কহেন!

দীর্ঘরাত্রি!—রমা এক মাতৃস্নেহের ক্ষুদ্র তার্থী কোলে করিয়া বসিয়া আছে। আকাশে ষষ্ঠীর চাঁদ, ছয় কলা কলঙ্ক লুকাইয়া চলিতেছেন দেখিয়া, শ্যামা বলিল, "রাত পোহাল, খোকার মা।"

———

দশম পরিচ্ছেদ

অব্যাহতি

প্রভাতে রমার বাটীর সদর দরজা খোলা ছিল। দুইজন মিস্ত্রী আসিয়া, দেউড়ী হইতে "মিটর" সুইচ বোর্ড খুলিয়া লইয়া গেল। দেখিয়া রমা ভাবিল বোধ হয় মেরামতের জন্য লইয়া যাইতেছে।

শ্যামা ফিরিয়া আসিতেই, ক্ষান্ত ঝি তাহাকে তার কাটার বিবরণ শুনাইল। শুনিয়া শ্যামা বলিল, "খোকা বেঁচে থাক, অন্য আলোর আর দরকার হবে না।"

গৃহকার্য্য শেষ করিয়া, শ্যামা সুন্দরী বসিবার অবসর পাইয়াছেন দেখিয়া, রমা পীড়া শুদ্ধ ছেলে আনিয়া তাহার সম্মুখে বসিল। অনেকটা যত্ন চেষ্টার পর, রমার কথা বাহির হইল। রমা বলিল, "দিদি, কি হয়েচে জান—তার কেটে দিয়ে গেছে" ? শ্যামা বলিল, তার ত অনেক দিনই ছিড়েছে, দিদি। আঁতুড় ঘরে আলো আছে, তাতেই সব আলো হবে! সে কথা যাক! একবার আমার দিকে পিছন করে বস দেখি, চুল গুলো সব যে জটা পাকিয়ে গেল। ঘাড়ে ও গুলো যে শিকল হয়ে ঝুলচে।

এই বলিয়া শ্যামা সুন্দরী রমার চুলের জোট ছাড়াইতে বসিল। দুই একবার চিরুণি টানিয়াই, শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, "রমা ?"

রমা। দিদি।

শ্যামা। আমায় একটা কথা ঠিক্ বলবি?

রমা। তোমায় বলবো না! কি দিদি?

শ্যামা। খোকার বাপ কি খুব বড় কুলীন? তোমার শ্বশুর ভাসুর, কারো কি দু তিনটে বিয়ে ছিল?

রমা। না। কেন এ কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছো, দিদি?

শ্যামা। যে ভোরে খোকা হয়, সেই রাতেই উকিল বাবু, খুব একজন বড় লোকের মেয়েকে বিয়ে করেছেন!—হরেন মুখুয্যের মেয়ে।

রমা। কি বলছো—দিদি!

রমা উপুড় হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল, শ্যামা, বুকে করিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে শুয়াইয়া ফেলিল। মুখে জলের ঝাপটা দিয়া, পাখা করিয়া, শ্যামা রমার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইতেছে, এমন সময় পিছন হইতে প্রভুরাম হাঁকিল, "কি ব্যাপার!—কি হয়েছে, মা?" রমা চক্ষু চাহিল। প্রভুরাম বলিল, "খোকার অসুখ ক'রবে যে?—দিনে অনেক ঘুমুতে নেই! তুমি কি একটা বোধ হয়, দুঃস্বপ্ন দেখে থাকবে, মা"! রমা আবার চোখ বুজিল।

রত্নকে বাহিরে ডাকিয়া, শ্যামা বলিল "আমার পোড়ার মুখের দোষ!—যদি না বলতুম ত এ অনর্থ ঘটতো না!"

রত্ন। একদিন সকল কথাই বেরিয়ে প'ড়তো। সে দিনেরও

বেশী দেরী নেই। উকিল বাবু এ বাড়ী ছেড়ে দেছেন—এ মাসেই এখান থেকে বেরুতে হবে, জেনো!

শ্যাম। ও, তাই বুঝি সেদিন তার কেটে দিয়ে গেল!

বিদ্যা। তাহলেই ত বুঝলে, কাযটা অনেক এগিয়ে গিয়েছে।

শ্যাম। এখন উপায়?

বিদ্যা। বল ত, আজ আমি এইখানেই থাকতে পারি! যখন খোকার স্মৃতিকে পূজো করেছি, তখন আমিই তার মাতামহ।

শ্যাম। যদি পাগল হয়ে যায়! কি মহাপাতকই কল্লুম, রত্ন?

বিদ্যা। ঈশ্বর রক্ষা ক'রবেন! কোন চিন্তা নাই—আমি আজ এইখানেই রইলুম।

দেশ ঘর ছাড়িয়া আসা অবধি, বিদ্যারত্নের শ্যামার সঙ্গে মসগুল হইয়া বসিয়া গল্প করিবার অবসর বড় জুটে নাই। সুতরাং সেই শুভ মুহূর্ত্তের নিকট আগমন বুঝিয়া, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সরল বুদ্ধিবৃত্তি, রমার যে সংকট পীড়া হইতে পারে, একথা আদৌ বুঝিতে বা ভাবিতে চেষ্টা করে নাই।

রমা চোথ চাহিল। মূর্চ্ছার ঘোর-মাথা, রক্ত-পদ্মের মত চক্ষু, তখনও ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিতেছিল! রমা উঠিতে চেষ্টা করিল, উঠিতে পারিল না। কোমর যেন তার কে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে;

পাঁজরগুলা যেন গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। বুকের ভিতর তাহার হৃৎপিণ্ডকে কে যেন আঁকসী দিয়া টানিয়া রাখিয়াছে।

সন্ধ্যার পর, একটা মাটীর প্রদীপের আলোকে, রমা, বিছানায় শুইয়া, শ্যামা-বিদ্যারত্নের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। বিদ্যারত্ন বলিতেছে—"চিন্তার কি কারণ আছে, শ্যাম? মানুষ সুখের দিকে চেয়ে তাঁর মুখপানে চাইতে ভুলে যায়; তাই কূল ছেড়ে অকূলে ভেসে বেড়ায়! আমরা কোন্ দেশের লোক, কোন্ দেশে এসেছি বল দেখি? আবার কোথায় বা যাব তাই বা কে বলতে পারে? যতদিন বাঁচতে হয়, ততদিনই দুঃখের 'কাছ' কাচতে হয়! একটা কথা—

শ্যাম। কি?

বিদ্যা। আমার বিবেচনায় তোমাদের আর এ স্থানে থাকা উচিত নয়। "ওঠ" ব'লবার আগে উঠে যাওয়াই ভদ্রতা। কালই যেতে হবে, এ কথা বলছি না! খোকার ষষ্ঠী পূজার পর আর যেন দেরী না হয়।

রমার মুখ শুকাইতেছে দেখিয়া, প্রভুরাম বলিল, "বুকে জোর কর, মা!—আর ভয় পেলে চ'লবে না। আমি তোমার সব কথা জানি। আমি তোমায় গঞ্জনা দিচ্ছি না। তবে দশে সে সব কথা জানবার আগেই, আমার কর্ত্তব্য হচ্চে, তোমায় এখান থেকে নেড়ে নিয়ে যাওয়া। আমার প্রাণ থাকতে তুমি বা তোমার ছেলে পথে

পড়বে না।' আমি তোমার খুড়ো—ছেলে—মামা। বঞ্চনায় ভুলে, তুমি ঘর বাড়ী ছেড়ে চ'লে এসেছ, এখন যেখানে যাবে সেও তোমার বাপের বাড়ী জেনো।"

প্রভুরাম, বড় ঐকান্তিক স্নেহে, কথাগুলা বলিয়াছিল। সেগুলা রমার বুকের ভিতর ঢুকিয়া, চামর স্পর্শের মত, প্রাণের সকল ভয়-ভাবনাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। একদিন শ্যামার কাছে তাহাকে সকল কথাই খুলিয়া বলিতে হইত। নিজের জীবনের সকল ঘটনাই তাহার কাছে সত্য করিয়া বলিবার অবসর যে রমা খুঁজে নাই, তাহাও নহে। অনেকবার শ্যামাকে সে সব বলিতে গিয়া, ভয়ে, লজ্জায়, পিছাইয়া আসিয়াছে। আজ শ্যামা সকল কথাই শুনিয়াছে!—একটা অব্যাহতি!

সেই অব্যাহতির জন্যই হো'ক্, বা দরদের দরদী পাইলে, নিরাশার দিনে মনুষ্যহৃদয় একটা ধরিবার অবলম্বন পাইয়া থাকে, তাহারই জন্য হোক, রমা এবার শয্যায় উঠিয়া বসিল। তাহার মুখ দেখিয়া শ্যামা বলিল, "অহল্যা পাষাণী?—সে ত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে, বহিন্। অল্প বয়সে বিধবা হলেই মেয়ে জন্মের মাঝসারটা পাথর হয়ে যায়! তা ব'লে, ছেলের কি দোষ? কথায় বলে, জন্ম হোক্ যেথা সেথা, কর্ম্ম হোক ভাল!"

বিদ্যারত্ন এবার বড় জোর গলায় হাঁকিল, "ঠিক বলেছ, শ্যাম, ঠিক বলেছ! হাজার হোক্, কত বড় পণ্ডিতের কন্যা! ভস্ম

কি মা? তোমার পূর্ণেন্দু দীর্ঘজীবি হোক্। কুন্তীর ছেলে ভারতের সম্রাট হয়েছিল; কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, বেদব্যাস! কে বলতে পারে তোমার পূর্ণেন্দু, একদিন পুণ্যে মাধুর্য্যে, এ দেশের বাস্তবিকই পূর্ণেন্দু হবে না? বাগ্‌দীর ক্ষেত ব'লে ধান গাছে কি কাঁকর ফলে, না বামনের আমড়া গাছে আনার জন্মায়? চিন্তার কি কারণ আছে?—চিন্তা কি"?

রমা। ভয় কি? আপনার আশীর্ব্বাদ, শ্যামার শ্রীচরণ।

শ্যাম। ছারকপালী শ্যামার কপালে আগুণ লেগে গেছে, দিদি!—নইলে আজ কিসের ভাবনা? সে কথা ধরিনা; এখন কি ক'রবে ঠাওরালে বল দেখি, পণ্ডিত রত্ন?

প্রভু। সহসা কোন কায করা বিধিসঙ্গত নয়, শ্যাম। তবে? তবে, চিন্তার কোন কারণ নেই। সাতকড়ির বাগবাজারে একখানা খোলার বাড়ী আছে—দিব্য ডুকামরা ঘর, একখানা ছোট রান্নাঘর, —ঘেরা বাড়ী, দিব্য, বৈষ্ণবের পাড়া!—বলত সেইটাই ঠিক করি। সহসা কোন কাজ করা চাই না, শ্যাম—হটকারিতা!

শ্যাম। আর ধর্ম্মশাস্ত্রে কায নেই। কাল সেই বাটীই ঠিক কর।

রমার শুষ্কাধরে একটু ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল দেখিয়া প্রভুরাম বলিল, "তা—বেশ।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

তৃতীয়া দৃষ্টি

একদানে সর্ব্বস্বান্ত—এক বেসাতে জীবনের সুদে-আসলে লোকসান!—তোমার এমনটা কখন হয়েছে কি? তবে রমার কথা বুঝিতে পারিবে না।

প্রদীপকে রমা ভুলিবে—ভুলিতেই হইবে—না হলে উপায় নাই, স্বীকার করি। কিন্তু ছেলেটীকে, আজ রাতে অন্ততঃ, রমার পাশে শোয়ান?—ঐটাই ত শ্যামার প্রথম ভুল হইল! আকালেও মাকাল-ফল খাওয়া চলে না,—সকলেই জানে। তবু সুন্দর, সুপক্ক মাকাল ফল হাতে করে কয়জন ভাবতে পারে, মাকাল গাছের ভিতরটা বড় নোংরা, বড় কদর্য্যরস? ছেলে কোলে করে ছেলের বাপকে ভোলা যায় না! ছেলেটাকে ফেলে দিলেই হত!

যার জনক আছে, পালক নাই, সংসারে সকল অধিকার শূন্য হয়েই যে ভূমিষ্ঠ হয়, আইন আদালতে যে জাতক বিজাতক বলে গণ্য, সে ছেলে মানুষের ছেলে হতে পারে, "মানুষ-ছেলে" কথনই নয়! জন্মভোর যে মাথা তুলতে পারে না, জন্মভোর যার ঘাড়ে জোর হয় না—জন্মমাত্রই তার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়া—সেইটাই ত এক রকম কারুণ্যের বিধান।

রমা তা পারে নাই; পারিলে, কাল্ সে তোমার বাটীর নারায়ণের ভোগ রাঁধিত!—রোকে কে?

রমা, প্রদীপকে একতরফা দিয়াই আসিয়াছে, দাতা কর্ণের মত, নারীত্বের মাথা-কাটা দান! কখন কোন রসীদ, হাতচিঠা, বা হ্যাণ্ডনোটের কথা তাহার মনে উঠে নাই। কোন কাল পাথর, বা বামুনকে সাক্ষী রাখিয়া, সে এই সর্ব্বস্বদানের দলিল পাকা করিয়া লয় নাই। যার দলীল নাই, নিখিলের সত্য জোর গলায় চেঁচাইলেও, সে দান মামলায় অপ্রমাণ। রমার আত্মদানটা তাই বেদলিল বলিয়া সর্ব্ব ক্ষেত্রেই বাতিল।

ভেবে কি হবে, মা? ছেলেটাকে একবার বুকে করে নাও, তবু বুকটা ঠাণ্ডা হবে। ছিঃ!—ও রকম চোখে চাইতে নেই-- শয়তানের কথায় কাণ দিতে নেই, মা!—ছিঃ!—ছেলে মারা?

সেই গভীর রাত্রে, অনাথা উঠিয়া বসিল—ঘুমন্ত পূর্ণেন্দু তখন ঘুমে হাসিতেছে। রমা বলিল "শাঠ্—শাঠ্!" রমা শিশুর অধরে চুম্বন করিল!

বসিয়া বসিয়া, রমা অন্ধকার ভেদ করিয়া চাহিয়া রহিল। বুকের দুপ্ দুপ্, কাণে তাহার স্পষ্ট বাজিতে লাগিল—জমাট নিরাশার "নাই"-এর উপর খানিকটা শূন্য অন্ধকার রাখিয়া, কে যেন দমাদম্ বিষের হাতুড়ী পিটিতেছে!

রমা বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া চোখে তাহার জল আসিল। এক বিন্দু—দুই বিন্দু—তাহার পর চোখের পাতায় আগুণের লেপ মুছিয়া ধারা ছুটিল! রমা অনেকক্ষণ কাঁদিল!—যে রোদনের বকরাদার নাই, কসুরদার নাই—সেইরূপ রোদন!

গভীর রাত্রি। পূর্ণেন্দুর গায়ে কাঁথা ঢাকা দিয়া, রমা শুইবার উপক্রম করিতেছে, হঠাৎ দেয়ালের কোণে একটা নীলাভ জোনাকির মত, আলোক বিন্দু তাহার নজরে পড়িল। সে আলোক বিন্দু—চঞ্চল—একবার দেয়ালে, একবার কড়িকাঠে, একবার দেয়ালের পদতলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। রমার আর শয়ন হইল না। বসিয়া বসিয়া, সে আলোর নাচ দেখিতে লাগিল; -অর্দ্ধ রাত্রে, মুগ্ধনেত্রে!

অন্ধকারে এমন আলোক অনেকেই দেখিতে পায়। কেহ ইহাকে প্রেতাত্মা বলে—কেহ দেবাত্মা বলিয়া প্রশ্ন করে, উত্তর পায়, ঔষধি পায়, রোগ-আরোগ্য করে। মানুষের মনের মূল শিকড়ের তলায় একরূপ ধ্রুবজ্ঞান থাকে। "তৃতীয়া দৃষ্টি", "পূর্ব্বছায়া", "ভাবগ্রস্ততা" প্রভৃতি তাহার অনেক পণ্ডিতী নাম আছে। এই ধ্রুবজ্ঞানেই বোধ হয়, রমার একটা সংস্কার ছিল, তাহার পিতা বাঁচিয়া নাই,—তাহার গৃহত্যাগের পরই মরিয়া গিয়াছেন। কখন কখন এ কথা মনে আসিলে, রমা অন্য কথা আনিয়া তাহা চাপা দিয়া ফেলিত। আজ কিন্তু এই আলোক বৃত্তের মাঝে ভদ্রপুরঘাটে

সনাতনের শেষ শয্যার ছবি, অতিশয় স্পষ্টভাবে. রমার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। রমা তাড়াতাড়ি চোক বুজিল!

রমা চক্ষু চাহিল। সম্মুখের সেই আলোক-বৃত্তে আর একটা ছবি!—জ্যোৎস্নামাখা বনের পাশে একটা ক্ষুদ্র নদীর ঘাট—সে ঘাটে বসিয়া রমা ও আর একজন যুবা পুরুষ। সেই শুভ্র চঞ্চল মেঘের ছিন্ন ছায়ায়, একদল উদ্বিগ্ন, জাগ্রত, বৌ-কথা-কও পাখীর দল, গাহিতে গাহিতে উড়িয়া গেল। যুবক আপনার অঙ্গুলি-অগ্রে সূচিবিদ্ধ করিয়া, সেই রক্তে রমার পদতলে আপনার নাম স্বাক্ষর করিল—"চিরদিনের প্রদীপ"। দেখিয়া, রমার সেই অর্দ্ধ মূর্চ্ছাক্লিষ্ট, পাণ্ডুর ললাটে, ক্ষোভে ঘৃণায় একটা শিরা দাঁড়াইয়া উঠিল। রমা বলিল, "ঝু—ট্‌া"!

তাহার পর, রমা সংজ্ঞা হারাইল। রমার মনে হইল, সে একটা অন্তহীন তলহীন, শূন্য কন্দরে ডুবিয়া যাইতেছে। সেখানে দিন নাই, রাত্রি নাই, চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই, দিক নাই, কাল নাই। রমা কেবল ডুবিতেছে—ডুবিতেছে—ডুবিতেছে! মাঝে মাঝে সেই মহা বিবরের আশে পাশে, দলে দলে ভুগ্ননেত্র, গর্ত্তোদর, উপবাস-শীর্ণ শিশুবর্গের জীবন্ত কঙ্কাল-পুঞ্জ, রমার মুখ পানে চাহিয়া, কঙ্কালের হাসি হাসিতেছে!

রমা পড়িতেছে—পড়িতেছে—যুগ যুগান্তর—না অনন্তকাল ধরিয়া! কে বলিবে? সেই কঙ্কাল শিশুদলের প্রেত মূর্ত্তি

দেখিয়া রমা ভয়ে চীৎকার করিতে যায়; চীৎকার বাহির হইতে চায় না। সে কালগর্ত্তে বায়ু নাই, আশা নাই, ভাষা নাই—পীড়া আছে, মৃত্যু নাই।

রমা পড়িতেছে—পড়িতেছে—আড়ষ্ট—ভীতিমৃত—অসাড়। প্রেত শিশুর দল তাহার ক্রোড় হইতে তাহার শিশুকে কাড়িতে আসিতেছে! "এইবার—এইবার—আমরা ভ্রূণে-হতে-র দল—এইবার লইব" বলিয়া, তাহারা রমার শিশুকে কাড়িয়া লইয়া যায়! হটাৎ অন্ধকার ভাঙ্গিয়া শব্দ ছুটিল—"ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—জীবনে মা যার অরি, তাহাকে মারিতে নাই!"

রমা পড়িতেছিল—পড়িতেছিল—পড়িতে পড়িতে তাহার চৈতন্য হইল। রমা দেখিল, বসন্তের পূর্ণ চন্দ্রের রশ্মি, গুচ্ছ করিয়া পাকাইয়া, যেন একগাছা রজ্জু প্রস্তুত হইয়াছে, আর সেই রজ্জু রমার কক্ষের নিম্ন দিয়া ঘুরিয়া গিয়া, আশার নিগড়ের মত, তাহাকে বিদ্যুৎবেগে উপরে টানিয়া তুলিতেছে। সে রজ্জুর এক মুখ শ্যামা সুন্দরীর, অপর মুখ প্রভুরামের মত।

রমা জাগিতে চেষ্টা করিল। তাহার মন জাগিল, ইন্দ্রিয় জাগিতেছেনা। রমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। শ্যামা ডাকিল "খোকার মা উঠেছ?" বিদ্যারত্ন তখন বাহিরে বলিল "সুপ্রভাত, সুপ্রভাত।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

এ সে নয়

বিদ্যারত্নের সেই "সুপ্রভাতের" পর অনেক রাত্রিই প্রভাত হইয়াছে। প্রায় এক পক্ষ কাটিয়া গেল। রমার পক্ষান্তর কি করিয়া হইবে?—প্রদীপ কোথায়?

হরেন এটর্নির অন্দরে, একটা উজ্জ্বল কক্ষে বসিয়া, প্রদীপ ও নীলিমা, হালকা রকমের ফষ্টিনষ্টি করিতেছিল। অষ্টমীর চাঁদ তখন অস্তোন্মুখ।

নীলিমা,—সুন্দরী, শিক্ষিতা, সহরের কন্যা। ভদ্রপুরের (শুধু ভদ্রপুর কেন পল্লীগ্রামের) লোকেরা যে, জুলু, হটেন্‌টট্‌দিগের মত, বে-আবরু রকমের অসভ্য, এ ধারণা তাহার ছিল। তাহার পর, পল্লীবাসী প্রদীপ, তাহাকে বিবাহ করিয়াই যে, ইজ্জতের অগ্নিস্বত্তার দলে ঢুকিতে পারিয়াছে, এ কথাও তাঁহার দিনরাত মনে পড়িত। দাম্পত্য ব্যবহারে পাছে প্রদীপ ভুলক্রমে কোন দিন নিজ হাতে চাবুক লইতে চেষ্টা করে, এই জন্যই নীলিমা সুন্দরী, প্রতি দিনের মত আজিও সেই ক্রীত স্বামীর সামাজিক অপকর্ষতায় "ঠুকর" দিয়া, প্রসঙ্গের অবতারণা করিল। নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের গ্রামের মেয়েরা সব বোধ হয় উল্কি পরে?" প্রদীপ উত্তর দিল "না"—একটা হাসি-ঢাকা বিরক্তির ভাবে।

নীলিমা। আচ্ছা!—সেই যে গোঁসাইনী না কে বলেছিলে—যে নির্ব্বাণ দত্ত না কোন্ পেটো কারবারীর সঙ্গে চলে গিয়েছিল!—তার উল্কি ছিল?

প্রদীপ। পাড়াগেঁয়ে মাগীদের বুকে-মুখে উল্কি থাকে। মুক্তার মালা, হীরেব ব্রেসলেট্, রুবির ব্রুচ, তারা পাবে কোথা থেকে?

নীলিমা। আমাদেব পুণী দাসীর যেমন আছে, ঐ গুলোকেইত উল্কি বলে? আমার বড় ইচ্ছে কবে ঐ রকম উল্কি পবি!

প্রদীপ। কেন?

নীলিমা। তা হলে তোমার চোখে আমি বেথাপ -- অপরূপ ঠেকবো না! দেশ ভুঁইএর ছবি তোমার মনে পড়বে; আমাকে তোমার দেশের লোক বলে ঠাওর হবে।

প্রদীপ। দেশের লোককে ভোলা যায়-- দেশ ভোলা যায় না।

নীলিমা। আচ্ছা! দেশের কাকে কাকে তোমার মনে আছে? সেই গোঁসাইনীকে?

প্রদীপ বুঝিল, বিবাহে তাহার, ভদ্রপুরের কোন বরযাত্রী আইসে নাই, তাহা লইয়াই এই ঠাট্টা বিদ্রূপ। প্রদীপ কোন উত্তর করিল না। মদের মুখে সে দিন সে হঠাৎ রমার নাম করিয়া ফেলিয়াছিল। নির্ব্বাণ দত্তের ঘাড় দিয়া, প্রদীপ নীলিমাকে সে সম্বন্ধে এক রকম বুঝাইয়া থাকিবে। নীলিমা কিন্তু সে

উপন্যাস সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে নাই—সুবিধা পাইলেই সে সম্বন্ধে প্রদীপকে জেরা করিত।

গালে মুখে সেই সয়তানি রক্তিমা ফুটাইয়া, নীলিমা আবার দুষ্টামি আরম্ভ করিল—বলিল, "দেখ, আমাদের সঙ্গে স্কুলে পড়তো একজন, আমার সঙ্গে খুব ভাব ছিল, নাম তার প্রেমিকা—পল্লী গ্রামে তার মামার বাড়ী ছিল। তারা কুলীন ব্রাহ্মণ-- তোমাদেরই মত, জান!

প্রদীপ। না, আমি জানি না। তোমার এ সবে দরকার আছে জানলে, বিয়ের আগে ঘটকের কুলুচি পড়ে রাখতেম।

নীলিনা। সে কথা বলচি না। বলছি, তার মুখে শুনে ছিলেম, পাড়াগেঁয়ে কুলীনরা নাকি দুটো দশটা বিয়ে করে।

প্রদীপ। এখন আর সে দিন নেই, এখন সে সব উঠে গেছে।

নীলিমা। তার কারণ হচ্চে, পাঁচ সাত গণ্ডা বৌ পুষতে গেলে, এখন, দিল্লীর বাদসা বা গৌড়েব নবাবের মত পয়সা দরকার করে! বরেরা বেশী ধার্ম্মিক হয়েছেন বলে সেটা বন্ধ হয়নি।

প্রদীপ। তোমার প্রেমিকা, বোধ হয় সে বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা নিয়ে থাকবেন।

নীলিমা। তার কাছে পরখের দরকার হয় না। শুনবে?—

প্রদীপ। তিনি তবে প্রেমের কোড্যাক্ ক্যামেরা। "তুমি শুধু বোতামটি টিপ, বাকী সব আমি করে নিব।"

নীলিমা। তবে শুনবে? আমাদের কলেজে, বসন্তোৎসবে "উষাহরণ" থিয়েটার হয়। উষার ভূমিকায় প্রেমিকা যে নাট্য কলার পরিচয় দেয়, তাতে লেডী সমর্‌সণ্ট্ পর্য্যন্ত নেচে উঠেছিলেন। তারপর, "প্রেমের পাড়ী" ব'লে কলেজ মাসিকে যে কবিতাটা সে লেখে, সেটা কাব্যের কোহিনুর। "প্রেমের পাড়ী" নিয়ে সাহিত্যসংঘে যখন খুব হুলুস্থুল, মাতামাতি জমে গেছে; তখন প্রেমিকা একদিন আমাদের ক্লাবে বক্তৃতা দেয়, বলে—হস্তিনী, বাঘিনী, হরিণী - বনে যত বড় বড়—"নী"-র দল আছে, সকলেই পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করে! এইটাই স্বভাবের নিয়ম। বাচুর-বাঁধা বিয়ের নাম ব্যভিচার। পলাতক প্রেমে মাধুর্য্য আছে, কবিত্ব আছে।

প্রদীপ। বাচুর-বাঁধা বিয়ে!—সে কি রকম?

নীলিমা। ধর—এই আমাদের যেমন বিয়ে হয়েছে। খোঁটা পুঁতে বাচুরকে যেমন বেঁধে দেয়, বাবাও তেমনি আমাকে বিবাহ বাঁধনে বেঁধে দিয়েছেন।

প্রদীপ। বল ত একখানা উড়ো জাহাজ ভাড়া করে এনে আর একবার প্রেমের ফেরারী হয়ে পড়ি! বিবাহটা স্বভাব সিদ্ধ হয় - তা হলে!

নীলিমা। তাতে সাহস দরকার, শুধু কামনায় হয় না। আর কখন প্রেমের ফেরারী হয়েছ নাকি?

প্রদীপ. এবার নির্ব্বাণোন্মুখ হইল। কোন .গোয়েন্দার মুখে শুনিয়া নীলিমা এরূপ প্রশ্ন করিতেছে নাকি !

প্রদীপের মুখে, কাজল কালি দেখিয়া, নীলিমার প্রাণটায় আঘাত লাগিল। হাজার হোক্ বাঙ্গালীর মেয়ে ত !

প্রসঙ্গ পাল্‌টাইবার জন্য, নীলিমা এবার হাসিয়া বলিল, "পল্লীগ্রামের ছেলে লেখাপড়ায় খুব ভাল—খুব পরিশ্রমী। শুনচো না, পাশের বাটীতে ঐ ছেলেটা এখনো পর্য্যন্ত পড়ছে ? রাত বারটা বেজে গেছে, তবুও ওর পড়া থামে না !" প্রদীপ বলিল, "আর একজন হাইকোর্টের জজ জন্মাচ্ছে।"

প্রদীপের এই লম্বা কথা শুনিয়া নীলিমার নষ্টামি আবার ছুটিয়া আসিল। "কট্" করিয়া তাহার মুখ হইতে পাল্টা জবাব আসিল, "হাঁ !—টশ -কর-ব্রসের মত বড় হতে গেলে, ওকে বড় লোকের মেয়ে বিয়ে করতে হবে।"

প্রদীপ আর কোন জবাব করিল না। নীলিমা মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল. অনেকক্ষণ পরে প্রদীপ বিছানায় ঢুকিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। সেই পল্লীগ্রামের বালক তখনও জ্যামিতি পড়িতেছিল, "কখ" বাহু, "ঘচ" বাহুর উপর পড়িয়া সম্পূর্ণভাবে না মিলিলে"—

অবশিষ্ট প্রমাণ তোমরা জান।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রাত্রির পথে

সেই রাত্রে, নীলিমার পার্শ্বে শুইয়া, প্রদীপ গাঙ্গুলির মদের মুখে ও "দিগ্‌দারি" জাগিয়া উঠিতেছিল। স্বপ্নে যখন, প্রদীপের বিষয়বুদ্ধি আসিয়া তাহার আত্মধিকারকে সমজাইতেছিল, "কি করবে বল, এ, সে নয়!"—ঠিক সেই সময় রমা, বিদ্যারত্ন ও শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে, প্রদীপের সেই বাটী ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল। রমার বুকের বিশ্বাস বলিতেছিল, "চল, ভয় নাই—এ শ্যামা - এ সে নয়!"

অষ্টমীর চাঁদ তখন ডুবিয়া গিয়াছে। অন্ধকারলিপ্ত আকাশের নৈশমণ্ডপে বসিয়া, স্বচ্ছ হিমজালের ভিতর দিয়া, অগণ্য তারকার চক্ষু দেখিতেছিল, একজন গৃহহীন, আশ্রয় হীন, অপরাধ-হীন শিশু বুকে করিয়া, একজন বাঙ্গালির বিধবা পথে দাঁড়াইতে আসিতেছে!

শ্যামাসুন্দরী, পোট্‌লি হস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "খোকার ঝিনুকটা ত দেখতে পাচ্ছিনা;—আরত সবই নেওয়া হয়েছে"। রমা বলিল, "ওই ছবিখানা ঢাকাপড়েনি ত?" শ্যামা পা দিয়া ছবি-খানা সরাইয়া দেখিল। ছবিখানা প্রদীপের ফটো, ভূমে পড়িয়া

গিয়াছে। রমা, দেখিবে না মনে করিয়াও ছবিখানার একবার চোখ বুলাইয়া লইল!

তালা চাবি হস্তে প্রভুরাম হাঁকিল, "প্রদীপটা জ্বলছে, শ্যাম,—ঠাণ্ডা করবে না" ? শ্যামা জবাব দিল, "বুক খানিক পুড়ুক, আপনি নিবে যাবে এখন! দুর্গা—শ্রীহরি!"

দুর্গা—শ্রীহরি বলিয়া, প্রভুরাম বাটী হইতে বাহির হইল,—পিছনে রমা ছেলে বুকে করিয়া, তাহার পিছনে শ্যামা। দুর্গা শ্রীহরি! দীর্ঘরাত্রি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বাতাস বলিল, শং শং।"

দ্বারের পার্শ্বে পুনী দাঁড়াইয়াছিল। দেখিয়া শ্যামা বলিল, "রত্ন, তালা বন্ধ করে, চাবিটা পুনীর হাতে দাও!" রত্নঠাকুর তাহাই করিলেন!—যাত্রা আরম্ভ হইল।

দীর্ঘ—দীর্ঘ—পথ,—যেন তাহার আদি নাই অন্ত নাই। সে পথের কঠিন পাষাণবক্ষ, যুগযুগান্তের ছিন্নবিদ্ধ পদের রক্ত পান করিয়াও তৃপ্ত হয় নাই। প্রতি পদক্ষেপে রমাকে যেন সে গ্রাস করিতে চাহে। সেই চিরন্তন দৈন্যের পথ হাঁটিতে হাঁটিতে রমা দেখিল চারিদিকে অন্ধকার—আপনার ভাগ্যের মত, ভবিষ্যের মত অন্ধকার। সেই জমাট রাত্রি-প্রাচীর ভেদ করিয়াও রমার মাতৃদৃষ্টি তাহার পুত্রের "অতঃপরের" ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না।

সেই প্রায়-জনশূন্য পথে, দূরে দূরে, দু একটা লোক দ্রুত

ছুটিতেছিল। গ্যাসের স্তম্ভের তলায় তলায় তাহাদের ছায়া ছুটিতেছিল। রমার মনে হইতেছিল, এ বুঝি প্রেতপুরী—পথিকেরা বোধ হয় অন্ধকারের বরযাত্রী। রমা কেমন বুঝিতে পারিতেছিল, এ পথে মানুষ হাঁটে, দয়া-মায়া হাঁটে না। কেহ পড়িয়া গেলে কেহ হাত ধরিয়া তুলে না। মরিবার সময়ও কেহ কাহার মুখে জল দেয় না। যাত্রীরা অন্ধকে কণ্টকের পথ দেখাইয়া দেয়, বিরূপকে বিদ্রূপ করে। এ পথে শ্রান্তের জন্য বসিবার স্থান নাই, পান্থশালা নাই। রমার দেহের সমস্ত রক্ত যেন ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছিল!

রমাকে কাঁপিতে দেখিয়া, শ্যামা তাহার বাহুমূল ধরিয়া বলিল, "ছেলে প'ড়ে যাবে, দিদি, ভাল ক'রে ধ'রে থাক! বড় শীত কচ্ছে?"

রমা, শিশুকে আপনার বুকে চাপিয়া রাখিল। শক্তি আসিয়া, তাপ আসিয়া তাহার বুকের শিরায় শিরায় ছুটিল। চারিদিকের রাত্রি-প্রাচীরের রন্ধ্র ভেদ করিয়া আবার রশ্মিরেখা দেখা গেল! একদিন যমুনার খরতরঙ্গে, এইরূপ স্পর্শই বোধ হয় একজন পলাতক, উৎপীড়িত পিতাকে প্রাণ ছাড়িয়া পলাইতে দেয় নাই। আর সেইদিন হইতেই বোধ হয় বালগোবিন্দ-রূপে এদেশে শিশু-ব্রহ্মের পূজা-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। রমা আবার বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন বুঝিল।

প্রায় এক ঘণ্টা হাঁটিয়া, বিশ্বারত্নের দল একটা ক্ষুদ্র অন্ধকার

গলিপথে প্রবেশ করিল। একখানা খোলার বাটীর বহির্দ্বারে আঘাত করিয়া, প্রভুরাম ডাকিল, "ব্রজেশ্বরী, ও ব্রজেশ্বরী, দরোজাটা খুলে দাও!" ব্রজেশ্বরী উঠিল, দরোজা খুলিল! বিদ্যারত্ন, রমা, শ্যামা, অপর্ণা সকলে ভিতরে আসিল। ব্রজেশ্বরী আবার দ্বার রুদ্ধ করিল।

হায় বাজে বাঙ্গালীর দল—দরিদ্র, উপেক্ষিত অন্নহীন!—অভাবে দুর্দ্দিনে, তোমরা ভিন্ন কাযের মানুষ এদেশে দেখা যায় না কেন? ফট্‌কা বাজারের মট্‌কা বাজীকরেরা এদেশের ধান সোনা সবই যখন সাগরপার করে দেয়; হাটে-মাঠের তাঁতি চাষা যখন, শুধু হাতে, খালি আঁতে, হপ্তার আশায়, পাটের কলের দরোজায় উমেদার হয়, তখন কয়জন বাঙ্গালী, কোঁচড়ের জলপান তাহার সঙ্গে সানন্দে আধাআধি ভাগ ক'রে, তোমার মত, খেতে জানে? হায় শ্যামাসুন্দরীর দল! বর্জনে, বৈধব্যে, বঞ্চনায়, বাঙ্গালীর ইষ্টদেবতা আদ্যাশক্তির মত হাস্যমুখী—ক্ষেমঙ্করী!—কোন্ দ্রৌপদী তোমার মত শরণাগতকে রক্ষা করে? কোন্ উর্বসী, তোমাদের মত, মানুষকে দুঃখ সন্তাপ ভুলাইতে পারে? তোমরা আছ, তাই এই ধর্ম্মহীন, মর্ম্মহীন দেশ আজিও ভূগর্ভে প্রবেশ করে নাই। তোমাদের একজনকেও যে জীবনে দেখিয়াছে, তাহার শতাশ্বমেধে প্রয়োজন কি?

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

চাকরী

ঘরের ভিতর একটা শয্যা প্রস্তুত ছিল। শ্যামাসুন্দরী সপুত্র রমাকে তাহাতে শুয়াইয়া, বাহিরের ঘেরা দাওয়ায় আসিয়া ব্রজেশ্বরী ও অপর্ণার পাশে বসিল। ব্রজ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা—আপনারা ?"

শ্যামা। ব্রাহ্মণের কন্যা।

ব্রজেশ্বরী তখন গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করিল ; আঁচল দিয়া শ্যামার পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "পুনী যা বলে ছিল, তা স্বচক্ষে দেখলেম ! আহা, যেন সাক্ষাৎ ভগবতী !"

শ্যামা। এ বাড়ীখানি কার, ব্রজেশ্বরি ?

ব্রজ। আমি এ ঘর দুখানি বেঁধেছি ; জমীদার সাতকড়ি ভটাচায্যি।

শ্যামা। কি কর ?

ব্রজ। এই কাছেই এক কায়েত বাড়ীতে কায করি ; আর এই ঘরখানিতে রেতে শুয়ে থাকি !

শ্যামা। আমরা এসেছি—এখন তুমি কোথা যাবে ?

ব্রজ। কোথা যাব ?– এইখানেই থাকবো—এই যে ঘেরা

দাওয়া আছে। তোমরা এসেছ, এ ত আমার ভাগ্যির কথা মা, ছুটো কথা কয়ে বাঁচবো!

শ্যামা কোন কথা কহিল না, শুধু ব্রজেশ্বরীর মুখপানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বড় ভারি ভারি স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বড় কষ্ট হবে, দিদি?"

ব্রজ। ওকথা মুখে আনবে না। আশীর্ব্বাদ কর, তোমাদের সেবায় যেন মরণ হয়। কষ্ট আবার! খোকাকে নিতে পাব—খোকার মা—তুমি—তোমাদের মুখে ছুটো জ্ঞান-ধর্ম্মের কথা শুনতে পাব—পরকালের ভাল হবে! শোয়াত চিরকালই আছে, দিদি!

শ্যামা। যদি অবরে সবরে আমাদের বাটীভাড়া দিতে দেরী হয়। যদি এক মাসের জায়গায় ছুমাস হয়, দিদি।

ব্রজেশ্বরী এবার গর্জ্জিয়া উঠিল, "আমি কায়েতের মেয়ে, দিদি, আমায় পয়সা দেখাতে নেই। আমি ভাড়ার লোভে তোমাদের হেথায় ডাকিনি। ঐ রত্ন ঠাকুর—উনি একদিন আমায় একটা কথা বলেছিলেন; শুনেই বল্লুম, এখনি আন্থন গে"! দেবতার কথায় মানুষ যদি দেবতা না হতে পারে, দেবতার মানত রক্ষা কত্তে হয়, দিদি!

শ্যামা। বিদ্যারত্ন ঠাকুর ব্রাহ্মণ তাই জানি, দেবতা শুনিনি:

ব্রজ। দেবতা নয়?—শুনবে দিদি! আমি যখন ঠাকুরের

বাসার কাছে থাকতুম, আমায় একদিন বিছে কামড়ায়। পা ফুলে, যন্ত্রণায় তিন দিন বিছানা থেকে উঠতে পারি নি। ব্রাহ্মণের সারারাত আমার পাশে বসে ঝাড় ফুঁক, পেল্লেপ দেওয়া, তাগাবাঁধা!—আমি সে সব মনে ভুলবো? আমার বাপ ব'লতেন, যে দুঃখীকে দেখে, সেই মুখ্যি কুলীন। দেবতা ন'ন, দিদি?

শ্যামা মুখে কিছু বলিল না, শুধু মনে মনে বলিল, "তোমার অক্ষয় স্বর্গ হোক।" শ্যামাকে নীরব দেখিয়া, ব্রজেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিল, "আজ রাতে সেবা হয়নি, দিদি"?

শ্যামা। হয়েছে। তবে রোজ যাতে সেবা হয়, তার ব্যবস্থা কিছু আছে?

ব্রজ। যদি অপরাধ না নাও ত বলি। আমার গরু আছে। যতদিন দুধ হবে, দুধ খোকা খাবে; বাকী বেচে, দাম তোমরা নিও।

শ্যামা। তুমি শুধু খোল্ বিচালি জোগাবে? ব্যবস্থা সুবিধার বটে!

ব্রজ। আমার খেতে খরচ লাগে না, দিদি! তার উপর মাহিনা আছে, তত্ত্ব তাবাসে দুপয়সা পাই, ঠোঙ্গা গড়া আছে!

শ্যামা। কোন জায়গায় আমায় রাঁধুনি রাখিয়ে দিতে পার?

ব্রজ। তা যদি রাজী থাক, ত আমার মনীব বাড়ীতেই আছে। কায খুব হাল্কা—সকাল বেলা দুধজাল আর চারজন মানুষের রান্না, দশটাকা মাহিনা, বছরে চারজোড়া কাপড়, তিন-

খানা গামছা, দশমী দ্বাদশীতে চারআনা ক'রে জলপানি! বাবুরা বেশ মানুষ। তুমি যদি বল, আমি কালই গিন্নীমাকে ব'লতে পারি, তাঁরা লোক খুঁজচেন!

শ্যামা। বলো, দিদি!—বাঁচলুম দিদি—বুকটা হালকা হয়ে গেল।

কথায় কথায় রাত্রি প্রভাত হইল। অপর্ণার গাঢ় নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া শ্যামা ডাকিল, "পুনী ওঠ!" পুনী উঠিল। শ্যামা বলিল, এই'নে বাটীর চাবি, বংশীর হাত করে বাবুকে ফিরিয়ে দিবি।

"শিবদুর্গা,—শিবদুর্গা" বলিতে বলিতে বিদ্যারত্ন প্রত্যুষে বাসায় ফিরিলেন। পুনী তাঁহাব পিছনে পিছনে চলিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

ভিন্ন পথে

"হায়রে পয়সা, হায়রে কাপড়" !

হোগলকুঁড়ের একটা পাড়ার চৌমাথায়, একজন হেঁটমুণ্ডে পা দুইটা তালগাছের মত সটান উঁচু করিয়া চেঁচাইতেছিল। বাজীকরকে ঘেরিয়া তিন চার স্তবক লোক দাঁড়াইয়া, তামাসা দেখিতেছিল। সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে যজ্ঞপতি দেখিল একজন তাহারি বয়সী লোক, খুব হাত মুখ নাড়িয়া বাজীকরকে উৎসাহ দিতেছে, আর হাঁকিতেছে, "জয় বারি, জয় ডাহা, জয় বন্দে মাতরং"।

যজ্ঞপতি, ভিড় ঠেলিয়া, লোকটার মুখের পানে চাহিতেই, সে জিজ্ঞাসা করিল, "ডাহা-ম্যান্ বুঝি, ছুইটে আসেন, ছুইটে আসেন"। যজ্ঞপতি হাসিয়া উত্তর করিল, "না আমি খোলা ম্যান,—একেবারেই খোলা—বিলকুল্ খোলা !" জবাব শুনিয়া লোকটা যজ্ঞপতির সঙ্গে ভিড়ের বাহিরে আসিলে, যজ্ঞপতি জিজ্ঞাসা করিল, "একি বামদেব, ঢাকাম্যান হয়েছ কেন ?"

বাম। পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ চাপা, ডাকলে উত্তর ও পাওয়া যায় না, খুঁজলে কাকেও দক্ষিণ বা অনুকূল দেখতে পাওয়া যায়

না। তুনিয়ার পেটের ঘেরটা পূবপশ্চিমেই কিছু ফাঁদাল ; তাই পশ্চিম ছেড়ে পূর্ব্ববঙ্গের সাজে বসে আছি। সংসারে জাহির হ'তে গেলে, মাঝে মাঝে উল্‌টো মাথায় চ'লতে হয়। ঐ বাজী-করকে দেখছ ত !

যজ্ঞ। বাড়ী যাওনি ?

বাম। গিয়েছিলেম। জেঠামহাশয় বল্লেন, খালাসী অন্তরীণকে ঘরে জায়গা দিলে, তাঁর আফিসের সাহেবরা রাগ করবেন। তাঁর পেনসেনের সময় হয়েছে। তারপর শুনলেম মৃত্যুর পূর্ব্বে বাবা নাকি খোরপোষের জন্যে, তাঁর ভদ্রাসনের অংশ জেঠামহাশয়কে বিক্রী করে গেছেন।

যজ্ঞ। তাঁর স্বর্গলাভ হয়েছে ! কি হয়েছিল ?

বাম। কতকটা অরুচি, কতকটা কারবারের অংশীদারের অভাব।

যজ্ঞ। কোন্ ব্যবসায়ে লোকসান হয়েছিল ?

বাম। না ঠিক ও রকম নয়। আমার অন্তর্ধ্যানের পর, বাবা মা তুজনে এক জোটে কাঁদতে ব'সলেন। কেঁদে কেঁদে মা মরে গেলেন ; শেষে জুড়ীদারের অভাবে, আর একঘেয়ে চোখের জলের অরুচিতে, বাবা স্বাদ বদলাতে মৃত্যুস্বাদ গ্রহণ করলেন।

যজ্ঞ। কি ক'চ্ছো এখন,—অন্ন ব্রহ্মের সাধনটা কোন্ তন্ত্রে হচ্ছে ?

বাম। প্রচলিত শাক্ত ত্রিপিঠকের মতে। পাটোয়ারি, প্রণতি ও প্রপঞ্চ, এই তিনটেই এখন হচ্চে আমার প্রাণযাত্রার উপায়। বুঝেছ ত, এসবে একটুও মোটা কাযের আমেজ নেই।

যজ্ঞ। প্রপঞ্চ!—যাকে বঞ্চনা বলে?—পাটোয়ারি? কোন জমীদারের তালুকে?

বাম। একজন স্ত্রীলোকের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি।

যজ্ঞ। স্ত্রীলোকের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি? অবশ্যই—

বাম। নিশ্চয়ই সেটা খুব সম্ভ্রান্ত সামগ্রী। ষ্টেট্‌টা একজন পান্‌-ওয়ালির।

যজ্ঞ। পান-ওয়ালির!

বাম। স্বর্গীয় কৃষ্ণপান্তি মহাশয় পান বেচে খেতেন ব'লে, তাকে জমীদারী দানের কসুরে, রামপ্রসাদ জগদম্বার কাছে কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন। তুমি দেখছি রামপ্রসাদের ছোট ভাই হয়েছ, যজ্ঞপতি!

যজ্ঞ। সে কথা পরে হবে। "প্রণতি" "প্রপঞ্চটা" কোথা খাটাও?

বাম। প্রণতিটা বড় লোকের মজলিসে; প্রপঞ্চটা পথে ঘাটে, যেখানে সুবিধা পাই।

যজ্ঞ। মানুষ, পশু হলেও, ষোল আনা পশু নয়। পথটা ভাল বেছে নিয়েছ কি?

বাম। পশু?—হাঁ, যজ্ঞপতি, পশু আর শিশু না বুঝলে ভগবানকে বুঝা যায় না। পশু ছিল, তাই কপিসৈন্যের সাহায্যে বাল্মীকি সীতা-উদ্ধার করিয়ে নিয়েছিলেন! শিশু ভগবান যখন কারাগারে বাপের কোলেও বিপন্ন, তখন একটা প্রকাণ্ড সাপ, ফনায় বৃষ্টি আড়াল ক'রে, তাঁকে যমুনাপারের সহয়তা করে, একটা শিয়ালের মা ডাঙ্গা পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। মথুরা শুদ্ধ লোক, ধর্ম্মী, অধর্ম্মী ভীরু সাহসী, দুর্ব্বল পালোয়ান, কেহই ভয়ে দরোজা খুলে উঁকি মারতে পারে নি।

যজ্ঞ। আমি শুনেছিলেম, সে ব্যক্তির চরিত্রে পবিত্র বলে কোন জিনিস নেই।

বাম। তাতে আমার কি? ক্যাথেরিন, ক্লিওপেট্রার চাকরিও ঢের শ্রেষ্ঠ লোক করেছে, তাতে তাদের জাত যায় নি। তৃতীয় সংস্পর্শে শাস্ত্রে দোষ লেখে না। পিতামহ তেজিমন্দি খেলে 'বড়্‌ মানুষ হলে, পৌত্রের তাঁর খেতাবী হতে কিছু আটকায় কি? তারপর, আমি তোমার ধারনায় অনাচারী হতে পারি, যজ্ঞপতি, আমি কদাচারী কখনই নই! যেটা অসত্য, সেইটাই কুৎসিৎ। আমি কদাচারী হলে তোমার কাছে মিথ্যা বলতেম, এ সব কথা গোপন কত্তেম। আমার মতে কপটী, কুটিল ইন্দ্রের চেয়ে, সিধা, সত্যবাদী সয়তান ঢের বড় সত্ত্বা।

যজ্ঞ। মিথ্যার বধূকে কুৎসিতা বল না?

বাম। আ—হাঃ!—তুমি এবার নেড়া দণ্ডী, নেড়া ভিক্ষুদের মত কথা বলচো, যজ্ঞপতি। জন্মাব নারীর গর্ভে, কারণ তা ভিন্ন জন্মাবার উপায়-নেই; অন্ন-বস্ত্রের জন্য দোরে দোরে লোকের স্ত্রী কন্যার কাছে ভিক্ষা মাগবো; – আর পোড়ো চেলাকে, শিষ্যসেবককে শেখাবো, নরকের দ্বার, নরকটা, সংসারে কোনখানে জান, বাপু,—সেটা হচ্চে কামিনী আর কাঞ্চন। জগতে ঘৃণ্য কোন্ জিনিষটা জান বাপু—সেটা হচ্চে কনক আর কান্তা!

যজ্ঞ। পুণ্যাপুণ্য ভেদটা ভুল, বল! মনের সকল ক্ষুধা তৃষ্ণাগুলো তাহলে তুল্যভাবে পূজ্য?

বাম। ভুল কে বলেছে? তবে, ছুঁলে-নাইতে-হয় ব্যাপার-গুলোকে অত গুণতিতে বাড়ালে, সেগুলো শুচিবাই হয়ে দাঁড়ায়। দেখনি, ভগবানকেও ভূমিষ্ঠ হতে গেলে কত নরদামা আঁস্তাকুড় নেড়ে চেঁ ডিঙ্গিয়ে আসতে হয়। চরুর ভিতর দিয়ে রামচন্দ্র মাতৃগর্ভে প্রবেশ কল্লেন, নির্গমটা কিন্তু স্বাভাবিক রকমেই ঘটলো; বুদ্ধদেব মাতৃকুক্ষি বিদীর্ণ করে ভূমিষ্ঠ হলেন, শ্রীকৃষ্ণ তেজরূপে আবির্ভূত! কেমন পবিত্রতার "কন্সারভেন্সি" বক্সা দেখেছ!

যজ্ঞ। তাঁরা যে কামজন্য সন্তান নন, সেই কথা বুঝাবার জন্যেই এই রূপকের সৃষ্টি।

বাম। উ—হুঃ! ঐ ভুলইত সকল গোলের নাটের গুরু,

যজ্ঞপতি। কে বলেছে রাম আর কাম দুটো স্বতন্ত্র সত্ত্বা। কাম ছাড়া রাম, আর রাম ছাড়া কাম, কোন জায়গায় মানুষের সংসারে নেই, থাক্‌তে পারে না। রোদ থেকে "তাপ" আর "আলো" আলাদা আলাদা করা যায় কি? যাতে আমি জন্মেছি, আমার বাপ. পিতামহ, পূর্ব্বপুরুষ সবাই জন্মেছেন, সেটাকে অপবিত্র বলেছ কেন? যেটা শাশ্বত বিধান, সেটাকে সয়তানের খেলা বুঝবো কেন? কেন, যজ্ঞপতি, অবতার হতে গেলে অযোনিজ হতে হবে? অস্বাভাবিক, অলৌকিক না হলে কোন ব্যাপারই সংসারে ঐশ্বরিক বলে পূজা পেতে পারে না কেন? তুমি ত পণ্ডিতের ছেলে, পণ্ডিতের জামাই, যজ্ঞপতি! তার চেয়ে বল না কেন, কোন "জৈবিক বৃত্তি, কোন ক্ষুধা-তৃষ্ণাই সয়তানের গড়া নয়। যার জাতি নেই, জন্ম নেই, তার জাত বেঁধে দিলেই, সংসারে অনেক বিজাতকের সৃষ্টি হয়! হটযোগের সংহিতাকার হয়েছিলেন অষ্টাবক্র। প্রকৃতির প্রতিশোধটা দেখেছ!

যজ্ঞ। তোমার কথা মতইত তাহলে বলতে হবে, কদর্য্যটাই জীবনের কদর্থ।

রাম। কদর্য্য কোন্‌খানটায়, যজ্ঞপতি? বহুবল্লভা উর্বশীর মত সুন্দরী নেই। মদনের পঞ্চবাণ ছেড়ে দিলে, সংসারের মাধুর্য্য পঞ্চাঙ্গে খোঁড়া হয়। আমরা পোটো ছবিওয়ালার দল অন্ততঃ সে বৈকল্যটা রং দিয়ে ঢাকতে পারি না।

যজ্ঞ। শাসন সংযম না থাকলে, মানুষের "ঘর" ব'লে কোন জিনিষ থাকতে পারে না।

বাম। ঐ—ত! যা অদম্য, যা সকল যমদমের অতীত, লোকে তাকে বাঁধতে চেষ্টা করে! তোমার অহল্যা, তারা (বৃহস্পতির বধূ), কুন্তী প্রভৃতি পৌরাণিক চিত্রকে আমি স্বাধীন পিপাসার সত্য ফটো ব'লে সম্মান করি, পূজো করি। বৃদ্ধের যুবতী স্ত্রীর পতিভক্তিটা যে বুঝতে পারি না এমনও নয়। তবে বাক্-মন-কর্ম্মে এক স্ত্রী তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে কখন বিদ্রোহ করবেন না বা করেন না, একথা অসম্ভব, অসত্য ব'লে আমার কাছে ঘৃণ্য। স্মার্ত্ত পণ্ডিতদের ভুল ঐখানেই যে তাঁরা সাগরের উপর শাসন চালাতে যান!

যজ্ঞ। তার চেয়ে বুঝনা কেন, যে ঢেউয়ে তোমার পিতা পিতামহ, পূর্ব্ব পিতৃ, সেই ঢেউয়েই তুমি, তোমার পুত্র পৌত্রাদি, অনাদি পরম্পরায়, বুদ্‌বুদের মত, অব্যক্তের ভিতর থেকে ব্যক্ত হয়ে উঠতেছ। সেটা তোমার হৃদয়ের স্বাধীন প্রেরণা নয়, সেটা বিশ্বপ্রকৃতির সৃষ্টি-লালসার চুলকানি। প্রকৃতি নিজের বোঝাটা তোমার ঘাড় দিয়ে বহিয়ে নেন। এইটা বুঝতে পারলেই, তোমার আর ধোপার গাধা সাজবার প্রবৃত্তি থাকে না।

বাম। করায় কে? বোঝাবার ঢের লোক আছে।

যজ্ঞ। তা স্বীকার করি। জগদম্বার কৃপা ভিন্ন মানুষের

ভোগ-সুখে অরুচি হয় না। মা ভিন্ন মাই দুধকে কেউ তিত করতে পারে কি! যাক্, তোমার ভগ্নীর খবর কি?

বাম। কে রাখে? সংসারে শান্তি-শৃঙ্খলার জয় জয়কার হোক। তোমার স্ত্রীর কোন সংবাদ পাও নি?

যজ্ঞ। না আমাদের গ্রাম নদীসাৎ হবার পর, আমি যে বেচে নেই এরূপ সিদ্ধান্তই তাদের সম্ভব। তারপর, এত দিন চলে গেছে। অনুসন্ধানের 'ও কোন সুবিধা ছিল না. জান ত সবই!

বাম। কত সধবা এদেশে বিধবা থাকে! কত ছেলে-মেয়ের আজীবন বিবাহ হয়না, সেটা কখন ভেবে দেখেছ. যজ্ঞপতি? এমন ভাবে চল্লে আর দু এক পুরুষেব মধ্যে, হিন্দু বলে বাঙ্গালায় কোন জাতিই থাকবে না। তার প্রতিকারের ব্যবস্থা দরবারী ব্যবস্থাপকেরা কি কচ্ছেন?

যজ্ঞ। একটা দাঁও মাফিক বিবাহের চেষ্টায় আছ নাকি?— সুলভে সাবিত্রী সংমিলন?

বাম। ভাল বইএর সুলভ সংস্করণটা খুব তারিফের সামগ্রী, সুলভ সংস্করণের বৌ কিন্তু একেবারেই অপদার্থ।

যজ্ঞ! অন্নাভাবই যে আজকাল বাঙ্গালীর বিবাহের অন্তরায়, সেটা ত দেখছি হাড়ে হাড়ে বুঝেছ, তবে আমাদের সঙ্গে এস না কেন! তোমার প্রতিভা আছে, বামদেব, তুমি খুব পাকা ইস্পাৎ,

কেন অস্থানে প'ড়ে মোরচে ধ'রে ভোঁতা হয়ে যাবে? আমাদের সঙ্গে এস না!

বাম। তোমরা কি কর?

বজ্র। আমরা জুতো গড়ি, চাষ করি, কাপড় বুনি—দশ ক্রোশ হেঁটে সে সব বেচে বেড়াই। হাত নাড়তে জানলে ভাত আপনি এসে পেটে ঢুকে যায়। আমাদের সংঘে এলে ভেবে ভাত খেতে হবে না।

বাম। যদি অত সুখেই আছ, তবে আর এক জন ভাগীদার ডাক কেন? ভগবান, বুদ্ধিমান বলে, নিজে একক, অদ্বিতীয় আছেন, বজ্রপতি!

বজ্র। কামদারকে আমরা বকরাদার ভেবে ভয় পাই না। আমরা লোক ক'সতে জানি, খাটাতে জানি, তাই কাকেও হটাতে চাই না। ওটা তোমার ভারি ভুল, বামদেব! ষোল আনা সুখী লোক কারো সুখ ভাঙতে চায় না, সকলকে বরং সুখী ক'রতে চায়। সে ছোটবড় ভেদটা বড় পছন্দ করে না।

বাম। গলায় তোমার পৈতা দেখ্‌ছি ত! তোমরা কি একাধারে ছোট বড়? ধর্ম্মকার আর চর্ম্মকার এক সঙ্গে জোড়া দেওয়া?

বজ্র। পৈতা আমাদের দলের চিহ্ন, জাতির চিহ্ন নয়। এ দেশের ইতিহাস ভুলে যাও কেন, বামদেব? ভারতবর্ষে যে আসে,

যে জন্মায়, সেই ব্রাহ্মণ হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ ভারতে টিকতে পারে না. অনেক দিন ভারতে বাস করলে ব্রাহ্মণ না হয়ে উপায় নেই। হুন নাহার গল, ক্ষাত্রপতি মিহির কুল হয়ে গেলন, গ্রীক মিয়েণ্ডার হলেন রাজা মলিন্দ ; কাণিষ্ক হলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহা ছত্রধর। হুন এল, শক এল, চীন এল, তাতার এল, সকলেই কিন্তু ব্রাহ্মণ্যের দীপ্তাগ্নির জোরে এক বৃহৎ ব্রাহ্মণের ধাতুভূত, অঙ্গীভূত হয়ে পড়লো। দারা ভারতের সম্রাট হলে, এই বৃহৎ ব্রাহ্মণ আজ চতুর্ভুজ হতেন ; এক বাহু তাঁর ব্রাহ্মণ, আর এক বাহু জৈন, আর এক বাহু বৌদ্ধ, আর এক বাহু সুফি ইসলাম। তোমার দেশকে আবার দাঁড়িয়ে উঠতে গেলে এই চার বাহুকে সমান বলীয়ান করে দাঁড়াতে হবে। কোন দেশ তাহার মূর্খতম অধিবাসীর চেয়ে বেশী জ্ঞানী নয়, দরিদ্রতমের চেয়ে ধনবান নয়, এটা বেশ করে মনে রেখো, বামদেব !

বাম। তোমরা খাট পরের জন্য, রোজগার কর পরের পেট ভরাতে ? আমার চোখে তোমরা মানুষ নও, যজ্ঞপতি,—তোমরা অন্য কোন জীব !

যজ্ঞ। আমরা নতুন কিছু করি না। কখন অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি দেখনি ? দেখনি বিশ্বের অন্ন বিশ্বজননীর ভাণ্ডারে জমা আছে। কীট পতঙ্গ থেকে বিধি বিষ্ণু পর্য্যন্ত, তাঁর সকল সন্তানের জন্যই সে অন্ন। যিনি ক্ষেত্রপতি, ক্ষেত্রজ্ঞ, বীজস্বামী, তিনি

দেবাদিদেব হলেও নয়। ভিক্ষুকের চেয়েও বেশী ভোগ, বেশী অধিকারের প্রত্যাশা তিনি রাখেন না। এই ছবির আদর্শেই ভারতের সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমরা কোন বৈদেশিক বিধান কল্যাণকর বলে মনে করি না। যে জিনিস তোমার বা তোমার জাতির সাত্ম্য নয়, সে জিনিস তোমার সুপথ্য নয়। জগতে এক পদার্থ দুইটা নেই, বামদেব। "এক" আর "একরূপ" একার্থবাচক নয়। এই ধর, তোমার দেশের লোকেরও একদিন বহুদূর ব্যাপি সাম্রাজ্য ছিল। তা বলে অশোকের সাম্রাজ্য আর সিজারের সাম্রাজ্য এক জিনিস ছিল না,—দুই জাতির প্রকৃতির ভেদের জন্যে।

বাম। যে রকমের যাই হো'ক, সবই দুদিনের, যজ্ঞপতি। চিরজীবী কে আছে?

যজ্ঞ। চিরজীবী মানে চিরদুঃখী, বামদেব।

বাম। ওসব বাজে কথার প্রয়োজন করে না, যজ্ঞপতি। কাল যা চায় কালকে তা দিতে হয়। যে কল যত কমশক্তি খরচ ক'রে যত বেশী মাল, বেশী লাভ পয়দা করে, তার তত কদর, তত তারিফ। যে মানুষ যত কম খেটে যত বেশী সুখ স্বচ্ছন্দ ভোগ করে, সে তত বড় লোক। সকল সুখেরই সিংহাসন হচ্ছে পূর্ণ আলস্য। সহরে একটু চালাকি খেলাতে পারলে, রাজার হালে বাস করা যায়। পরিশ্রম?—সেটা মোটা কায, মজুরে করে। আমার দ্বারা পরিশ্রম হতে পারে না।

যজ্ঞ। নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে, কাম্বের মত হয়ে চলা,—সেটাকে বেঁচে থাকা বল ?

বাম। অন্য রকম বাঁচবার উপায়, প্রয়োজন ? আমার একজন বন্ধু, ভয়ঙ্কর সাহিত্যিক, ফটিক বাবু বলেন, প্রজাপতির মত ফুটন্ত গোলাপের বুকে ডানা ছড়িয়ে দিনরাত দোল খাওয়া, আর যোগে যাগে কোন রকমে সুখে বেঁচে থাকা— সেইটাই হলো জীবনের আদর্শ। এ সিদ্ধিতে বিশেষ অন্য কিছুর দরকার নেই, সুধু সহায় সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠের দলে মেলামিশা। লোকটার সার্টিফিকিটের তাড়া, মেডেলের মালা যদি একবার দেখ, যজ্ঞপতি !

যজ্ঞ। সনন্দ সার্টিফিকিটের সঙ্গে প্রতিভার একেবারে ভাসুর ভাদ্দরবৌ সুবাধ, বামদেব। যে ডিম থেকে প্রতিভার ছানা ফুটে উঠে, তাহার ভিতরকার কুসুমটা হচ্ছে "সত্য", তার বাইরের খোলা বা আবরনের নাম হচ্ছে "শুভ্র সারল্য" ! আমি একদিন মেডেলের মুণ্ডমালা-পরা এক কালোয়াতের গান শুনতে গিয়েছিলেম। ওস্তাদজি মুখ খিঁচিয়ে যাই "আজু" বলে সুর ধরলেন, অমনি ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর সঙ্গে তোমার ভরত নারদের চোদ্দপুরুষ যেন জু জু দেখে পিট্টান্ দিলেন !

বাম। তুমি ফটিককে চেন না। একবার তাকে নভোস্কোসিয়া থেকে দিক্‌বিজয় করে আসতে দাও, তখন বুঝবে !

যজ্ঞ। পায়ে তাঁর দড়ি বেঁধে রেখো, বামদেব ! এদেশে আবার

কুরুক্ষেত্র আনা কেন? দিগ্বিজয় বাড়লেই কুরুক্ষেত্র দানোপেয়ে উঠে। দশরথ দশদিক জয় করেছিলেন বলেই, কৈকেয়ী অযোধ্যার দশদিকে আগুন জ্বালিয়ে ছিলেন আর কি! ভ্রাতৃশ্রেষ্ঠ ভরতের করুণায় কুরুক্ষেত্রকে একযুগধরে থামা খেতে হয়েছিল। দেশজয়ে বীর হয় না. বাটোয়ারা-নাশককে বীর বলে, বামদেব।

বাম। হাঁ, তুমি সেদিন সাতুভট্টের ছাপাখানায় এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে এই রকম বোলচাল ঝাড় ছিলে, আমি পাসের ঘরে ছিলেম, তুমি আমায় দেখতে পাওনি। সহরে কি মতলবে আসা? ব্রাহ্মণের কোন্ স্কুলে পণ্ডিতী করে দেছ বলছিলে?

যজ্ঞপতি শেষ কথাটার কোন জবাব না দিয়া বলিল, "সহরে এসেছি কতকগুলো জিনিস কিনতে। আমি একটা যন্ত্র গড়বার চেষ্টা করছি, যেমন ফটো ক্যামেরা থাকে না, তেমনি মনের ক্যামেরা। ঠিক তৈয়েরী করতে পাল্লে, যন্ত্রটার নাম রাখবো চিল্লেখ। চলি আজ, বাঁচলে দেখা হয়।"

বামদেব যজ্ঞপতি বাগানের বাহির হইতেছে। দূরে একটা বাটীর ছাদ হইতে স্ত্রীকণ্ঠ নিঃসৃত একটা গান ঘূর্ণিতে ঘুরিতে লাগিল। শুনিয়া দুইজনেই একটু থামিল। গায়িকা গাইতেছে—

বুঝি পেলে এ জ্বালার জীবন, পর কি আপন, মুখের পানে
চাইতে হয়;
সারারাত জ্বলে তারা, নিমেষহারা, মুখে-মুখে চেয়ে রয়!

আঁখির পলক সুযোগ ধ'রে,
মান ক'রে কেউ খসলে পরে,
অমনি ক'রে, বাকী জীবন, আঁধারের পথ চাইতে হয় ;
বহে যায় নারীর জীবন, নদীর মতন,
(কত) শ্মশানভূমি ঢাকিয়ে রয় !
বহে যায় নারীর জীবন, নদীর মতন,
তলায় কে তার দেখতে যায় ?

গান শুনিয়া বামদেবের হৃদয়ে কেমন একটা অদম্য হত্যার সংকল্প যেন জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সেই মুহূর্ত্তেই সে, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত, যজ্ঞপতির উপর ঝাঁপাইয়া,—তাহার মুণ্ডটা নখে ছিঁড়িয়া ফেলে। বামদেব ইহার কোন কারণ বুঝিতে পারিতেছিল না। এ তার কোন প্রসুপ্ত জন্মান্তরিণ স্মৃতি, না কোন সয়তানের সয়তানি ?

তাহাকে নীরব দেখিয়া, যজ্ঞপতি মন্ত্রমুগ্ধের মত বলিল, "বড় মধুর, বামদেব,—ঐ স্বর, ঐ ভাবের ঐকান্তিকতা—বড় মধুর বড় সুন্দর।" যজ্ঞপতির কথায় বামদেবের জিহ্বার বাধন খুলিয়া গেল। সে উত্তর করিল, "তোমরা ত কাকেও বস্তাপচা করনা যজ্ঞপতি, সকলকেই কাজে লাগাও, মানুষ কর, ঐ যে গাইছে, তাদের মানুষ করতে পার না ? যে পথ দিয়ে তুমি এখন হাঁটছো, নদেমার্কা বামনাই, তার ধুলোছুঁলেও বলবে,"সচেল জলমাবিশেৎ" ।

আমি চল্লেম, যজ্ঞপতি ! তোমার আমার পথ এইখান থেকেই ভিন্ন দিকে ।